১৸৹ এক টাকা বারো আনা



দ্বিতীয় সংস্করণ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা

নাট্যরসিকগণেব করকমলে—

# নিবেদন

এই নাটকের আখ্যায়িকা জলধরবাবু আমার কাছে এনেছিলেন। আমার খুব ভাল লেগেছিল। তারপর অভিনয়ার্থে যত-কিছু পরিবর্ত্তন করতে চেয়েছি—অসীম ধৈর্য্য-সহকারে সে বিষয়ে তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন।

এই নাটকের নাট্যকার হিসাবে নামটা যে আমার দেওয়া হয়েছে, সে শুধু তাঁরই অনুবোধে। নতুবা, এ নাটকের মধ্যে যা-কিছু নাট্য—তা' জলধরবাবুর নিজের আমার নয়। তবে আমি নিজের নাম এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেছি কেন? তার কারণ, আমার মনে হয়েছে—আমি যদি নিজে এই নাটকটি রচনা করতে পারতাম, তা'হলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতাম। ইতি—

৯ই অগ্রহায়ণ
১৩৪২

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

# চরিত্রগণ

| | | |
|---|---|---|
| দিগম্বর | ... | মাথা-খারাপ অধ্যাপক |
| দিব্যেন্দু | ... | নাট্যকার |
| বসন্ত | ... | অভিনেতা |
| দীননাথ | . | বসন্তের পিতা |
| সুহৃৎ | | চিকিৎসক |
| গণপতি | ... | বাণী-থিয়েটারের মালিক |
| নবকৃষ্ণ | | বাড়িওয়ালা |
| মধুময় | | বসন্তের পুত্র |
| যেদো }<br>দয়াল } | .. | চাকর |
| বাণী-থিয়েটারের দর্শকগণ | | |

---

| | | |
|---|---|---|
| স্বাগতা | .. | দিগম্বরের স্ত্রী |
| সান্ত্বনা | .. | বসন্তের স্ত্রী |
| বুলবুল | ... | অভিনেত্রী—শান্তা |

# শুভ উদ্বোধন-রজনীর সংগঠন

## ও

## চরিত্রাভিনেতৃগণ—

| | |
|---|---|
| প্রযোজক ও শিক্ষক | শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী |
| সম্পাদক | শ্রীসনৎকুমার মুখোপাধ্যায় |
| অধ্যক্ষ | শ্রীহৃষীকেশ ভাদুড়ী |
| মঞ্চশিল্পী | শ্রীপ্রভাতকুমাব চট্টোপাধ্যায় ( বাদলবাবু ) |
| মঞ্চাধ্যক্ষ | শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় |
| সহঃ অধ্যক্ষ | শ্রীভূতনাথ দাস |
| সুব-শিল্পী | শ্রীননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় |
| নৃত্য-শিল্পী | শ্রীঅমল বন্দ্যোপাধ্যায় ও নাট্যকার<br>শ্রীশীতলচন্দ্র পাল |
| যন্ত্রী | শ্রীননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়<br>শ্রীবিজন বিহারী ঘোষ<br>শ্রীদুলালচন্দ্র দাস<br>শ্রীগঙ্গা চবণ নন্দী |
| আলোক-শিল্পী | শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় |
| স্মারক | শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম |
| সহঃ স্মারক | শ্রীসত্যকুমার সরকার |

| | |
|---|---|
| দিগম্বর | শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী |
| দীননাথ | " শীতলচন্দ্র পাল |
| দিব্যেন্দু | " শৈলেন চৌধুরী |
| বসন্ত | " অমল বন্দ্যোপাধ্যায় ( এঃ ) |
| গণপতি | " কার্ত্তিকচন্দ্র দে |
| রঞ্জন | " সত্যেন্দ্র গোস্বামী |
| সুহৃৎ | " বিশ্বনাথ ভাদুড়ী |
| নবকৃষ্ণ | " শান্তশীল গোস্বামী |
| মধুময় | শ্রীমতী মিস্ মীরা |
| সুরেশ | শ্রীযুক্ত অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় |
| গেঁদা | " দীনেন্দ্রনাথ রায় |
| প্রতিবেশীত্রয় | " প্রবোধচন্দ্র দত্ত<br>" জীবেন বসু<br>" ইন্দু চক্রবর্ত্তী |
| জনক | " জীবেন বসু |
| বিশ্বামিত্র | " জ্যোৎস্না মিত্র |
| স্বাগতা | শ্রীমতী প্রভা |
| শান্তা | " বাণীবালা |
| সান্ত্বনা | " বেলারাণী |
| সুলেখা | " প্রতিভা |

বাণী থিয়েটারের দর্শকগণ—

কানুবাবু, পঞ্চাননবাবু, কাশীনাথবাবু, বঙ্কুবাবু, শৈলেনবাবু,
সুবোধবাবু, রথীনবাবু, বিভূতিবাবু, যোগেনবাবু,
মধুবাবু, সন্তোষবাবু, অমরবাবু,
বাটুলবাবু, সহদেববাবু
প্রভৃতি।

# রীতিমত নাটক

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

স্থান—বাণী-থিয়েটারের সম্মুখভাগ

কাল—সন্ধ্যা

দৃশ্য—মালিক গণপতিবাবু গড়গড়ায় তামাকু সেবা করিতেছিলেন—পাশে কয়েকটি বন্ধু চা-পানে রত। বাঁ দিকে একটা দেওয়ালে টিকিট কিনিবার স্থান—সেখানে খুব ভিড়। কেহ টিকিট কিনিতেছিল, কেহ হ্যাণ্ডবিল পড়িতেছিল, কেহবা প্রোগ্রাম খুঁজিতেছিল। সামনে প্রেক্ষাগৃহে ঢুকিবার দরজা, সেখানে একজন গেট্‌কিপার। দলে দলে দর্শকগণ টিকিট দেখাইয়া—প্রেক্ষাগৃহে ঢুকিতেছিল।

একটি অবগুণ্ঠনবতী সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাহার কোলের কাছে—দশ-বারো বছরের একটি সুন্দর ছেলে। ইহাদের অভিভাবক জনৈক অতিবৃদ্ধ—নাম দীননাথ। তিনি যেন এদিক-ওদিক কাহাকে খুঁজিতেছিলেন। হঠাৎ একটি সুবেশ যুবকের হাত ধরিয়া—

দীননাথ। এ থিয়েটারের মালিক কে বাবা ?

সুবেশ। ( ঝাঁকি দিয়া হাত ছাড়াইয়া লইল—বৃদ্ধের করস্পর্শে ধোলাই-

করা সার্টটা অপরিস্কার হইল কিনা দেখিয়া—বিরক্তি প্রকাশ করিল )
কি রকম ভদ্রলোক আপনি ? আমার জামাটা নষ্ট করে দিলেন ?

দীননাথ। ( সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া ) রাগ করনা বাবা ! আমি বুড়োমানুষ—আমাকে একটু বলে দাও—এ থিয়েটারের মালিক কে ?

সুরেশ। ( সযত্নে কাটা টেড়িটা বিপর্য্যস্ত হওয়ায় ক্রুদ্ধভাবে বাঁকিয়া দাঁড়াইল ) Nonsense ! টেড়িটা ভেঙে দিলে ? মালিক কে তা আমি কি জানি ? old idiot !

প্রস্থান

রঞ্জন নামে জনৈক কর্ম্মচারী কাছে আসিল

রঞ্জন। আপনি কাকে চান মশাই ?

দীননাথ। এ থিয়েটারের মালিক কে বাবা ?

রঞ্জন। কেন, কি দরকার আপনার ?

দীননাথ। আমার ছেলে এখানে চাকরী করে, আমি তার সঙ্গে একবার দেখা করতে এসেছি।

রঞ্জন। কে আপনার ছেলে ?

দীননাথ। শ্রীমান বসন্তকুমার সেন।

রঞ্জন। বসন্তবাবুর পিতা আপনি ? বটে ? কিন্তু তিনি যে এখন সেজেগুজে বসে আছেন। ফাষ্টসিনেই অ্যাপিয়ার। আচ্ছা, আসুন—আপনাকে আমি মালিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি।

গণপতির কাছে লইয়া গিয়া

ইনিই মালিক—বসুন এখানে।

গণপতি। কে ইনি ?

রঞ্জন। আমাদের বসন্তবাবুর পিতা।

গণপতি। তাই নাকি, বসুন বসুন। নমস্কার।

দীননাথ। ( প্রতি নমস্কার করিয়া ) মহাশয়ের নাম ?

গণপতি। আমার নাম শ্রীগণপতি গণ।

দীননাথ। আপনাকেই আমি খুঁজছিলাম। আমার ছেলের সঙ্গে একবারটি দেখা করতে চাই আমি।

গণপতি। ( ঘড়ির দিকে চাহিয়া ) এখন তো সুবিধে হবে না—এখুনি যে ড্রপ্ উঠ্‌বে! আচ্ছা আপনি এক কাজ করুন—আপাততঃ অভিনয় দেখুন—তারপর। রঞ্জন!

দীননাথ। না, না, আমি অভিনয় দেখ্‌বো না। আমার পুত্রবধূটিও সঙ্গে আছেন—বহুদূর থেকে এসেছি—বসন্তের সঙ্গে একবার দেখা না হ'লে নিশ্চিন্ত হতে পারছিনে আমরা!

গণপতি। উনিই বুঝি বসন্তবাবুর স্ত্রী ?

দীননাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

গণপতি। আর ওটি বোধহয় তাঁর ছেলে ? রঞ্জন! দোতলার একটা বক্স খুলে দাও তো।

দীননাথ। না, না, দরকার নেই। আমার বৌমার চোখের অসুখ! দিনরাত চোখ দিয়ে জল পড়ে—থিয়েটার দেখা সহ্য হবে না ওঁর—

গণপতি। তাই নাকি ? ছেলেটিরও তো দেখ্‌ছি—ময়লা কাপড়, ছেঁড়াজামা, বসন্তবাবু কি এদের কোনো খোঁজখবরই রাখেন না ?

দীননাথ। গণমশাই, বসন্ত আমার আজ দশবছর নিরুদ্দেশ। বহুকষ্টে

কলকাতা পর্য্যন্ত এসে, তবে সন্ধান পেয়েছি তার। শুনলাম—সে নাকি আজ একজন মস্ত অভিনেতা—অনেক টাকা মাইনে পায় আপনার কাছে। কিন্তু তার বৌ ছেলে যে না-খেয়ে মরছে—সে খবরটাও রাখে না, এত প্রাণহীন সে। ( চোখ মুছিলেন ) আমার বয়স এখন পঁচাত্তর, আমি তো আর পেরে উঠিনে! আমার দিন যে ফুরিয়ে এসেছে। তাই এখন তার জিনিস তার কাছে পৌঁছে দিয়েই স্বস্থানে প্রস্থান করবো, মনে করছি।

গণপতি। হুঁ। সবই বুঝতে পারছি—আচ্ছা, চলুন তাহলে ওপরেই চলুন। কিছু সময় তো, অপেক্ষা করতেই হবে? উপায় কি?

দীননাথ। না, না, আমরা আর ওপরে যাবনা—এখানেই বসে থাকি। তারপর আপনাদের পাঁচজনের সামনে তার হাতখানা ধরে জিজ্ঞাসা করবো, আমার অপরাধ কি? কেন সে আমার ওই লক্ষ্মী বৌমাকে এত দুঃখ দিচ্ছে। কেঁদে কেঁদে বৌমার আমার চোখ দুটি আজ প্রায় অন্ধ। উঃ জগদীশ!

গণপতি। কিন্তু এখানে কোথায় থাকবেন? আসুন আমার সঙ্গে আমি আপনাদের সামনের স্পেশালেই বসিয়ে দিচ্ছি। রামসীতার পবিত্র উপাখ্যান অভিনয় হবে—শুনবেন একটু—

হঠাৎ টেলিফোনে ওয়ার্ণিং পড়িল

গণপতি। ( ফোন ধরিয়া ) হ্যালো, কে আপনি? হ্যাঁ বাণী থিয়েটার, কি চাই বলুন? ·····সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায়।······শ্রীরাম বসন্ত—সেন ··সীতা—মিস্ বুলবুল্ যে আজ্ঞে···নমস্কার।

ফোন রাখিলেন

আসুন আপনারা।

দীননাথ। চলুন। এসো বৌমা।

মধুময় সান্ত্বনার হাত ধরিল—সকলের প্রস্থান

দিব্যেন্দুর প্রবেশ

দিব্যেন্দু। রঞ্জন, রঞ্জন—

রঞ্জন। আজ্ঞে?

বুকিং আফিস হইতে বাহিরে আসিল

দিব্যেন্দু। এই যে একটি বৃদ্ধ, একটি স্ত্রীলোক, আর একটি বালক, গণপতি বাবুর সঙ্গে ভিতরে গেল, এঁরা কারা? কোত্থেকে এসেছেন—জান?

রঞ্জন। বৃদ্ধটি হচ্ছেন বসন্তবাবুর পিতা।

দিব্যেন্দু। আর স্ত্রীলোকটি, বালকটি?

রঞ্জন। বৌ আর ছেলে।

দিব্যেন্দু। হুঁ।

রঞ্জন। ব্যাপার কি দিব্যেন্দুবাবু?

দিব্যেন্দু। কিসের ব্যাপার রঞ্জন?

রঞ্জন। শুনেছি, বসন্তবাবু নাকি আপনারই ভগ্নীপতি?

দিব্যেন্দু। না, না, ঠিক তা' নয়—বসন্ত আমার বাল্যবন্ধু। তাতে আবার বিয়ে করেছিল—আমাদেরই গাঁয়ে। সেই কারণেই একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে নিয়েছি—সত্যি বল্‌তে বসন্তের স্ত্রী আমার কেউ নয়।

যাক্ সে কথা। আমাকে এক কাপ্ চা খাওয়াতে পার? বড়ই পরিশ্রান্ত হ'য়ে এসেছি। আচ্ছা, দরকার নেই—তুমি আর একটা কাজ করতে পার রঞ্জন? বসন্তের ছেলেটিকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এদিকে একবারটি আনতে পার? বুড়ো যেন টের না পায়। খুব সাবধান।

রঞ্জন। আচ্ছা, দেখি—

প্রস্থান

দিব্যেন্দু। (একটা দারোয়ানকে) এই! শুনে যা। এক কাপ্ চা আর আনা-চারেকের খাবার নিয়ে আয় তো—

পয়সা দিলেন

টেলিফোনের কাছে গিয়া টেলিফোন ধরিলেন

23705 বড়বাজার।·হ্যালো···কে আপনি?···বৌদিকে একবারটি ডেকে দাওনা ভাই!···হ্যাঁ, আমি দিব্যেন্দু। দিগম্বরদা কেমন আছেন?··থিয়েটারে আনতে—পারবেন তো? পাশ নেব?···.. হাহাহা·· বলুন যে, আমি নাট্যকার। থিয়েটার দেখতে বা দেখাতে আমার কোনো খরচা নেই। আচ্ছা হাহাহা·আচ্ছা। হ্যাঁ, আপনি তাহলে প্রস্তুত হ'য়ে থাকুন, আমি একখানা ট্যাক্সি নিয়ে যাচ্ছি।

টেলিফোন রাখিলেন

মধুময়কে সঙ্গে লইয়া রঞ্জনের প্রবেশ

এসো খোকা, (কোলে বসাইলেন)—কি নাম তোমার?

মধুময়। আমার নাম শ্রীমধুময় সেন।

দারোয়ান চা ও খাবার আনিল

দিব্যেন্দু। খাবার খাও মধুময়। লজ্জা কি? আমিই হচ্ছি তোমার মামা তোমার মা যে আমার বোন্। আচ্ছা, মধুময়, তোমার মার চোখে কি অসুখ?

মধুময়। সব সময় জল পড়ে।

দিব্যেন্দু। কেন? কি হয়েছিল?

মধুময়। মা আমার বাবার জন্যে দিনরাত কাঁদে। দাদামশাই বলেন—শুধু কেঁদেকেঁদেই নাকি মা আমার অন্ধ হয়ে যাবে।

দিব্যেন্দু! বেশ নামটি তোমার 'মধুময়'। কে রেখেছিল এ নামটি?

মধুময়। মার কাছে শুনিছি—আমার এক মামা ছিলেন—আমার মাকে তিনি খুব ভালবাসতেন। তিনিই আমার নাম রেখেছিলেন, 'মধুময়'। কিন্তু আমি তাঁকে কখনো দেখিনি। আপনিই কি তিনি?

দিব্যেন্দু। হ্যা। তোমার মা আমার ছোট্ট বোন্ কিনা, তাই আমি তাকে খুব ভালবাস্তাম। আচ্ছা তুমি এখন তা'হলে অভিনয় দেখগে—পরে আবার দেখা হবে। আমি একটু ঘুরে আসি। রঞ্জন! মধুময়কে রেখে এসো।

উভয়ের প্রস্থান

সান্ত্বনা! তোমার যে এ দুর্গতি হবে তা' আমি জান্তাম। কী সুন্দর ছিল তোমার চোখ-দুটি, আজ তুমি অন্ধ হতে চলেছ। অদৃষ্ট!

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—প্রফেসর দিগম্বর মজুমদারের ঘরের সাম্নে ঝুল-বারান্দা।

কাল—অপরাহ্ন।

দৃশ্য—মাথা-খারাপ প্রফেসর পায়চারি করিতেছিলেন।

· দিগম্বর—

"Beauty stands
In admiration of weak minds
Led captive ; cease to admire,
And all her plumes fall flat,
And shrunk into a trivial toy
At every sudden slighting—
Quite abashed."

প্রফেসর পত্নী স্বাগতার প্রবেশ

এই যে আসুন, আসুন, আস্তে আজ্ঞা হোক। বাঃ, বাঃ, বাঃ, সেজেছ তো বেশ? একেবারে ডানাকাটা পরী!

"To sing, to dance, to dress,
And to troll the tongue—
And roll the eyes!"

স্বাগতা। দোহাই তোমার, চলোনা আজ একটু থিয়েটারে যাই—

*দিগম্বর। থিয়েটারের ভেতরেই তো ডুবে আছি স্বাগতা? তুমি* হচ্ছো 'রিজিয়া' আর তোমার চারিদিকে বহু, 'বক্তিয়ার' অভিনয় সুরু করেছে—

"সাহাজাদি, সম্রাটনন্দিনী !
মৃত্যুভয় দেখাও কাহারে ?
জাননাকি তাতার-বালক
মাতৃঅঙ্ক হ'তে ছুটে যায়—
সিংহশিশু সনে করিবারে
মল্লরণ ! শাণিত ছুরিকা
ক্ষুদ্র ক্রীড়নক তার।"

স্বাগতা। আঃ, বাজে ব'কোনা, শোনো। বাণী-থিয়েটারে আজ 'হরধনু-ভঙ্গ' প্লে হবে। নাট্যকার কে তাতো জানো ?

দিগম্বর। উহু জানিনা। সে সৌভাগ্য আমার হয়নি।

কেবা সেই মহাজন—নয়নরঞ্জন—
বিনা দরশনে যার এত উচাটন,
কহ তবে শুনি বিধুমুখী ?

স্বাগতা। আঃ বকামো ক'রনা, শোনো—নাট্যকার আমার ঠাকুরপো—দিব্যেন্দু!

দিগম্বর। ও—that Fountain-Pen of unscruplous lies ?

স্বাগতা—ঠাকুরপো তোমাকে কত শ্রদ্ধা করে—ভালবাসে—তার লেখা হরধনুভঙ্গ দেখ্‌তে যাবেনা একবার ?

দিগম্বর। Adam after the fall, speaks of his wife—

"*Not to be trusted*
Longing to be seen
Though by the Devil himself."

তোমার থিয়েটারে যাওযার অর্থ যে কি তা' আদমও জানতো—আমিও জানি। তুমি চাও—সেজেগুজে নিজেকে পাঁচজনের সামনে জাহির করতে! এবং এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

স্বাগতা। ছিঃ অমন কথা মুখে এনোনা। ডাক্তার বলেছেন—রোজ তোমাকে থিয়েটারে নিয়ে যেতে—তাহলেই তোমার মনটা ভাল হ'যে উঠবে। রোগ সেরে যাবে।

দিগম্বর। এত পয়সা পাবে কোথায় সুন্দরী ?

স্বাগতা। সেই কথাই তো বলছি—আমার দিব্যেন্দু ঠাকুরপো নাট্যকার—আমাদের কোনো পয়সা লাগবেনা থিয়েটার দেখতে! ডাক্তারবাবুও সেখানে দেখা করবেন আমাদের সাথে—কোনো অসুবিধে হবে না।

দিগম্বর। Then let me know first, on whom you have settled your mind? On Hypodermic Syringe, or on Fountain Pen ?

ডাক্তার সুহৃদের প্রবেশ

সুহৃৎ। Hallo Mr. Mozoomder, how are you doing? (স্বাগতাকে দেখিয়া) এই যে, নমস্কার, ভাল আছেন ?

দিগম্বর। আচ্ছা ডাক্তারবাবু! আমার বেলায় most roughly—'Hallo Mr. Mozoomder, !' আর আমার স্ত্রীর বেলায় হাসিহাসি মুখে—'এই যে, নমস্কার' এর মানে কি বলুন তো ?

যেদোর প্রবেশ

যেদো। মা! দিব্যেন্দুবাবু আপনাকে ফোনে ডাকছেন।

যেদোর প্রস্থান

সুহৃৎ। শুনুন্ Mr. Mozoomder—আপনার রোগটা হচ্ছে—purely psychic. Thinking, feeling & willingএর উপর আমাদের একটা control আছে। আপনার সেটা একেবারেই lost—চেষ্টা করুন, যাতে আবার regain করতে পারেন—নইলে যাতা' বক্‌বেন—যাতা করবেন—কিছুই ঠিক থাক্‌বেনা।

দিগম্বর। মোটের উপর, আপনাদের সঙ্গে আমার Points of disagreement হচ্ছে—আপনারা যা' ভাবেন, তা' বলেন না, যা' বলেন, তা' করেন না। আর আমি যা' ভাবি, তাই বলি, তাই করি। এই তো আপনার কথা? Physician heal thyself.

সুহৃৎ। Very well, শুধু argumentএর সাহায্যেই আমি আপনাকে cure করবো—আমার নাম সুহৃৎডাক্তার। আপনি কি বিবেচনা করেন—আপনার স্ত্রী ছাড়া এ জগতে সুন্দরী স্ত্রীলোক আর একটিও নেই?

দিগম্বর। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ঠিক তাই বিবেচনা করি।

স্বাগতার প্রবেশ

সুহৃৎ। কারণ?

দিগম্বর। কারণ—আপনারা সবাই আমার স্ত্রীর মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকেন; এখানে এলে আর ঘরে-ফিরবার তাগিদ্ থাকেনা আপনাদের!

সুহৃৎ। (হাসিয়া) আচ্ছা, আপনি মনে করুন না, আপনার স্ত্রী আপনার স্ত্রী নন্—তাঁর সম্বন্ধে আপনার কোনো দুর্ভাবনার প্রয়োজন নেই—

দিগম্বর। যে আজ্ঞে। আমি তো ঠিক তাই মনে করি—নতুব'—আপনি কেন আস্‌বেন আমাব বাড়িতে বিনা ভিজিটে treatment করতে ?

সুহৃৎ। আমি বিনা ভিজিটে treatment করি—যেহেতু আপনাব চাকরী নেই—আপনার স্ত্রী আজ ভয়ানক বিপন্না।

দিগম্বর। Shut up hypocrite ! did you ever care to spare a single farthing in order to help the old hag begging astreet ?

পেদো চা দিয়ে গেল

ও সব বাজে কথায় কাজ কি Mr. Hypodermic Syringe ! এখন চা-টা খেয়ে সবস্ত্রী সমভিব্যাহারে থিয়েটারে চলে যান। উপস্থিত তিনিও অত্যন্ত উদ্‌গ্রীবা ও উৎকণ্ঠিতা—কি বলো স্বাগতা ?

স্বাগতার দিকে চাহিলেন

লজ্জিতভাবে স্বাগতার প্রস্থান

সুহৃৎ। আচ্ছা, আপনাব স্ত্রীকে আমার সঙ্গে থিয়েটারে যেতে দেবেন কেন আপনি ? তাই তো বল্‌ছি—তাই তো বল্‌ছি—আপনিও সঙ্গে চলুন না দয়া করে ?

দিগম্বর। থাক্ থাক্ আর Courtsey নাই বা দেখালেন। আমি বেশ জানি—Beauty belongs to the nation at large. Can

anybody claim its absolute ownership ? No. And I must say most emphatically—no !

সুহৃৎ। হা-হা-হা—( সশব্দে হাসিলেন )

দিগম্বর। দাঁত বার করে আর হাস্‌বেন না—Mr. Hypodermic Syringe ! Beware of your rival Mr. Fountain Pen of unscrupulous lies ! His pen is mightier than your syringe, I think.

স্বাগতার পুনঃপ্রবেশ

স্বাগতা। ডাক্তারবাবু ! এই নিন্ আপনার ভিজিট। আমার স্বামীকে আর চিকিৎসা করতে আস্‌বেন না আপনি—আমার অদৃষ্টে যা ঘটে ঘটুক্।

সুহৃৎ। একটা বদ্ধ পাগলের কথায়, আপনার মত লোকের বিচলিত হওয়া উচিত নয়।

দিগম্বর। What do you mean by আপনার মত লোক ? Is it not flirting ?

সুহৃৎ। আপনার স্ত্রীকে আমি খুব বিদুষী ও বুদ্ধিমতী বলেই জানি।

দিগম্বর। যেহেতু, তিনি রূপবতী ও যুবতী। এ ছাড়া অন্য কোনও Quality আছে তার ?

স্বাগতা। ডাক্তারবাবু, আপনি এখন আসুন তা'হলে—এখানে আর অপেক্ষা করবেন না। আমি খবর না পাঠালে নিজে আর কষ্ট ক'রে আস্‌বেন না এ পর্য্যন্ত। নমস্কার।

সুহৃৎ। তা'হলে টাকা-দুটো রেখে দিন্, আমাকে আর লজ্জা দেবেন না— আসি, নমস্কার।

প্রস্থান

দিগম্বর। বাঃ, বেশ অভিনয়টি করলে, স্বাগতা! ইংরাজি মতে visitও দিলে, বাংলা মতে দর্শনীও পেলে। decency জিনিসটা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হল না। তুমি বুদ্ধিমতীই বটে।

স্বাগতা। আমি আত্মহত্যা ক'রে মরলেই কি তুমি সুখী হবে? আমার উপায় কি তা বল্‌তে পার?

কাঁদিলেন

দিগম্বর। তোমার উপায়? তোমার উপায় মনে হচ্ছে—তোমার নাট্যকার ঠাকুরপোর হাত ধ'রে থিয়েটারে গিয়ে জয়েন করা। তুমি যে একজন খুব ভাল অভিনেত্রী হতে পার—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

দিব্যেন্দুর প্রবেশ

এই যে আসুন আসুন—Mr. Fountain Pen, you are just in time. আপনার কথাই হচ্ছিল—

দিব্যেন্দু। ওকি আপনি কাঁদছেন কেন বৌদি?

দিগম্বর। (সুরে)

"কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলাম না
পথের শুক্‌নো ধূলো যত?

কে জানিত আস্‌বে তুমি গো—

এমন অনাহূতের মত ?"

স্বাগতা। (চোখ মুছিয়া) বাস্ তুমি ভেবেছ কি ? সত্যিই কি আমাকে বাঁচ্‌তে দেবে না ? আমি মরলে যে তোমার দুর্গতির সীমা থাক্‌বে না, কে তোমাকে দেখ্‌বে ? শুধু তোমার জন্যেই তো আমি মরতে পারিনা—

পা দিলেন

দিগম্বর। তাই নাকি ? হা হা-হা—ওগো পতিব্রতে ! আমি তোমাদের সতীধর্ম্মের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। রেলওয়ে সিগন্যাল্ টির মত এক পাশে সরে দাঁড়াচ্ছি—তুমি তোমার পতিভক্তির তুফান-মেল চালিয়ে—সুদূর যমালয়ে চলে যাও—কেউ বাধা দেবে না।

স্বাগতা। আমি মরলে, তোমার কোনো কষ্ট হবে না ?

দিগম্বর। নিশ্চয়ই না। উঃ যেদো—ঠাণ্ডাজল আন্, মাথায় ঢালবো—

প্রস্থান

স্বাগতা। কোনো খোঁজ পেলে ঠাকুরপো ? কে সেই মেয়েটা ?

দিব্যেন্দু। সে কথা পরে বলছি। আজ কি থিয়েটারে যাবেন আপনারা ?

স্বাগতা। হ্যাঁ যাবো। আগে বলো ঠাকুরপো—সে মেয়েটা কে ? কোথায় বাড়ি ? কতদিন থিয়েটারে ঢুকেছে ? তোমাকে তো বলে দিয়েছিলাম, একটু খোঁজ করতে—করেছ ?

দিব্যেন্দু। না, এখনো করিনি। কিন্তু কেন বলুন তো বৌদি ? একটা থিয়েটারের মেয়ে-সম্বন্ধে এত সন্ধান জান্‌তে চাইছেন কেন ?

স্বাগতা। বল্‌বো? কাবো কাছে প্রকাশ করবে নাতো?

দিব্যেন্দু। আমাকে এতখানি পর মনে ভাবেন বৌদি? আপনাকে যে সত্যিই আমি আমার আপন-বৌদি বলেই—

স্বাগতা। না, না, ঠাকুরপো—সে কথা নয়। তোমাকে আমি সব কথাই খুলে বলছি শোনো। শুন্‌লেই বুঝ্‌তে পাববে—কথাটা খুব গোপন বাখা দবকাব। শান্তা নামে আমার একটি ননদ ছিল। তার বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছব—তখন আমাব শ্বশুব-শাশুড়ী স্বর্গে গেলেন, তোমার প্রফেসর দাদাই তাকে বুকে-পিঠে মানুষ করলেন। আমি যখন এলাম—তখন তার বয়স ছিল মাত্র দশ কি বারো—আমার দু'তিন বছবের ছোট।

দিব্যেন্দু। তাব পব?

স্বাগতা। শান্তা যে কত আদবেব মেয়ে ছিল, তা' তোমাকে ব'লে বোঝাতে পাববো না। সে একটু মুখ ভাব কবলেই তোমাব দাদার চোখ দুটো ছল্ ছল্ করতো। আমাব উপব হুকুম্ হযেছিল—সে যখন যা' চাইবে—তখনই তাই দিতে হবে। সে যদি আমাব নামে নালিশ করতো—তা'হলে উনি আমাকে বোধ হয, ফাঁসি দিতেও ইতস্তত করতেন না! বোন্‌কে অতো ভালবাস্‌তে, আমি আব কা'কেও দেখিনি কখনো।

দিব্যেন্দু। আপনি কী বল্‌ছেন বৌদি? আপনাদের সেই শান্তা কি হারিয়ে গেছে?

স্বাগতা। আগে সবটা শুনে নাও—তা'হলে আমার বক্তব্য ঠিক বুঝ্‌তে পারবে—

দিব্যেন্দু। আচ্ছা বলুন—

স্বাগতা। আমরা তখন বার্ম্মায় থাকৃতাম, মৌলমিনে। ওর চেষ্টায় ও যত্নে শান্তা বেশ লেখাপড়া শিখেছিল। অনেক সময় আমাকে বুঝতে-না-দিয়ে, ভাই বোনে ইংরাজিতেই কথাবার্ত্তা কইতেন—আমি রেগে মরতাম। শান্তার বয়স তখন সতেরো—কি আঠারো—আমি তখন তার একটা বিয়ের জন্যে খুব পীড়াপীড়ি করেছিলাম। আমার সে কথা কাণেই তুল্লেন না উনি—আমাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে ইংরাজিতে কি ছাইপাঁশ বক্‌লেন একদিন। শান্তা আমাকে কাণে-কাণে সে কথার অর্থ বুঝিয়ে দিল—"সে নাকি লাইব্রেরীর বইগুলোর সঙ্গে বিয়ে বসেছে—তার আর অন্য বিয়ের দরকার নেই।"

দিব্যেন্দু। তাই নাকি?—তারপর?

স্বাগতা। আমাদের একখানা ছোট্ট গাড়ী ছিল—বীরেন নামে এক ছোক্‌রা ছিল তার সফার। দূর-বিদেশে বাঙালীর ছেলে বাঙালী-পরিবারে খুবই আপন হয়ে উঠেছিল। ছোক্‌রাও ছিল খুব অমায়িক, দেখ্‌তেও বেশ সুপুরুষ। সে আমাদের এত আপন হয়ে উঠেছিল যে, শান্তাও তার সঙ্গে একা-একা হাওয়া খেতে যেত—উনি কোনো আপত্তি করতেন না। আমার গা জ্বল্‌তো, কিন্তু কিছু বল্‌তে সাহস করতাম না। শেষে যা ঘট্‌বার তাই ঘট্‌ল—একদিন তারা হাওয়া খেতে গেল—আর ফিরে এলো না।

দিব্যেন্দু। বলেন কি? সর্ব্বনাশ! তারপর?

স্বাগতা। একটা ছোট পাহাড়ের নীচে আমাদের গাড়ীখানা পড়েছিল। তা'তে একখানা চিঠি পাওয়া গেল—শান্তা আমাদের কাছে

চিরবিদায় নিয়েছে—এমন কি তাকে খোঁজ করতেও নিষেধ করে দিয়েছে। সেই থেকেই ওঁর মাথা-খারাপ—মেয়েমানুষের উপরে অত্যন্ত ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা! শান্তার পাপের ফল ভোগ করতে হ'চ্ছে আমাকে। আমার অদৃষ্ট!

চোখ মুছিলেন

দিব্যেন্দু। আপনার কি মনে হয়—থিয়েটারের সেই মেয়েটিই শান্তা?

স্বাগতা। আজ ছ'সাত বছর তাকে দেখিনি। থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিলে সীতার রূপসজ্জায় মিস্ বুলবুল ব'লে যে মেয়েটির ফটো বেরিয়েছে—তার সঙ্গে আমাদের শান্তার চেহারার খুব মিল আছে। তাই তো জান্‌তে চাচ্ছি—এই মিস্ বুলবুল মেয়েটি কে?

দিব্যেন্দু। আচ্ছা, কাল আমি আপনাকে সব খবর এনে দেবো। আজ একবার থিয়েটারে চলুন, মেয়েটিকে ভাল করে দেখুন। আজও সে সীতার ভূমিকায় নাব্‌বে।

স্বাগতা। থিয়েটারে তো যাবো ভাব্‌ছি—কিন্তু, তোমার দাদাকে যে কিছুতেই রাজি করতে পারছি নে।

দিগম্বরের প্রবেশ

দিগম্বর। Hallo Mr. Fountain Pen, আপনার love-making কেমন চল্‌ছে? Hypodermic Syringe-এর সঙ্গে পেরে উঠ্‌বেন তো? 'Tenacity is the only quality that leads an obstinate lover to success—'

দিব্যেন্দু। কেন ওসব বাজে কথা বলেন দিগম্বরদা? ওতে বৌদির

মনে কত দুঃখ লাগে তা কি আপনি বোঝেন না? চলুন, আজ একটু থিয়েটারে যাই—

দিগম্বর। "এত পুরস্কার প্রলোভন
হে কেশব!
দৃষ্ট মোর কোনো কালে
ধরেনি সম্মুখে।"

মিছেমিছি আমাকে আর কেন জ্বালাতন করেন? যাকে নিতে এসেছেন—তাঁকে নিয়েই হাস্‌তে হাস্‌তে চলে যান্—

"Turn you where your lady is—
And claim her with a loving kiss!"

দিব্যেন্দু। আপনি তো বড্ডই বেড়ে উঠেছেন দেখ্‌তে পাচ্ছি! ওষুধ-পত্তর কি কিছুই খাচ্ছেন না?

দিগম্বর। মাইরি My better-half! আপনার ঘরে কি বৌ নেই? মিছেমিছি একটা 'বৌদি' পাতিয়ে কেনই বা রোজ রোজ আসেন এখানে—আর ওই পরস্ত্রীর মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকেন?

( সুরে ) "চোখে যদি লাগে ভালো
কেন চাইব না?
( কথায় ) এসব ছোটলোকের এয়ারকি—
( সুরে ) এখানে চল্‌বে না!
বেরিয়ে যাও এখান থেকে—বেরিয়ে যাও—

দিব্যেন্দু। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, আপনি একটু সরে দাঁড়ান—

দিগম্বর। এদিকে কেন? ওদিকটা চোখে দেখ না? শুধু Entranceটাই

চেন—Exitটা চেনো না—না? চিনিয়ে দেব একটা গলাধাক্কা দিয়ে?

দিব্যেন্দু। (হাসিয়া) না না দিগম্বরদা, আমাকে আর গলাধাক্কা দিতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি। এই টাকাটা রেখে দিন বৌদি, আমি আসি—

স্বাগতা। টাকার আর দরকার নেই ঠাকুরপো, আজ মাণি-অর্ডার পেয়েছি—দাদা টাকা পাঠিয়েছেন।

দিব্যেন্দু। তা'হলে, আজ আপনাদের থিয়েটার যাওয়া হবে না? কি বলেন?

স্বাগতা। না। তবে, তুমি কিন্তু সে সম্বন্ধে নিজেই একটু খোঁজ নিও—ভুলোনা যেন।

দিব্যেন্দু। আচ্ছা—

প্রস্থান

দিগম্বর। কিসের টাকা দিচ্ছিল সে? বলি, কথা বল্‌ছ না যে?

স্বাগতা। কি বল্‌বো তোমাকে আমার মাথা আর মুণ্ডু? তোমার যে চাকরী নেই সেটা হুঁস্‌ আছে? আমার শ্রাদ্ধপিণ্ডি চল্‌ছে কি করে? (কাঁদিলেন) দিব্যেন্দু আমাকে বৌদি ব'লে ডাকে, সময়ে অসময়ে কত সাহায্য পাই তার কাছে—তুমি তাকেও তাড়াবে দেখ্‌তে পাচ্ছি। পথে গিয়ে দাঁড়ান ছাড়া, আমার আর কোনো গতি থাক্‌বে না।

দিগম্বর। তোমার দাদা যখন নিয়মিত ভাবেই টাকা পাঠাচ্ছে—তখন তুমি কেন ওই Fountain Penএর কাছে টাকা চাও? এত টাকা

তোমার কেন লাগে? বামুনঠাকুরকে বিদায় করে দাও—যেদোকে বলে দাও সে আজই বাড়ি যাক্—আমি নিজেই বাঁট্‌না বাঁটবো, কুট্‌নো কুট্‌বো, জল তুল্‌বো, বাসন মাজ্‌বো—আর মাথায় একটা পাগড়ী বেঁধে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে থাক্‌বো। Hypodermic Syringe এলে বল্‌বো, Engaged with Fountain Pan. আর Fountain Pen এলে বল্‌বো Engaged with Hypodermic Syringe. দুটোর একটাকেও ঢুক্‌তে দেব না এ বাড়িতে—

স্বাগতা। দিনরাত বাজে ব'কে ব'কে আমার মাথাটাও খারাপ করে দেবে, দেখ্‌তে পাচ্ছি। দোহাই তোমার, ঠাণ্ডা হ'য়ে একটা জিনিস দেখো—দেখতো এ ছবিটি দেখ্‌তে কার মত?

দিগম্বর। (একবার ছবির দিকে, আর একবার স্বাগতার দিকে তীক্ষ্ণ-ভাবে চাহিলেন।) What do you mean? Nonsense!

ছিঁড়িয়া ফেলিলেন

স্বাগতা। মেয়েটির চেহারা কি ঠিক শান্তার মত নয়? বলো—

দিগম্বর। You mean to add insult to my injury. Yes, I understand. শোনো, তোমাকে বলে দিচ্ছি—তুমি আর কখ্‌খনো শান্তার নাম উচ্চারণ ক'র না। To me, she is lost, and lost for ever.

স্বাগতা। চলো না একবারটি থিয়েটারে যাই—মেয়েটি কে—দেখে আসি—

দিগম্বর। কি লাভ? (কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন) আচ্ছা চলো। কিন্তু

মেয়েটি যদি শান্তা না হয়—তা'হলে তখন বুঝ্‌বে! আমি কিন্তু শূলী-স্বয়ম্ভুকে স্মরণ করবো—তা' বলে রাখছি—

"প্রলয় নাচন নাচ্‌লে যখন আপন ভুলে—
হে নটরাজ! নটরাজ, জ'টার বাঁধন পড়লো খুলে!"

স্বাগতা। আচ্ছা, আচ্ছা, এখন চলো—

উভয়ের প্রস্থান

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—রঙ্গমঞ্চ

কাল—রাত্রি সাড়ে দশটা

দৃশ্য—'হরধনুভঙ্গের' শেষ দৃশ্য অভিনয় হইতেছে। রাজর্ষি জনকের গৃহে স্বর্ণ-আসনে হরধনু স্থাপিত—পাশে শিবলিঙ্গ। সীতাবেশী বুলবুল প্রবেশ করিয়া হরধনুকে প্রণাম করিল। অন্যদিকে প্রেক্ষাগৃহের তিনটি নির্দ্দিষ্ট-আসনে সাধারণ দর্শকগণের অজ্ঞাতে—দীননাথ, সান্ত্বনা ও মধুময় বসিয়াছিল।

সীতা। এসেছেন রাম রঘুমণি!
হরধনু! হরধনু! অদৃষ্ট আমার
দুর্জ্জেয়, দুর্ব্বার এক প্রতিজ্ঞার ফলে
হবে নিয়ন্ত্রিত। অযোনি-সম্ভবা আমি—
কিন্তু নাহি জানি—কি কারণে
এত স্নেহ এত যত্ন দিয়ে—
বিধাতা গড়েছে মোরে রাজার দুলালী।
অহল্যা-পাষাণী যাঁর চরণ-পরশে
মুক্তি লভিয়াছে—কেবা জানে—
কেন সেই পতিতপাবন
এসেছেন পরাইতে সীমন্তে সীতার
এক ফোঁটা রক্তরেণু সে পাদপদ্মের?

সীতাসহচরী সুলেখার প্রবেশ

সুলেখা। সীতা, সখি—
দেখেছিস কমল-আঁখি রামে ?
আহা কি সুন্দর, যেন নিজে ফুলশর—
এসেছেন রঘুবর-বেশে !
দিবাকর অস্তমিত, কিন্তু জানিনাতো—
কতক্ষণে দেখিব এ বিজলী বিকাশ
সেই নবঘন পাশে ?

নৃত্য সহকারে গাহিল

অয়ি, কণক-বরণ সীতা
নব-দূর্ব্বাদল রামচন্দ্র।
দোঁহে মিলন—যেন কবিতা
সঙ্গীতে মৃদু মধুর ছন্দ।
কালো-কজ্জল-জলদ-কোলে
চল চঞ্চল বিজলী দোলে
কর নিক্কণি অঙ্গনাধনী
বাজাল শঙ্খ একী আনন্দ !

সীতা। সখি, আঁখি ভরি—
কেন আসে জল ? ভীতি কি আনন্দ
তা'তো বুঝিতে পারিনা ! কতক্ষণে—
ওগো কতক্ষণে হেরিব সে
নয়নাভিরাম শ্রীরামের চরণ যুগল ?

সুলেখা— গাহিল

সখি, হ'য়োনা অধীরা ধৈর্য্য ধরো
সম্বর ভরা-নয়ন জল !
মধুবের সনে মাধুরী মিলিবে—
চাতুরীর সনে মিলিবে ছল।
চারুতার পাশে দাঁড়াবে চিকণ
সুবাসিত হবে মৃদু সমীরণ !
একসুরে বাঁধি দুটি দেহ মন—
যৌবন-গীতি হবে সফল।

বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্রকে লইয়া রাজর্ষি জনকের প্রবেশ

জনক। এই সেই হরধনু !
কত বীর বীরত্বের অভিমানটুকু
নিঃশেষে রাখিয়া গেছে হর পাদমূলে
নতশিরে অক্ষমতা করিয়া প্রকাশ।
হে গাধেয ! ঋষি শ্রেষ্ঠ !
এসেছেন যদি, দশরথাত্মজ রাম
রাজীব-লোচন—দয়া করি—
দীনহীন কুটিরে আমার—
আনন্দে অধীর আমি। ভাগ্যবতী সীতা,
রোমাঞ্চিতা হর্ষে ও পুলকে—
কাঁপিছেন বাতাহতা বেতসীর মত।
সীতা, সীতা, প্রাণাধিকা স্নেহের পুতলী !

কাছে আয়। মুছে দে আমার—
বহিতেছে নয়নের দু'কূল ভাসায়ে,
যে অসহ্য আনন্দ-প্লাবন।

স্নেহভরে সীতাকে আদর করিলেন

রাম। ( বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করিয়া )
ঋষিবর! অনুমতি করুন আমারে—
পরীক্ষা করিব আমি নিজ ভুজবল
ভাঙিয়া এ হরধনু! দেবতা করিল যদি
সমুদ্র-মন্থন, লক্ষ্মী লভিবার আকিঞ্চনে,
আমি কেন পারিব না? নিশ্চয় পারিব।

বিশ্বামিত্র। নারায়ণ! পূর্ণ হোক তব
মনস্কাম!

রাম হরধনু তুলিয়া লইয়া জ্যারোপণ ছলে ভাঙিয়া দ্বিখণ্ড করিলেন। পুরমহিলারা উলুধ্বনী ও শঙ্খধ্বনি করিলেন—দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হইল—আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল

জনক। হে রাঘব!
অপূর্ব্ব বীরত্ব তব। তুমি সুদর্শন
তেজস্বী ও শান্তমূর্ত্তি—শ্রীমান সজ্জন।
তব সম গুণনিধি কৃতী ও কৌশলী
নরদেহে একান্ত দুর্লভ!
হেন পাত্রে লক্ষ্মী-সমা কন্যা-সম্প্রদান

ভাগ্যবান বিনা আর কে করিতে পাবে ?
আজি হতে রামসীতা মিলন-কাহিনী
জগতে কীর্ত্তিত হবে, রবে যতদিন
চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী জগতের।

সুলেখা— গাহিল

আজি, বরণ করিব বরবধূ।
মধুর চাঁদিনী রাতে।
দুটি গলে দুটি মালা পরাইব—
বাঁধিব দু'খানি হাতে।
আল্‌পনা দিয়ে আঙিনা সাজাব
উলুধ্বনী সনে শঙ্খ বাজাব
চন্দন ও চুয়া মাখিবে বধূয়া
আলতা চরণ-পাতে।

জনক। এসো রাম—এসো সীতা
হাতে হাতে বাঁধি দু'জনাবে।
আশীর্ব্বাদ কর ঋষিবর—

তিনি দু'হাতে রামসীতার হাত ধরিলেন—এমন সময় প্রেক্ষাগৃহ হইতে কথা বলিতে বলিতে দীননাথ ষ্টেজে উঠিলেন—জনকের হাত চাপিয়া ধরিলেন—
প্রেক্ষাগৃহ চঞ্চল হইল

দীননাথ। না, না, তুমি ভুল করনা রাজর্ষি! ও তো রামচন্দ্র নয়, ও যে আমার বসন্ত। ওর জন্যে লক্ষ্মীস্বরূপিণী বৌমা আমাব কেঁদে কেঁদে অন্ধ হ'য়ে গেছে।

প্রঞ্জনের সঙ্গে গণপতিবাবুর প্রবেশ

গণপতি। ছিঃ আপনি দেখ্ছি একটা বদ্ধ পাগল? এটা যে একটা অভিনয় হচ্ছে—সে কথা কি বুঝ্তেই পারছেন না? কী—কেলেঙ্কারী! এমন জমাট সিন্‌টা মাটি করবেন না, বেরিয়ে আসুন।

চারিদিকে গোলমাল—'বেরিয়ে যান্‌' মশাই!' ইত্যাদি কথা

দীননাথ। (করজোড়ে) দয়া করে শুনুন—আমার গোটাকতক কথা আছে। এটা যে একটা অভিনয় ছাড়া আর কিছুই নয়, তা আমি বুঝ্তে পারছি। কিন্তু এই সংসার-রঙ্গমঞ্চে আমিও তো একজন অভিনেতা? আমার কথাগুলিই বা শ্রোতারা শুন্‌বেননা কেন? সীতার ভূমিকায় ওই যে মেয়েটি অভিনয় করছেন—উনি তো সত্যিকার সীতা নন্—সীতা আমার বৌমা—সান্ত্বনা দেবী। সীতার চোখে জল ছিল—আমার বৌমা আজ কেঁদে কেঁদে প্রায় অন্ধ। সীতা নির্ব্বাসিতা, আমার বৌমা উপেক্ষিতা ও পরিত্যক্তা। ওরে বসন্ত! ঢের অভিনয় করেছিন্—চল এখন—ঘরে ফিরে চল্।

গণপতি। আঃ আপনি এখন বাইরে আসুন—আপনার ওসব কথা আমরা পরে শুন্‌বো—আসুন এদিকে—

দীননাথ। না, না, গণমশাই! আমার বসন্তকে আমি সাত বছর পরে পেয়েছি—আজ আমার মনের অবস্থাটা তো আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না? আপনি একটু অপেক্ষা করুন। ওরে বসন্ত! তোর ছেলে মধুসূদনের মুখখানা একবার দেখ্‌বি? দেখ্‌বি সে কত বড় হয়েছে? দাদু! এসো, এসো—ভয় কি? এই যে তোমার বাবা—আমার বসন্ত!

মধুময়ের হাত ধরিয়া রঙ্গমঞ্চে তুলিলেন

গণপতি। আঃ কী আপদ! আপনারা শীগ্‌গীর এখান থেকে বেরিয়ে যান বল্‌ছি—নইলে—আমি দারোয়ানদের ডাক্‌বো! বেরিয়ে যান—

দীননাথ। বসন্ত! তা'হলে তুই যাবিনা? আচ্ছা, না যাস না গেলি। এই যে তোর ছেলে এখানেই থাক্‌লো—আর ওখানে থাক্‌লো তোর সে বৌ—আমার দু'চোখ যেদিকে যায়, সেইদিকেই চলে যাচ্ছি। দাদু! যা বলেছি মনে থাকে যেন—তোমার বাবাকে ছেড়ে একটি পাও নড়োনা কিন্তু—ও-একটা শিকলিকাটা টিয়ে—উড়লেই পালাবে—আর ধরা দেবেনা। বৌমা! আমার কর্ত্তব্য তো শেষ হ'য়ে গেছে? এখন আমাকে বিদায় দাও—জগদীশ!

প্রস্থান

গণপতি। তুমিও বেরিয়ে যাও খোকা, এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকনা—যাও—

মধুময়। (কাঁদিতে লাগিল, একপাও নড়িলনা।)

গণপতি। আঃ যাও বল্‌ছি—ওকি! বাঃ! চুপ্‌টি করে দাঁড়িয়েই রইল যে—ন্যাকামো হচ্ছে বুঝি? কী আপদ! রঞ্জন, ছোক্‌রাকে একটা গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও তো—

রাম। (মধুময়কে বুকে চাপিয়া ধরিলেন) আপনি কি বল্‌ছেন গণপতিবাবু! কাকে গলাধাক্কা দেবেন? এ যে আমার ছেলে—

মধুময়কে আদর করিতে লাগিলেন

সীতা। ( বুলবুল )—তোমার ছেলে ?

রাম। (বসন্ত) হ্যাঁ আমাব ছেলে—তোমাকে আমি প্রতারণা করেছি—বুলবুল—আমার স্ত্রী আছে, পুত্র আছে—মধুময়! মধুময়! আমার কত আদরের মধুময়।

আদর করিতে লাগিল—বুলবুল মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িল

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

স্থান—প্রফেসর দিগম্বরের কক্ষের সামনের ঝুলবারান্দা

কাল—পূর্ব্বাহ্ন

দৃশ্য—হাতে একটা এমব্রয়ডারী কাজ লইয়া স্বাগতা অতি উৎকণ্ঠার সহিত দিব্যেন্দুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—ও মাঝে মাঝে গাহিতেছিলেন—

পুলকিত হ'ল দেহ-মন,
খুলে গেল আজি বাতায়ন !
—চেয়ে দেখি নিরবধি—অদূরে ও মায়া-নদী
রচনা করিছে কী স্বপন।
দিশাহারা জলধারা—কোথা যায় কে জানে ?
ভাঙিয়া পাষাণ কারা—ছুটে চলে কি টানে ?
মিছে তারে বেঁধে রাখে—গতি-পথে বাঁকে বাঁকে—
যে-পাগল খোঁজে হারাধন।

দিব্যেন্দুর প্রবেশ

স্বাগতা। এসো ঠাকুরপো।

দিব্যেন্দু। বৌদি ! যেদোর মুখে শুনলাম—কাল নাকি আপনারা থিয়েটারে গিয়েছিলেন ? টিকিট কিনে থিয়েটার দেখেছিলেন ?

স্বাগতা। হ্যাঁ। কিন্তু শেষ-অবধি থাকতে পারিনি। পুরোপুরি অভিনয় দেখা হয়নি আমাদের।

দিব্যেন্দু। কেন ?

স্বাগতা। ( দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ) আমরা দেখেই চিনতে পেরেছি ঠাকুরপো ! সেই সীতাই আমাদের শান্তা—আর রামচন্দ্র সেই হতভাগা বীরেন। তাদের দেখেই উনি একটু অস্থির হ'য়ে উঠলেন—যা'তা বকতে সুরু করলেন—তাই আর থাকতে সাহস করলাম না। দু'বছর আগে এই রামচন্দ্রই ছিলেন মৌলমিনে, আমাদের সফার—নাম ছিল তখন 'বীরেন রায়'—হ্যাণ্ডবিলে দেখলাম—'রামচন্দ্র'—'বসন্ত সেন' ! তুমি কি এই লোকটার সঠিক পরিচয় কিছু জানো ?

দিব্যেন্দু। শেষ-অবধি থিয়েটারে থাকলেই ওর সঠিক পরিচয় জানতে পারতেন। ওর নাম 'বীরেন রায়' নয়—'বসন্ত সেন'। আমাদের গাঁয়ের জমিদার নিবারণ রায়ের মেয়ে সান্ত্বনাকে ও বিয়ে করেছিল। নিবারণ রায় ছিলেন অত্যন্ত রুক্ষভাষী ও বদ্-মেজাজী ! সামান্য কারণে হঠাৎ একদিন তিনি ভয়ানক চটে যান ওর ওপর। দরোয়ানকে ডেকে—গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের ক'রে দেন। সেই থেকেই ও দেশত্যাগী—নিরুদ্দেশ।

স্বাগতা। তা'হলে ওর একটা বৌ আছে ? কী সর্ব্বনাশ ! বৌটা এখন কোথায় ?

দিব্যেন্দু। সেই কথাই তো বলছি। শেষ-অবধি থিয়েটারে থাকলে, সে বৌটাকেও দেখতে পেতেন।

দিগম্বরকে আসিতে দেখিয়া

স্বাগতা। তুমি আবার কেন এলে এখানে, ঘরে যাওনা ? এখানে এসেই তো যা'তা বকবে—তার চেয়ে চুপটি ক'রে পড়াশুনো

কর্‌ছিলে—তাই করগে। আবার কেন এলে আমাকে জ্বালাতন করতে ?

দিগম্বর। সাহাজাদি ! সম্রাট নন্দিনী !
আর কতদিন এই ফাউণ্টেন-পেন—
আশা-বৃক্ষে সিঞ্চিবে সলিল ?

স্বাগতা। তোমার পায় পড়ি, তুমি এখন—এখান থেকে একটু যাও। ঠাকুরপোর সঙ্গে আমার গোটাকত কথা আছে।

দিগম্বর। "In such a night—
Did young Lorenzo swear, he loved her well
Stealing her soul with many vows of faith,
But never a true one !"

স্বাগতা। যাবে না ?

দিগম্বর। ( সুরে ) "না না-গো-না,—ক'রনা ভাবনা। যদিবা নিশি যায়, বুড়ো দিগম্বর যাবে না—যাবে না।"

দিব্যেন্দু। এত বড় একটা পণ্ডিত লোকের এই অবস্থা—দেখ্‌লে ভারি দুঃখ হয় বৌদি !

দিগম্বর। Shut up, non-sense !
"If Cupid did but tell the true,
He'd say I should make my love to you !"

( সুরে ) হে ক্ষণিকের অতিথি !
এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া
কোম্পানীর রাস্তা বাহিয়া ?

দিব্যেন্দু। দিগম্বরদা, বৌদি মানবী নয় দেবী। তার চরিত্র-সম্বন্ধে কোনো ঘৃণিত সন্দেহ করা, আপনার মত বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে নিতান্তই অন্যায়।

দিগম্বর। "Man flattering man
Not always can prevail.
But man flattering woman
Can never fail!"

স্বাগতা। তুমি এখান থেকে যাবে না তা'হলে? বলো যাবে না?

দিগম্বর। "পঙ্কজ মূল ভাল কি লাগে
কণ্টক-নাগ যদি না রাগে?
চাকের মধু মিষ্টি কি হৈত—
মৌমাছি-খোঁচা যদি না রৈত?"

স্বাগতা। (সক্রোধে কাঁদিয়া) কেন তুমি আমাকে এ ভাবে নির্য্যাতন করবে? আদর দিয়ে দিয়ে যে বোন্‌কে মাথায় তুলেছিলে— সেই দিয়েছে তোমার মুখে চূণকালি। আমি তো দিই নি? দিনরাত কেন তুমি আমাকে—(কাঁদিল)

দিগম্বর। "To laugh and weep without reasons, are the two weapons a woman has." শুনুন Mr. Fountain Pen, থিয়েটারের সে মেয়েটি শান্তা নয়—শান্তা হতেই পারে না, যেহেতু শান্তা বেঁচে নেই। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি আপনি একজন আঁড়কাটি! আপনার উদ্দেশ্যই হচ্ছে—শান্তার নজীর দেখিয়ে আমার পরিবারটিকেও থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া! আপনার

এ উদ্দেশ্যটা যখন খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আমার কাছে—তখন আর দেরি করবেন না, সরে পড়ুন এখান থেকে—নইলে—I shall teach you such a lesson, as you will never forget—mind that.

যেদোর প্রবেশ

যেদো। মা, বাড়িওলা এসে বসে আছে—

দিগম্বর। কেন?

স্বাগতা। কেন তা' জান না? আট মাসের ভাড়া বাকি। আজ না দিলে কাল দরজায় তালা পড়বে—রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। সেদিকে তো তোমার হুঁস্ নেই—তুমি কেবল আমাকে নির্য্যাতন করতে পারলেই সুখী হও।

দিগম্বর। টাকা চাও? আচ্ছা, একটু দেরি করো, আমি এখুনি কলেজ থেকে টাকা নিয়ে আস্‌ছি—

স্বাগতা। থাক্ থাক্ আর সে কেরামতিটা নাই বা করলে। রাস্তায় বেরিয়ে একটা গাড়ী-চাপা পড়া-বৈ আর তো কিছু বাকি নেই?

দিগম্বর। একটা মতলব ঠিক করো স্বাগতা। হয় আমাকে গাড়ী-চাপা পড়তে দাও—আর না-হয়, Mr. Fountain Penকে এখুনি এখান থেকে বিদায় করো। এই Fountain Penকে সহ্য করার চেয়ে, আমি সেই গাড়ীচাপা-পড়াটাই preferable মনে করি। শীগ্‌গীর ওকে বিদায় করো—নইলে—আমি এমন একটা কিছু করবো—

স্বাগতা। কিন্তু বাড়ীওয়ালাকে বিদায় করবো কি করে? সে কথাটা বলো—

দিগম্বর। যেদো, বাড়ীওলাকে ডেকে আন্ এখানে, আমি এখুনি একটা ওযাদা করে দিচ্ছি—

স্বাগতা। না। যেদো, তুই তোর কাজে যা।

দিগম্বর। কেন?

স্বাগতা। বাড়ীওলা এসে হয়তো আমাকে দুটো কটুকথা বলবে—আর, তুমিও সেই সাথে যোগ দেবে। আমি আর কত লাঞ্ছনা সহ্য করবো? তোমার মতলবটা কি?

দিব্যেন্দু। থাক্—ওঁকে আর কেন বিরক্ত করেন বৌদি। আমিই যাচ্ছি—বাড়ীওলাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আরো কিছুদিন সময়-নেওয়া ছাড়া, উপায় কি? তবে, বুলবুল সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আরো গোটা কত কথা ছিল। আচ্ছা, এখন থাক্, অন্য সময়ে আবার আস্‌বো—

প্রস্থান

দিগম্বর। (সুরে) না ব'লে যায় পাছে সে—আঁখি মোর ঘুম না জানে!

স্বাগতা। এখন আমাকে যা' বল্‌তে চাও—বলো, আমি সব সহ্য করবো। শুধু একটা অনুরোধ আমার রাখো—মানুষের সাম্‌নে ও-ভাবে আর লজ্জা দিওনা আমাকে—আমি সহ্য করতে পারিনে—তোমার পায় পড়ি।

দিগম্বর। লজ্জা? তোমাদের আবার লজ্জা? তোমার ওই হাতেগড়া ঠাকুরপোটি যদি রামচন্দ্র সাজেন, তুমি কি সীতা সেজে, ষ্টেজে

দাঁড়িয়ে, 'প্রাণনাথ' 'প্রাণেশ্বর' ব'লে ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌তে পার না স্বাগতা? নিশ্চয়ই পারো।

স্বাগতা। না, পারি না। পারে তোমার অতি আদরের বোন্ শান্তা—তাই সে আজ থিয়েটারের অভিনেত্রী! আমাকে কেন যা'তা' বল্‌বে তুমি?

দিগম্বর। A burnt child dreads the fire! তুমিও পারো, স্বাগতা, তুমিও পারো! There is no elementary difference between Shanta and Swagata. We are all creatures of circumstances! আচ্ছা, আমার শান্তা তা'হলে বেঁচে আছে, মরে নি? না? কিন্তু কেন মরেনি বল্‌তে পার? মরা যে তার উচিত ছিল—

"সে বেদনা মোর—
সুখের অধিক সুখ, আশার অধিক আশা,
হৃদয়ের চেয়ে বড়ো, তাই তারে—
হৃদয়ের ব্যথা বলে মনে হয় প্রিয়ে!"

উঃ জ্বলে গেল—ওরে যেদো, ঠাণ্ডা জল আন্—ঠাণ্ডা জল আন্—)

প্রস্থান

স্বাগতা। (কাঁদিয়া) শান্তা! কত শত্রুতাই ছিল তোর সঙ্গে! উঃ ভগবান—

সুহৃৎ ডাক্তারের প্রবেশ তিনি একটু কাশিয়া স্বাগতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন—উদ্দেশ্য অগগামী দিগম্বর জানিতে না পারেন

সুহৃৎ। আজ্ঞে, নমস্কার!

স্বাগতা। নমস্কার ডাক্তারবাবু—হঠাৎ এ সময়ে কি মনে ক'রে ?

সুহৃৎ। এই পথেই যাচ্ছিলাম, ভাবলাম, একবার দেখা ক'রে যাই আপনার সাথে। ( একটু বিব্রতভাবে ) মিঃ মজুমদার কেমন আছেন ?

স্বাগতা। ভাল আছেন।

সুহৃৎ। আপনি ভাল আছেন ?

স্বাগতা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সুহৃৎ। এখানে তো বস্‌বার কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। যেদোকে বলুন না দু'খানা চেয়ার—

স্বাগতা। না, ডাক্তারবাবু, আমি তো বেশী সময় অপেক্ষা করতে পারবো না—আমার কাজ আছে। চট্‌পট্‌ আপনার বক্তব্যটাই বলুন না—

সুহৃৎ। বক্তব্য তেমন বিশেষ কিছুই নয়—তবে আপনার স্বামীর রোগ সম্বন্ধেই আপনাকে দু'একটা কথা বল্‌তে চাই—

স্বাগতা। কি, বলুন—

সুহৃৎ। আপনার স্বামীর রোগের মূল কারণ হচ্ছে—দিব্যেন্দুবাবুর সঙ্গে আপনার অত্যন্ত অবাধ মেলামেশা।

স্বাগতা ( হাসিয়া ) তাই নাকি ?

সুহৃৎ। আপনি হাস্‌ছেন—কিন্তু কথাটা খুব সত্যি। আমি তো শুধু Medical Man নই—একজন Psychologistও বটে। একজন Successful Physiogcomist বলেও যথেষ্ট খ্যাতি আছে আমার।

স্বাগতা। তাই যদি সত্যি হয়—তা'হলে সে বিষয়ে আপনার পরামর্শ কি ?

সুহৃৎ। দিব্যেন্দুবাবুকে আপনার বাড়ীতে আর আস্‌তে দেবেন না। এমন কি তার সঙ্গে কথাটি পর্য্যন্ত বল্‌বেন না।

স্বাগতা। তা'হলেই কি উনি সেরে উঠ্‌বেন ?

সুহৃৎ। সঙ্গে সঙ্গে যদি চিকিৎসা চলে—তাহ'লে আশা করা যায় বৈকি ? চিকিৎসকের উপর যে সন্দেহ, সেটা তেমন দোষের কিছুই নয়—কারণ তার একটা কৈফিয়ৎ আছে—

দিগম্বরের প্রবেশ

দিগম্বর। You Mr. Hypo. have you finished ? Now let me opine, To my mind, love is a contagious disease of most obstinate nature. It requires constant whipping to cure it. Am I wrong ?

স্বাগতা। তুমি এসেই তো কেবল যা'তা বক্‌বে। যাওনা ওঘরে একটু ? তোমার অসুখ-সম্বন্ধে আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে গোটাকত কথা বল্‌ছি—

দিগম্বর। যো হুকুম ! ( কুর্ণিশ করিলেন ) Will you Mr. Hypo ! just feel my pulse and say whether it is normal or abnormal ? Whether she is my wife or yours ?

সুহৃৎ। আজ যে ওষুধটা দিয়েছি—তা' কি খেয়েছেন ? খাননি বোধ হয় ? যান্ ওষুধটা খেয়ে আসুন—

দিগম্বর। যো হুকুম !

কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান

সুহৃৎ। আপনার জন্যে আমার বড় দুঃখ বোধ হয়। আহাহা—আপনার জীবনটা একেবারেই ব্যর্থ হয়ে গেল—

স্বাগতা। তা'তো বুঝ্‌তেই পারছেন ডাক্তারবাবু! কিন্তু উপায় কি? কি করলে আমি একটু সুখী হতে পারি বলুন তো?

সুহৃৎ। হয় আপনার স্বামীর রোগমুক্তি, আর না-হয় তার মৃত্যু! এ দুটোর একটা না হলে কোনো উপায় নেই—

স্বাগতা। দরকার হ'লে দ্বিতীয় উপায়টাও কি বাৎলে দিতে পারেন আপনি? যদি আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থিনী হই? সত্যিই তো আমার জীবনটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল! আমারি উপকারের জন্যে আপনি কি আমার এই পথের কাঁটাটা তুলে ফেল্‌তে পারেন না?

সুহৃৎ। (সোৎসাহে) নিশ্চয়ই পারি। যে দাঁতটা গাম থেকে আল্‌গা হ'য়ে যায়, তা' আমরা অনায়াসেই ফরসেপ্‌ দিয়ে তুলে ফেলে থাকি!

স্বাগতা। (চঞ্চল ভাবে) আপনি একটু দাঁড়ান, আমি আস্‌ছি—

প্রস্থান

যেদো চা লইয়া আসিল

সুহৃৎ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খাব কি করে? তোদের কি একটু ভদ্রতা-বোধ নেই—একখানা চেয়ার এনে দে না—

যেদো। যে আজ্ঞে—ওটা ভুল হয়ে গেছে—ভুল হয়ে গেছে—

যেদো ঘরে ঢুকিয়া একখানা চেয়ার লইয়া আসিল, অন্য দরজায় একটা ওষুধের শিশি হাতে স্বাগতার প্রবেশ

স্বাগতা। যেদো! চেয়ার ঘরে রেখে আয়। ডাক্তারবাবু! তা'হলে

আপনি আসুন এখন—নমস্কার। আর কখখনো আস্‌বেন না এ বাড়ীতে। (চেয়ার রাখিয়া যেদোর পুনপ্রবেশ) যেদো! এই ওষুধটা ড্রেনের ভিতর ঢেলে দিয়ে, শিশিটা ধুয়ে আন্—

সুহৃৎ। আপনি আমাকে ভুল বুঝ্‌বেন না!

স্বাগতা। সাবধান ডাক্তারবাবু। আপনার যদি আত্মসম্মান-বোধ থাকে —এখুনি বেরিয়ে যান—আর দেরি করবেন না। আবার বলছি— নমস্কার—আসুন—

প্রস্থান

দিগম্বরের প্রবেশ

দিগম্বর। Wait a bit Mr. Hypo! আপনি কাল থিয়েটারে গিয়েছিলেন তো? যে-মেয়েটি সীতা সেজেছিল, তার নাম কি বল্‌তে পারেন?

স্বাগতা ফিরিয়া আসিলেন

সুহৃৎ। বুল্‌বুল্।

দিগম্বর। ওই শোনো স্বাগতা, তার নাম শান্তা নয—শান্তা বেঁচে নেই— বেঁচে নেই!

স্বাগতা। (অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে) কী আশ্চয্য! আপনার লজ্জা করছে না ডাক্তারবাবু? আপনি এখনো এখানে দাঁড়িয়ে আছেন?

সুহৃৎ। না, আমি যাচ্ছি—যাচ্ছি—

প্রস্থান

স্বাগতা। (দিগম্বরকে ধরিয়া) চলে এসো—

দিগম্বর। ব্যাপার কি?

স্বাগতা। আঃ চলে এসো—

টানিয়া লইয়া প্রস্থান

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বুলবুলের কক্ষ

কাল—অপরাহ্ন

দৃশ্য—বসন্ত একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া একখানা খবরের কাগজ পড়িতেছিল—বুলবুল পাশে দাঁড়াইয়া ছিল

বুলবুল। ওগো শুন্‌ছো ?

বসন্ত। ( নিরুত্তর )

বুলবুল। ( কাগজটা কাড়িয়া লইয়া—টেবিলের উপর রাখিল ) বলি, আমার যা' করবার তাতো করেছ, এখন, তোমার বৌ ছেলে কোথায় দাঁড়াবে সে কথাটা একবার ভাবো—

বসন্ত। তুমি বুঝি ভেবেছ, আমি কাগজ পড়ছিলাম ? যাক্‌গে, আর ভাবনা-চিন্তের কোনো দরকার নেই—এখন তোমার বক্তব্যটা কি, বলো শুনি।

বুলবুল। ছেলে হয়ে বাপের মুখে একটু আগুন দিলে না, এ কাজটা কি ভাল হল ?

বসন্ত। বেঁচে থাক্‌তে যে বাপের মুখে একটু জল দিইনি—তাঁর মুখে আগুন দেবার অধিকারও বোধ হয়—আমার নেই বুলবুল ?

বুলবুল। তোমার বৌ এখন কোথায় থাক্‌বে ?

বসন্ত। কেন ? এখানে থাক্‌তে কি খুব বেশী কষ্ট হচ্ছে তাঁর ? কোথায় যেতে চান তিনি, মৌলমিনে ?

বুলবুল। এবারকি করো না, বলো, তোমার বৌ এখন কোথায় থাকবে—?

বসন্ত। আমার—বৌ—তুমি, বুলবুল্ তুমি!

বুলবুল। তুমি মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক,—না, না, আমি তোমার কেউ নই—আমাকে তুমি—(কাঁদিল)

বসন্ত। (সস্নেহে) বুলবুল! শান্ত হও—ছেলেমানুষী কর না। আজ আমার জীবন-মৃত্যু তোমার হাতে! তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তেও পার—মেরে ফেল্‌তেও পার—

দিব্যেন্দুর প্রবেশ

দিব্যেন্দু। আমি জান্‌তে এসেছি বসন্ত! সান্ত্বনা আর মধুময় এখন কোথায় দাঁড়াবে?

বসন্ত। (হাসিয়া) অসহায় দীন-দুঃখীদের সংখ্যা কি এতই বেড়ে উঠেছে দিব্যেন্দু—সদর রাস্তায় তাদের একটু দাঁড়াবার স্থান হচ্ছে না?

দিব্যেন্দু। কথাটা বল্‌তে একটু লজ্জা বোধ করলে না?

বসন্ত। একটুও না।

দিব্যেন্দু। কাল তো ষ্টেজের উপরেই মধুময়কে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলে? আজ কি হল?

বুলবুলের দিকে চাহিয়া হাসিল

বুলবুল। আমার মুখের দিকে চেয়ে হাস্‌ছেন কেন দিব্যেন্দুবাবু? ওঁর বৌ-ছেলেকে উনি গ্রহণ করলে, আমি তার কোনো প্রতিবাদ করবো না—বরং অত্যন্ত সুখী হবো—একথা নিশ্চয় জান্‌বেন।

দিব্যেন্দু। তা'তো বটেই—পাতিব্রত্যের ইতিহাস তো তোমার অজানা নেই বুলবুল—তুমি যে একজন শিক্ষিতা অভিনেত্রী! কিন্তু প্রফেসর দিগম্বর মজুমদারের ভগ্নী তুমি, তোমার পক্ষে একটা সফারকে এতখানি বিশ্বাস করা কখনই উচিত হয়নি। ওকি দু'জনেই চম্‌কে উঠ্‌লে যে? বলি, ব্যাপার কি?

বসন্ত। দিব্যেন্দু! তুমি বেরিয়ে যাও এখান থেকে—

দিব্যেন্দু। তা'তো যাবই—কিন্তু আপাতত কোথায় যাবো? পত্রিকা-আপিসেই যাই—কি বলো? সন্ধ্যা নাগাত বড় বড় টাইপে ছাপা হয়ে থাক্—প্রফেসর দিগম্বর মজুমদারের ভগ্নী—শ্রীমতী শান্তাদেবী ও তাঁর সফার শ্রীমান বীরেন রায়—হচ্ছেন—যথাক্রমে—বাণী-থিয়েটারের সুপ্রসিদ্ধা মিস্‌ বুলবুল—ও সুপ্রসিদ্ধ সিঙ্গার বসন্ত সেন!

বুলবুল। না, না, আপনার পায় পড়ি দিব্যেন্দ্‌ বাবু—আপনি তা' করবেন না। আপনি কি—আপনি কি—আমার দাদার কোনো খোঁজ রাখেন? বার্ম্মায় আপনার কেউ—আত্মীয় আছেন বুঝি? কার কাছে এ সংবাদ পেলেন আপনি?

দিব্যেন্দু। বার্ম্মা থেকে তাঁরা এখন কল্‌কাতা এসেছেন, খুব নিকটেই আছেন। তোমার শোকে দিগম্বরবাবুর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, তিনি এখন উন্মাদ!

বুলবুল। (কাঁদিয়া উঠিল) উন্মাদ? দাদা!

চেয়ারের উপর মূর্চ্ছিত ভাবে চুপ করিয়া রহিল

দিব্যেন্দু। বসন্ত তোমার বাহাদুরীকে তারিপ্‌ না করে পারিনা। সত্যিই

তুমি অসাধারণ! কিন্তু সতীলক্ষ্মী সান্ত্বনার উপায় কি? হতভাগিনী আজ কার আশ্রয়ে গিয়ে দাঁড়াবে?

বসন্ত। দিব্যেন্দু, তোমার পায় পড়ি—আমাকে ক্ষমা করো—ক্ষমা করো—

দিব্যেন্দু। অসম্ভব। অসম্ভব—

প্রস্থান

বসন্ত। না না, তুমি শান্তা নও—তুমি বুলবুল! ভুলে যাও—সব ভুলে যাও। লক্ষ্মীটি আমার, কথা কও—বুলবুল!

বুলবুল। দিব্যেন্দুবাবু কই? চলে গেছেন? একবারটি ডাকো না তাকে—

বসন্ত। ছিঃ বুলবুল! তুমি কি পাগল হয়েছ?

বুলবুল। না, মিথ্যা নয়। আমার শোকে আমার দাদার মাথা-খারাপ হতে পারে—একটুও অসম্ভব নয়। তুমি কি জানো না—উঃ দাদা—আমার সেই দাদা—

কাঁদিতে লাগিল

বসন্ত। ধৈর্য্য হারিও না বুলবুল, চলো আমরা কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই! যাবে? বুঝে দেখ-তুমিও বিপন্ন হবে, আমাকেও বিপন্ন করবে। দিব্যেন্দু আজ আর আমার বন্ধু নয়। এ সুযোগ সে কিছুতেই ছাড়বে না। চলো বুলবুল—পশ্চিমে কোথায়ও ঘুরে আসি, তোমার শরীরটা খুব খারাপ হয়ে পড়েছে। যাবে? বলো?

বুলবুল। আমার জন্যে একটি সতীলক্ষ্মী তার স্বামীকে হারিয়েছে। একটি

বৃদ্ধ তার বুক চাপ্‌ড়ে মরছে—আর আমার সেই স্নেহময় দাদা আজ উন্মাদ! তুমি কি বল্‌ছ আমাকে? আমার যে কি অবস্থা হবে—তা' আমি আজ বেশ বুঝ্‌তে পারছি। না, আমি আর কোথাযও যাবনা—আজই আমার দাদার সঙ্গে দেখা করবো—পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইব—আমার সেই দাদা! উঃ (কাঁদিল)

বসন্ত। বুলবুল!

বুলবুল। চুপ্‌ করো। তোমার যে একটা বৌ আছে—একথাটা কেন আমার কাছে গোপন রেখেছিলে? মিথ্যাবাদী!

বসন্ত। শোনো বুলবুল—

বুলবুল। না, আমি কোনো কথা শুন্‌বো না। আমার জন্যে আমার দাদা আজ উন্মাদ। তোমাকে আমি কতদিন বলেছি চলো আমরা দাদার কাছে ফিরে যাই—পায়ে ধরে ক্ষমা চাই কিন্তু, কেন যে তুমি—যাক যা করেছ বেশ করেছ। এখন তোমার বৌ-ছেলে নিয়ে সুখে সংসারধর্ম্ম করো—আমি আমার দাদার কাছেই যাবো।

বসন্ত। তুমি কি ভেবেছ, তোমার দাদা তোমাকে আর ঠাঁই দেবেন?

বুলবুল। না দেন, তাঁর পায়ের উপর মাথা খুঁড়ে মরবো—তবু তোমার কাছে আর নয়।

সান্ত্বনা ও মধুময়কে লইয়া দিব্যেন্দুর প্রবেশ

দিব্যেন্দু। এই যে বসন্ত, তোমার বৌ আর ছেলে এসেছে। পথে বেরিয়েই দেখি—ওরা বাড়ীর নম্বর খুঁজে বেড়াচ্ছে। এখন ওদের একটা ব্যবস্থা করো—আমি আসি।

প্রস্থানোদ্যত

বুলবুল। যাবেন না দিব্যেন্দুবাবু, একটু দাঁড়ান। আপনার সঙ্গে আমাব গোটাকত কথা আছে।

সান্ত্বনার হাত ধরিয়া একটা সোফায় বসাইল, মধুময়কে আদর করিল, তারপর তাহার হাত ধরিয়া প্রস্থান

বসন্ত দিব্যেন্দুর হাত টানিয়া ধরিল

বসন্ত। দিব্যেন্দু! আর বিপন্ন কবনা আমাকে। তোমাব পায পড়ি—সান্ত্বনাকে নিয়ে যাও—ওকে ওর বাপেব বাড়ীতে পৌঁছে দিও, তাহলেই সব দিক রক্ষা হবে। আমাকে ক্ষমা করো—দিব্যেন্দু, ক্ষমা করো—

দিব্যেন্দু। বসন্ত, তুমি যে এতখানি নির্লজ্জ হতে পাব, তা' আমি কখনো কল্পনা কবিনি। ছিছিছি—মানুষেব অধঃপতনেরও একটা সীমা থাকে।

বসন্ত। তুমি তো জানো দিব্যেন্দু! সান্ত্বনাকে আমি কোনোদিন ভাল-বাসতে পাবিনি। ওর জন্যেই আমি দেশত্যাগী হ'যে বার্ম্মায় গিয়েছিলাম—কত কষ্ট পেয়েছিলাম।

বুলবুল আসিয়া দূরে দাঁড়াইল

দিব্যেন্দু। আবার এ কথাটাও জানি যে, সান্ত্বনা সম্পূর্ণ নিরপরাধ। ওর বাবাই তোমাকে অপমানিত করেছিলেন, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন—কিন্তু ওর তো কোনো অপরাধ ছিলনা সে বিষয়ে?

বসন্ত। ওর অপরাধ ছিলনা?

দিব্যেন্দু। নিশ্চয়ই না। আমি জানি, যেদিন ওর বাবা তোমাকে দারোয়ান দিয়ে গলাধাক্কা দিয়েছিলেন—তুমি কাঁদতে কাঁদতে চলে গিয়েছিলে, ঠিক সেইদিনই, সান্ত্বনা ওর বাপকে দুটো শক্ত কথা শুনিয়ে দিয়ে—তার-দেওয়া গয়নাকাটি খুলে ফেলে দিয়ে—একবস্ত্রে তোমার বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। আর কখ্‌খনো যায়নি সেখানে। ওর তো কোনো অপরাধ নেই বসন্ত! রাজার মেয়ে সান্ত্বনা, কত আদরের সান্ত্বনা—তোমার ভিটের উপর অনাহারে পড়েছিল—বুড়ো শ্বশুরের সেবাযত্ন করেছিল—আর কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়েছিল। পশু তুমি, তাই তুমি ওর খোঁজ-নেওয়াটাও আবশ্যক বোধ করনি।

বসন্ত। এসব কথা তুমি কি ক'রে জানলে দিব্যেন্দু?

দিব্যেন্দু। তোমার বাবার কাছেই শুনেছি। মৃত্যুকালে বৃদ্ধের মুখে কোনো ঠাকুরদেবতার নাম শুনিনি বসন্ত, শুনেছি শুধু সান্ত্বনার নাম! সান্ত্বনার জন্যে মুমূর্ষু বৃদ্ধের সে কি বুক-ফাটা কান্না। আমিও সঙ্গে সঙ্গে কেঁদেছি—

বুলবুল। দিব্যেন্দুবাবু! এদিকে আসুন—

দিব্যেন্দু। শোনো বসন্ত, মৃত্যুকালে তোমার বাবাকে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি—সান্ত্বনা ও মধুময়কে তোমার কাছে পৌঁছে দেব। আর তুমি ওদের উপর কোনো অন্যায় আচরণ না করো—সেটাও যথাসাধ্য দেখ্‌বো—তাই ওদের নিয়ে এসেছি।

প্রস্থান

সান্ত্বনা। তুমি কেন এতো ভয় পাচ্ছ? একথা নিশ্চয় জেনো—আমি কখ্খনো তোমার সুখের পথে কাঁটা হবনা—মধুময়কে তোমার কাছে পৌঁছে দিয়ে—তোমার পায়ের ধূলো একটু মাথায় নিয়ে—জন্মের মত চলে যাব। আর কখ্খনো আস্‌বো না তোমার সাম্‌নে।

বসন্ত কাছে আসিল, সান্ত্বনা গলবস্ত্রে, পা-দু'খানি ধরিয়া প্রণাম করিল

বসন্ত। শোনো সান্ত্বনা, কাল থিয়েটারে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই আত্মহত্যার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বসে আছি আমি। স্নেহ দয়া মায়া, সবই মন থেকে দূর করে ফেলেছি—বাবার মৃত্যুশয্যায়ও তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করিনি। আজ আমি আত্মহত্যাই করবো। নতুবা আর উপায় নেই আমার।

সান্ত্বনা। না, না, তুমি কেন আত্মহত্যা করবে?

বসন্ত। চুপ করো, যা' বলছি শোনো—আমার জীবনের এই পরিণতির জন্যে দায়ী তোমার বাবা! তিনি স্বর্গে কি নরকে, কোথায় আছেন, জানি না—তোমার এ অবস্থার জন্যেও দায়ী তিনি—আমি নই।

সান্ত্বনা। না, না, তুমি আত্মহত্যা কর না। আমি সত্যি বলছি—আমি এখানে থাকতে আসিনি—শুধু মধুময়কে তোমার কাছে পৌঁছে দিতে এসেছি—আমাকে ক্ষমা করো।

বসন্ত। (পকেট হইতে একটা রিভলবার বাহির করিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন।) তুমি বুঝ্‌তে পারছনা সান্ত্বনা! তোমার ও

শান্তার মাঝে, আজ আমার বেঁচে থাকার অর্থ—জীবনের তিক্ততাকে বহুগুণ বাড়িয়ে নেওয়া। তার চেয়ে মৃত্যুই আমার শান্তি—আমার পরম কাম্য। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—

বসন্ত আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইল—সান্ত্বনা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল,—
হঠাৎ রিভলবারের আওয়াজ হইয়া গেল—সান্ত্বনা আহতা হইল

এ কী! সান্ত্বনা—সান্ত্বনা—

বসন্ত পতনোন্মুখ সান্ত্বনাকে ধরিল—বুলবুল ছুটিয়া
আসিল—রিভলবার কাড়িয়া লইল—

বুলবুল। দিব্যেন্দুবাবু! শীগ্‌গীর আসুন—

দিব্যেন্দুর প্রবেশ

বসন্ত। (বুলবুলের অঞ্চল টানিয়া ধরিল) আঃ রিভলবারটা দাও বুলবুল! এখন আর আমার বেঁচে থাকা অসম্ভব—অসম্ভব—

বুলবুল। কী সর্ব্বনাশ! এখন উপায় কি দিব্যেন্দুবাবু?

বসন্ত। রিভলবারটা দেবে না আমাকে? কিন্তু আমার যে ফাঁসি হবে—আসামী সেজে কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে—তার চেয়ে—দাও, দাও, বুলবুল—আমার হাত-পা কাঁপ্‌ছে—মাথা ঘুর্‌ছে! মরবো ব'লে খানিকটা মদ খেয়েও এসেছি—আমাকে আর বাধা দিও না।

বুলবুল। মদ্ খেয়ে এসেছ? তাই বলো! আচ্ছা আমি ডাক্তারকে ফোন্ ক'রে আসি—

প্রস্থান

মধুময়ের প্রবেশ

মধুময়। এ কী দিব্যেন্দু মামা! আমার মাকে কে মারলে? তুমি না বাবা? মা! মা!

সান্ত্বনা। না, না, আমাকে কেউ মারেনি মধুময়! আমি আত্মহত্যা করেছি। তোমরা যেন ভুল ক'রে ওকে অপরাধী কর না দিব্যেন্দুদা! আমি সবাইকেই বলে যাচ্ছি—একটা পুলিশ ডাকো তাকেও বলে যাই—'উনি নিরপরাধ'। ওগো, আমি তো জন্মের মতই চলে যাচ্ছি—এখন একবারটি আমার কাছে এসো। মনে মনে বড় সাধ ছিল, তোমার কোলে মাথা রেখে মরবো—আমার সে সাধটুকু পূর্ণ করো।

বসন্ত আসিয়া কাছে বসিল

আঃ! মধুময়! কাঁদিস্‌নে—কাঁদিস্‌নে—

মধুময়। মা—( কাঁদিতে লাগিল )

দিব্যেন্দু। বসন্ত! মানুষের পশুত্ব যে পশুকেও হার মানাতে পারে—তা' তো জান্‌তাম না!

সান্ত্বনা। না, না, দিব্যেন্দুদা, তুমি বুঝ্‌তে পারছ না। আমার বাবা যেদিন ওঁকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন—ঠিক সেইদিন থেকেই আমি কায়মনোবাক্যে ভগবানকে ডাক্‌ছি—'ভগবান্‌ আমাকে মৃত্যু দাও, আর সেই মৃত্যুকালে আমি যেন ওঁর কোলে মাথাটা রেখে মরতে পারি, আমার ছ'বছরের ঐকান্তিক প্রার্থনা তিনিই পূ

করেছেন—তুমি ওঁকে কিছু বলো না। ঠিক এইটুকুই যে আমি চেয়েছি, দিব্যেন্দুদা। এ মৃত্যু যে 'আমার কত সুখের তা' তোমরা বুঝ্‌বে না।

বুলবুলের প্রবেশ

দিব্যেন্দু। ডাক্তারকে একটা খবর দিয়েছ বুলবুল?

বুলবুল। হ্যাঁ, এখুনি আস্‌ছেন।

দিব্যেন্দু। কী হতভাগিনী তুমি সান্ত্বনা!

সান্ত্বনা। কে বলে আমি হতভাগিনী দিব্যেন্দুদা? মরণকালে যে-মেয়ে তার স্বামীর কোলে মাথা রেখেছে—পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে—আর তার সেই প্রাণাধিক স্বামী-পুত্রকে ছোট বোনের হাতে সঁপে দিয়ে চলে যাচ্ছে—সে যদি হতভাগিনী, তবে আর ভাগ্যবতী কে দিব্যেন্দুদা? শান্তা! এদিকে একবারটি এসো বোন্—(হাতে হাতে বসন্তকে ও মধুময়কে দিয়া) আশীর্ব্বাদ করি সুখী হও—আমার স্বামী-পুত্রকে সুখে রাখো—মধুময়—উঃ তোকে ছেড়ে—

দিব্যেন্দু। বসন্ত! ফাঁসিকাঠে ঝুল্‌বার জন্যে প্রস্তুত হও—আমি এখুনি পুলিশে খবর দেব—

বুলবুল। সে কি কথা দিব্যেন্দু বাবু? সত্যিই তো উনি খুন করেন নি?

দিব্যেন্দু। নিশ্চয়ই খুন করেছে—ও একটা ঘৃণিত পশু—কুকুর-শেয়ালেরও অধম।

বুলবুল। দিব্যেন্দুবাবু! না-জেনে না-বুঝে একজন নিরপরাধকে তিরস্কার

করবেন না। আগে দেখুন আপনার বোন্‌কে বাঁচাতে পারেন কি না? ডাক্তার এখনো আস্‌ছেনা কেন—আমি একটু দেখি—(প্রস্থানোদ্যত)

বসন্ত। সান্ত্বনা! সান্ত্বনা! আর ডাক্তারকে ডাক্‌তে হবেনা শান্তা—হ্যাঁ, দিব্যেন্দু তুমি পুলিশে খবর দাও—আমিই সান্ত্বনাকে খুন করেছি—!

বুলবুল। অ্যাঁ!

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

স্থান—স্বাগতার কক্ষ

কাল—অপরাহ্ণ

দৃশ্য—স্বাগতা একাকী বসিয়া গান গাহিতেছিলেন—দিগম্বর নিবিষ্ট-মনে শুনিতেছিলেন।

গান

ওই ছায়াপথে যেদিন আমি ফিরবো একা
হয়তো সেদিন তোমায় আমায় হবে দেখা।
সেদিন তোমার অঙ্গে প্রিয়
দুল্‌বে মেঘের উত্তরীয়—
উজল হয়ে উঠ্‌বে চাঁদের তিলক-রেখা।
সেদিন, রামধনুকের মুকুট তুমি পরবে শিরে
গলায় দেবে সাতনরী হার
আলোক-লতার তার ছিঁড়ে।
হয়তো সে মোর পরম দিনে
আমায় তুমি লবে চিনে—
চিন্‌বে আমার চোখের জলের রক্ত-লেখা।

দিগম্বর। শোনো স্বাগতা! একটা কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি। শান্তা যে বেঁচে আছে তার প্রমাণ কি?

স্বাগতা। তুমি যে বেঁচে আছ, তার প্রমাণ কি?

দিগম্বর। আমি বেঁচে আছি যেহেতু আমি মরিনি! তোমার সাম্‌নেই আমি ব'সে আছি-কথা বল্‌ছি—চলা-ফেরা করছি—আমাকে একটা চিম্‌টি কেটে দেখো, এখুনি আমি উঃ করে চেঁচিয়ে উঠ্‌বো। Mr. Hypo, আর Mr. Fountain এলে আমি তাদের মতলব বুঝতে পারবো—আর তখনি, আমার মাথা গরম হ'য়ে উঠবে! আর কত প্রমাণ চাও?

স্বাগতা। মাথাটা এখন একটু ঠাণ্ডা আছে তা'হলে?

দিগম্বর। নিশ্চয়ই আছে! নইলে, চুপ্‌টি করে বসে তোমার গান শুনলাম কি করে?

স্বাগতা। তা'হলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—ঠিক উত্তর দাও। শান্তা যদি এখন তার ভুল বুঝে থাকে—নিজেই ফিরে আস্‌তে চায় তোমার কাছে—তা'হলে কি করবে?

দিগম্বর। না, না, ওটা তোমার ভুল ধারণা। সে ফিরে আস্‌তে চায় না—আস্‌তে পারে না—

"Love is blind and lovers cannot see,
The pretty follies that themselves commit."

স্বাগতা। ধরো, যদি আস্‌তেই চায়—

দিগম্বর। না, না, সে হতে পারে না। তার পক্ষে এখন আর ফিরে আস্‌তে চাওয়া গুরুতর অন্যায়! আমি তাকে আস্‌তে দেব না।

"Whether she is gone to Heaven or to Hell,
Ask me not, I can not tell."
"I strew my tears upon her tomb!"

উঃ যেদো! ঠাণ্ডা জল দে—

প্রস্থান

স্বাগতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গানের কিয়দংশ গাহিলেন

মধুময়কে লইয়া দিব্যেন্দুর প্রবেশ

দিব্যেন্দু। এইযে বৌদি সে ছেলেটিকে নিয়ে এসেছি—

স্বাগতা। এই নাকি মধুময়? বেশ ছেলেটিতো!

কোলে বসাইলেন

তোমার মার জন্যে মন কেমন করে—না? তোমার বাবা এখন কোথায়?

মধুময়। জানি না।

স্বাগতা। বসন্তবাবুর আর কোনো খোঁজ পাওয়া গেলনা দিব্যেন্দু?

দিব্যেন্দু। না।

স্বাগতা। কোথায় যেতে পারেন?

দিব্যেন্দু। কি জানি—কিছুই বুঝ্‌তে পারছিনে। পুলিশ তো তাকে হুলিয়া ক'রে দিয়েছে—থানায় থানায় ফটো পাঠিয়েছে।

স্বাগতা। শান্তার অবস্থা কি? শুনলাম সে নাকি থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছে?

দিব্যেন্দু। হ্যাঁ।

স্বাগতা। দিনরাত ঘরে বসে কি করে?

দিব্যেন্দু। কাঁদে, আর মধুময়কে কোলে নিয়ে বসে থাকে। এক মুহূর্তও ছেলেটাকে তার চোখের আড়াল করবার উপায় নেই। বহু সাধ্য-সাধনা ক'রে মাত্র ঘণ্টা খানেকের জন্যে নিয়ে এসেছি—আপনাকে একবারটি দেখাতে।

স্বাগতা। এখানে নিয়ে এসেছ, তা' সে জানে?

দিব্যেন্দু। জান্‌লে কি আর আস্‌তে দিত? আপনাকে সে বড্ড ভয় করে।

স্বাগতা। কারণ?

দিব্যেন্দু। তাতো আর আমি কিছু জানিনে? বলে, দাদার পায়ে ধরে কাঁদতে পারি, কিন্তু বৌদিকে মুখ-দেখাতে পারিনে।

স্বাগতা। বৌদিও তার মুখ দেখ্‌তে চায় না ঠাকুরপো! তুমি তাকে বলো—সে যেন তার দাদার পায়ে ধরে কাঁদতে আসে। সে এসে পৌঁছালেই আমি চলে যাব। কার কাছে ওঁকে রেখে যাব ব'লেই তো, আমি কোথাযও যেতে পারছিনে। তুমি একটু বুঝিয়ে বলো তাকে—আমার শরীর ও মন অত্যন্ত ভেঙে পড়েছে, তার দাদাকে আমি আর সাম্‌লাতে পারছিনে। সে যেন অবশ্য অবশ্য আসে দয়া করে।

দিব্যেন্দু। এ কথা শুন্‌লে, সে আস্‌বে না।

স্বাগতা। যে-কথা শুন্‌লে তিনি আসেন—তুমি তাকে তাই বলো, শুধু আমাকে একটু জানিয়ে দিও—কবে আস্‌বেন তিনি।

দিব্যেন্দু। আপনি তাকে ক্ষমা করুন বৌদি! সে আজ অত্যন্ত অনুতপ্ত!

স্বাগতা। ক্ষমা করবো? তাকে? এ জীবনে পারবো না ঠাকুরপো। এত বড় শত্রুতা—আমার সঙ্গে তো কেউ করেনি। তার দাদার এ অবস্থার কারণ সে ছাড়া আর কেউ নয়। তার জন্যে আমি প্রতিদিন তোমার সাম্‌নেও অপমানিত হচ্ছি—কেন? কি অপরাধ আমার? এত লাঞ্ছনা ও অপমান, কেন আমি সহ্য করি? সে আমার জীবনটাকে বিষময় করে দিয়েছে—আমাকে পথে বসিয়েছে—( কাঁদিলেন )

দিগম্বরের প্রবেশ

দিগম্বর। "চোখ মুছিলে, জল মোছে না,
বল্ সখি বল্ এ কোন্ জ্বালা!
শুক্‌নো বনে একলা কাঁদে—
মিছেই কেন—ফুলবালা?

স্বাগতা। ( অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে ) দেখো—আমি তোমাকে নিষেধ করছি—আমাকে আর জ্বালাতন ক'রনা—আমি সহ্য করতে পারবো না।

দিগম্বর। কি করবে তুমি?

স্বাগতা। আর কিছু না পারি, মরতে তো পারি? সে অধিকারটা তো আমার আছে?

দিগম্বর। "মরিব, মরিব, সখি! নিশ্চয় মরিব—কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব?"

দিব্যেন্দু। দিগম্বরদা—

দিগম্বর। Shut up শোনো স্বাগতা! প্রেমিকার পক্ষে মরতে-পারাটাও খুব কঠিন নয়। কারণ শ্রীমতীই কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন—"মরণরে তুঁহু মোর শ্যাম-সমান!"। (সুরে) "ওরে নিরঞ্জন—

মিছে, পরের জন্যে কাঁদেরে আমার মন—

পর কি কখন হয় আপন?

চণ্ডীদাস আর রজকিনী—

প্রেম-পীরিতের শিরোমণি।

তারা, এক মরণে, দুইজন ম'ল রে!

ওরে—এমন মরণ পায় ক'জন?"

স্বাগতা। ওসব বকামো রেখে, একটা কথা শোনো। তোমার বোন্ শান্তা এখন এখানে আস্‌তে চায়—তাকে আজই নিয়ে এসো। আমি ঠাকুরপোর সঙ্গে চলে যাচ্ছি—দাদার কাছে।

দিগম্বর। শান্তা আস্‌বে, তুমি যাবে। তুমি আস্‌বে, শান্তা যাবে। মোটের উপর—These two parallel straight lines will never meet, even if extended upto eternity! এই তো তোমার কথা? Very well, তা'হলে এখন শান্তাকেই আস্‌তে—বলো—

স্বাগতা। কে বল্‌বে?

দিগম্বর। তুমি—

স্বাগতা। এ জীবনে আমি তার সঙ্গে কথা বল্‌বো না বা—তার মুখ দেখ্‌বো না।

দিগম্বর। কেন, কি অপরাধ তার?

"সে যে চিত্রাঙ্গদা!
বীর্য্য তার অভ্রভেদী দুর্গ সুদুর্গম—
রেখেছিল চতুর্দ্দিকে অবরুদ্ধ করি
রুধ্যমান রমণী-হৃদয়। রমণী তো
সহজেই অন্তরবাসিনী—
সঙ্গোপনে থাকে আপনাতে।
কে তাবে দেখিতে পায়?
হৃদয়ের প্রতিবিম্ব, দেহের শোভায়
প্রকাশ না পায় যদি?
কি অভাব তার? অরুণ-লাবণ্য-লেখা
চির-নির্ব্বাপিত ঊষার মতন—যে রমণী
আপনার শতস্তর তিমিরের তলে—
বসে থাকে—বীর্য্য-শৈল-শৃঙ্গপরে
নিত্য একাকিনী—কী অভাব তার!
থাক্, থাক্ তার কথা। তোমাদের—
শ্রুতি-সুমধুর নহে তার ইতিহাস।

বুঝলে স্বাগতা! তোমাদের শ্রুতি-সুমধুর—নহে তার ইতিহাস—
ও ছেলেটি কে?

স্বাগতা। শান্তার ছেলে।

দিগম্বর। Nonsense! (দিব্যেন্দুর প্রতি) তুমি নিয়ে এসেছ;
Get out, Get out—বেরিয়ে যাও—

স্বাগতা। ও কি! ছেলেটার ওপর অমন করছ কেন? ভয় পাবে যে—

দিগম্বর। শাস্তার মুখ দেখ্‌বে না, শাস্তার ছেলের মুখ দেখ্‌বে কেন? তা' হবেনা। you Mr. Fountain Pen—Get out! বেরিয়ে যাও—

দিব্যেন্দু। আমরা আজ আসি বৌদি? এসো মধুময়।

মধুময় উঠিয়া স্বাগতাকে প্রণাম করিল

—দিগম্বরদাকে প্রণাম করো—ভয় কি?

মধুময় ভয়ে ভয়ে দিগম্বরকে প্রণাম করিল

দিগম্বর। (হাসিমুখে আদর করিলেন) বেশ—ছেলেটি!

It was said of children, in later day—
That none could enter Heaven, save such as they!
You Mr. Little Actor, try to be a Dickie Moor or a Jackie Cooper! Good bye—

উভয়ের প্রস্থান

তারপর,—সাহাজাদি! সম্রাটনন্দিনী! হতভাগিনী শান্তা যে এখানে আসতে চায় এ কথাটা আপনাকে কে বল্‌লে? বোধহয়—Mr. Fountain Pen of unscrupulous lies? Is it not?

স্বাগতা। যেই বলুক—আমি শুনেছি—সে আস্‌তে চায়।

দিগম্বর। বলি, আমার সদর দরজায় কি কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে, Battery-charge করে রাখা হয়েছে? যেন, তাঁর ওয়েলার ঘোড়াটা এসে থম্‌কে দাঁড়িয়েছে—আর ঢুকতেই পারছে না! কী আশ্চর্য্য!

যেদোর প্রবেশ

যেদো। ডাক্তারবাবু এসেছেন—

স্বাগতা। কোন্ ডাক্তারবাবু?

যেদো। সেই সুহৃৎ-ডাক্তার।

স্বাগতা। বলে দে, দেখা হবে না।

সুহৃতের প্রবেশ

সুহৃৎ। দেখা করতে তো আসিনি আমি? আমার এই Bill-টা pay up করে দিন্—আমি এখুনি চলে যাচ্ছি।

দিগম্বর। কিসের Bill? দেখি—(দেখিয়া) A bill for Rs. 150/- only?

সুহৃৎ। আজ্ঞে হাঁ। আমার ছ'মাসের ভিজিট আর ওষুধের দাম।

দিগম্বর। কাল আমি আপনাকে—Three hundred rupees এর একটা Bill পাঠিয়ে দেব। তা' থেকে আপনার hundred and fifty কেটে রেখে, বাকি hundred and fifty—আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। positively কালই। কারণ—I am in urgent need of money. মনে থাকে যেন। আসুন তা'হলে—(নমস্কার)

সুহৃৎ। আপনার আবার কিসের বিল্?

দিগম্বর। The cups of tea, you have taken from the hands of my wife, during the last six months, worth rupees three hundred only. Do you understand?

স্বাগতা। না, না, ডাক্তারবাবু ওসব বাজে কথা শুনবেন না আপনি। আপনার বিলটা রেখে যান, আমি যত শীগ্‌গীর পারি—টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি—

দিগম্বর। টাকা পাঠিয়ে দেবে—কি বলছ? অত টাকা এখন তুমি কোথায় পাবে? আমার যে চাকরী নেই—সুন্দরী!

স্বাগতা। ও আবদারের কথাটা তো পাওনাদার শুনবে না? পরের দেনা দিতেই হবে। সত্যিই তো, আজ ছ'মাস ধরে উনি একটি পয়সা না-নিয়ে ওষুধ দিয়েছেন—

দিগম্বর। উনিও তো একটি পয়সা না-দিয়ে চা খেয়েছেন!

যেদো ডাক্তারকে এক কাপ্ চা দিতে যাইতেছিল

হেই খবরদার! এদিকে আন্।

যেদোর হাত হইতে চায়ের কাপ লইয়া নিজেই খাইতে লাগিলেন

স্বাগতা। ছি, ছি, কী অভদ্রতা! আর এককাপ্ চা এনে দে যেদো—

সুহৃৎ। না, আমি এখন আর চা খাবনা। টাকাটা আপনি কত দিনের মধ্যে দিতে পারবেন বলুন—আমার খুব শীগ্‌গীর দরকার।

স্বাগতা। আচ্ছা, কালই পাঠিয়ে দেব।

দিগম্বর। কালই? কিন্তু কোথায় পাবে প্রেয়সী?

স্বাগতা। হাতের এই চুড়ি ক'গাছা তো এখনো আছে আমার? কেন তুমি যা' তা' বকছ? আপনি এখন আসুন ডাক্তারবাবু! কালই আপনি আপনার টাকা পাবেন। ঠাকুরপোকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব।

সুহৃৎ। চুড়ি ক'গাছা যদি বিক্রিই করেন—তা'হলে আমিও কিন্‌তে পারি—আমার প্রয়োজন আছে—

দিগম্বর। You, Rascal! বেরোও এখান থেকে—বেরোও—

স্বাগতা। ওকি, তুমি চট্‌ছ কেন? তোমাকে তো উনি কিছুই বলেন নি—

সুহৃতের প্রস্থান

দিগম্বর। নিশ্চয়ই বলেছেন। তুমি কি মনে ভাবো, আমি কিছুই বুঝি না? He means to hold a candle to my shames! আমি আজই কলেজে যাবো স্বাগতা,—তোমার কোনো আপত্তি শুন্‌বো না।

"Why should I live and linger forth my time—
In longer life, to double my distress?"
No. no. no. Go I must.

প্রস্থান

ব্যস্তভাবে পিছনে পিছনে স্বাগতার প্রস্থান

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বাড়ীওয়ালার বাড়ীর সম্মুখ ভাগ

কাল—পূর্ব্বাহ্ন

দৃশ্য—বাড়ীওয়ালা একজন পূর্ব্ববঙ্গবাসী—নাম শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ—অনেক টাকার মালিক, কিন্তু অত্যন্ত কৃপণ। আটহাতি একখানা কাপড় পরিয়া তামাক খাইতে খাইতে প্রবেশ করিলেন। দূরে ডাক্তারকে দেখিলেন।

নবকৃষ্ণ। ও ডাক্তার! শোনো শোনো—

ডাঃ সুহৃতের প্রবেশ

তহন তো সগ্‌গলে কয়ে বুলে—সেই পাগলডারে আর সেই নাচ-ওয়ালী মাগীরি আমার বাড়ীতি ঢুওইছিলে। এহন টাহা ছায়না ক্যান্? শালারা যে ছয়মাসের টাহা বাহি ফেলালো, তা' আদাই ক'রে দেবে কিডা?

সুহৃৎ। আমি তো আপনাকে বারবার বল্‌ছি, আর দেরি করবেন না, নালিশ ক'রে দিন। ওদের আস্‌বাবপত্তর যা আছে, তা'তে আপনার ছ'শটাকা খুব সহজেই আদায় হয়ে যাবে। মনে হয়—সে পর্য্যন্তও যেতে হবে না—নালিশ করলে দিব্যেন্দুবাবুই টাকাটা দিয়ে দেবেন।

নবকৃষ্ণ। বলি, দিবেন্দুবাবু ডো কিডা? কী সম্পর্ক তার—ওগে সঙ্গে? পাড়ায় এ সব কি কাণ্ডবাণ্ড কন্দি দেহি মশাই?

সুহৃৎ। ওসব কথা আমাকে আর জিজ্ঞেস্ করবেন না নবকৃষ্ণবাবু! সবই তো বুঝতে পারছেন—

নবকৃষ্ণ। সেই বাবুডি সকালে আইছেলেন আমার কাছে। আমি চোযা কথা কয়ে দিছি—বেলা দশটার মদ্দি যদি সবটাহা না পাই—তা'হলি আজই অগ্রীম পরোয়ানা নিয়ে—মালপত্তর আটকাবো। আমি ধনকেষ্টোর বেটা লবকেষ্ট! হ—অ—অ—

সুহৃৎ। তারপর?

নবকৃষ্ণ। তারপর আর কি? টাহা আন্তি গেছেন। আমি রসিদ হাতে ক'রে রাস্তায় দাঁড়ায়ে আছি—টাকা না-আন্লি—এহোনি উহিলীর বাড়ী যাব। ওইযে—ওইযে আস্তিছেন! হুঁ! সে মাগীও দেহি আস্তিছেন সঙ্গে। কারণডা কিরে মশায়? নাচওয়ালী মাগী আসে ক্যান? হ্ তা'হলি বোধ হয় টাহা দেবে নানে। ভাবিছেন বুঝি—মাগীর মুখ দেহায়ে ভুলোবেন—উঁহুঃ সেডা হবে নানে—আমি ধনকেষ্টোর বেটা লবকেষ্ট! হ—অ—অ—

সুহৃৎ। আমি এখন আসি—আমার এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা ভাল দেখায় না। আপনি কিন্তু ছাড়বেন না—আজই টাকা আদায় করবেন।

নবকৃষ্ণ। দাঁড়ান না মশয়—হ্ অত ভয় কিসির? কেমন মিঠে-মিঠে কথা কই—শুনে যান এট্টু—

সুহৃৎ। না, না, আমি আসি—আমার একটা জরুরী কাজ আছে নবকৃষ্ণবাবু!

স্বাগতা ও দিব্যেন্দুর প্রবেশ

নমস্কার দিব্যেন্দুবাবু, ভাল আছেন? আপনাদের বাড়ী-ভাড়ার গণ্ডগোলটা মেটাতে এসেছেন বুঝি? আচ্ছা, আমি এখন আসি তা'হলে—

প্রস্থান

নবকৃষ্ণ। টাহা আনিছেন?

দিব্যেন্দু। আজ উনি তিনশটাকা দিচ্ছেন—বাকি তিনশো একমাসের মধ্যেই দেবেন।

নবকৃষ্ণ। সেডা হবেনানে। অনেক ওযাদা খেলাপ করিছেন আপনারা। ওসব কথা আমি আর শোনবো না। পুরোপুরি ছ'শো টাহা দেন-তো-দেন, 'আর না-দেন-তো বাড়ী চলে যান্—আমি যা' জানি তা' করবানে। আমি ধনকেষ্টর বেটা লবকেষ্ট—হ-অ—অ।

স্বাগতা। দেখুন, আমি আজ বড় বিপদে পড়িছি। আমার স্বামী অত্যন্ত পীড়িত। এই নিঃসম্পর্কীয় ভদ্রলোকটি দয়া করে তিনশ টাকা জোগাড় ক'রে এনেছেন বলেই—দিতে এসেছি—নইলে আজ আমি একটি পয়সাও দিতে পারতাম না আপনাকে। আসছে মাসে আমার দাদা টাকা পাঠালেই—আমি আপনাকে বাকি টাকাটা দিয়ে যাব। দয়া ক'রে, আর একটা মাস সময় দিন আমাকে।

নবকৃষ্ণ। ছয়মাসের মদ্দি এট্টা পয়সা দিলে না। এখন কথা কতি লজ্জা করে না? হুঃ! তুমি তো কচ্ছো—তোমার সোয়ামীর অসুখ! কিন্তু তোমার বাড়ী তো দেহি—গাওনা-বাজনা, হাসি-ঠাট্টা, লাগেই আছে! হারমোনির প্যাঁ পোঁর গুতোয় দেহি

আমরা পাড়ায় টিকৃতি পারিনে। শুনৃতি পাই যাদো ব'লে তোমার এক চাওর আছে—সে নাকি দিনরাত কেবল চার জল গরম কত্তিইছে —আর যে আস্তিছে, সেই চা খাচ্ছে! তোমার যে বাজে-খরচ মালক্ষ্মী! তা'তে, তুমি যে আর বাড়ীভাড়ার টাগা দিযে উঠ্‌তি পারবা, তা'তো মনে লয়না।

দিব্যেন্দু। দেখুন মশাই! ওসব বাজে কথা শুনতে আসিনি আপনার কাছে। টাকা পাবেন—টাকা নেবেন। এ ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্কতো নেই আপনার সঙ্গে?

নবকৃষ্ণ। তুমি কিভাবে মণি? মা-লক্ষ্মীর সম্পর্কডা যেন তোমার সঙ্গেই একটু বেশী লটর পটর বলে মনে হচ্ছে। ডাক্তারবাবু যা' কয, তা' মিথ্যে না? আমি ধনকেষ্টর বেটা লবকেষ্ট—তুমি আমার 'পর চোখ রাঙাও? বলি—ভাবিছো কি মনে মনে? ছ্‌ ছয মাসের ভাড়ার টাকা চুকোয়ে দিযে, বাড়ী ছাড়ে দিলিই তো হয! এসব ভদ্দরলোকের পাড়া ছা'ড়ে—যে সব পাডায় যা'যে থাকৃলি কেউ কিছু করে না—চলে যাওনা সেই সব পাড়ায—ল্যাঠা চুকে থাক্।

দিব্যেন্দু। এখানে নিকটে কোথাযও ফোন্ আছে? আমি এখুনি আপনার সব টাকা চুকিয়ে দিচ্ছি।

নবকৃষ্ণ! আমার গদীতিই ফোন্ আছে—ওরে ও দয়াল!

দয়ালের প্রবেশ

দুই আনার পয়সা রা'খে—এই বাবুডিরি ফোনের কাছে নিয়ে যা। আর আমারে এট কল্‌কেডা পাল্‌টাযে দে।

স্বাগতা। ডাক্তারবাবু আপনাকে কি বলেছেন ?

নবকৃষ্ণ। মা-লক্ষ্মী, আমি বুড়ো মানুষ। আমার সঙ্গে সে সব কথা আর ক্যান্—আলোচোনা করো ? শুধু কি ডাক্তারবাবু কয়, পাড়ার সগ্‌গলেই কয়। তোমার ব্যাভার-ঠ্যাভার মোটের 'পর ভালো না। তোমার সোয়ামীডে নাকি পাগল হয়ে গেছে—শুদ্দু তোমার ব্যাভারের দোষে—এই কথাই তো সগ্‌গলে কয়—শুন্‌তি পাই।

স্বাগতা। এ সব কথা আপনি বোধ হয়—ডাক্তারবাবুর কাছেই শুনেছেন ?

নবকৃষ্ণ। শুদো ডাক্তারবাবু ক্যান্। এই ধরো—সেদিন আমার গিন্নি গেছেলো তোমাগে বাড়ী। তিনি নিজিই দেহে-শুনে আইছেন—তোমার সোয়ামীর নাকি হইছে, তোমার চরিত্তিরির উপর সন্দ-বাই; এডা তো ভাল কথা না ? মা লক্ষ্মী ! চরিত্তিরডে এট্টু ভালো করো—

"সতী নারীর পতি যেন পর্ব্বতের চূড়ো
আর, অসতীর পতি যেন ভাঙা নৌকোর গুরো !"

আমার গিন্নিরে তো দেহিছো ? কোনো পুরুষে মানুষ তার চোখির দিক্ তাকাতিই পারে না। একেবারে ঠিক্‌রে পড়ে যায়। সেই জন্যিই তো, আমি ধনকেষ্টর বেটা নবকেষ্ট ! আমি কি কারো তোয়াক্ক রাহি ? আমি সতী-নারীর পতি যেন পর্ব্বতের চূড়ো ! হ-অ—

দিব্যেন্দুর প্রবেশ

দিব্যেন্দু। যে আজ্ঞে—আপনি একটু থামুন—এখুনি আপনার টাক আস্‌ছে।

নবকৃষ্ণ। তাই নাকি? বেশ, বেশ, বেশ—তুমি লোকটাতো মন্দ না। তোমার ট্যাঁকে বেশ জোর আছে দেখ্‌তিছি—ওরে-ও দয়াল! দু'খোন্ টুল নিয়ে আয়। বস্‌তি দে—বস্‌তি দে—

দিব্যেন্দু। ভিতরেই চলুন না মশাই।

নবকৃষ্ণ। ভিতরে যায়ে আর কি কাম? আজ এট্টু মেঘ্‌লা হইছে—ঘরের মদ্দি বেজায় অন্ধকার। ভিতরে গিলিই তো ইলেট্রিক জ্বালাতি হবেনে—করপোরেশোনের সুমুদ্দিগে চার্জ্জো বাড়্‌বে নে। তার চেয়ে এহেনেই বসো—দে দে টুল দে—

দয়াল টুল দিল, উভয়ে বসিলেন

দেহো দেখি—কেমন টুল বানাইছি—বেটারা চেয়ার বানায়। সেডা এট্টা কত বড় বাজে খরচ! একখান চেয়ারের কাঠ দিয়ে দুখোন টুল্ বানানো যায়।

দিব্যেন্দু। আপনার কি কোনো বাজে খরচ নেই?

নবকৃষ্ণ। মিথ্যে বড়াই করবো না, এট্টা আছে—এই তামাকটা। শালা—গুরুমশায় যে কেন এডা শিখোয়ে দেছেলো! তারে এখন প্যালি দুটো শক্ত কথা শুনোয়ে দেতাম। এর জন্যি আমার মাসে এট্টা টাহা ব্যয়। দয়ালরে কই যে পোড়া গুলগুলো—তামাকের সঙ্গে মিশোয়ে দিস্। তা' বেটা গ্যায় না। ওরে ও দয়াল! বলি, আজকের তামাকে পোড়া গুল্ মিশোইছিলি?

দয়াল। আজ্ঞে মা ঠাকরুণ তা' দাঁত মাজ্‌তে নিয়ে গেছেন।

নবকৃষ্ণ। এই দেখো, আর একটা বাজে খরচ বাড়ে গেছে। দাঁত-

বাঁধানোর কি দরকার ছেলো ? এখন সেই বাঁধা দাঁত মাজো, ঘসো, তার পাছে আমার তামাকের গুলগুলো লাগাও। আমার গিন্নিডির জন্যি বাজে খরচ কমানোর গো নাই—

ট্যাক্সির শব্দ হইল—দরজায় থামিল—বুলবুলের প্রবেশ

তাহাকে দেখিয়াই স্বাগতা মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে বসিয়া রহিলেন

দিব্যেন্দু। ( নিজের পকেট হইতে তিনশটাকা বাহির করিয়া—বুলবুলের নিকট হইতে তিনশত টাকা লইলেন ) এই নিন্ আপনার টাকা। রসিদ দিন।

নবকৃষ্ণ। ( রসিদ কাটিলেন ) এ মেয়েডা আবার কিডারে মশায় ?

দিব্যেন্দু। তা' জেনে আপনার কি দরকার ?

টাকা দিয়া রসিদ লইলেন

সুহৃতের প্রবেশ

সুহৃৎ। আমার টাকাটাও দিয়ে দিলে ভাল হ'ত দিব্যেন্দুবাবু !

দিব্যেন্দু। কিসের টাকা আপনার ?

স্বাগতা। ( দুহাতের দুগাছা চুড়ি খুলিতে খুলিতে ) আপনি তো বলেছিলেন—আপনি টাকা চান না, চুড়ি চান। এই নিন্—চার গাছা চুড়িতে ছ'ভরি সোনা আছে। আপনার পাওনা তো মাত্র দেড়শো টাকা ?

দিব্যেন্দু। কিসের পাওনা বৌদি ?

স্বাগতা। ওঁর ছ'মাসের ওষুধের দাম আর ভিজিট! উনি বিল দিয়েছেন—

বুলবুল। ও, আপনি বুঝি ডাক্তার? প্রফেসর মজুমদারকে আপনি চিকিৎসা করেন? নমস্কার।

সুহৃৎ। আজ্ঞে, নমস্কার।

বুলবুল। আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি কি?

সুহৃৎ। কি বলুন?

বুলবুল। ও চুড়ি ক'গাছা ফিরিয়ে দিন্ আপনি। আপনার টাকাটা আমিই দিয়ে দেব। এখন তো সঙ্গে নেই। দয়া ক'রে আপনার কলমটা, আর এক টুক্‌রো কাগজ দিতে পারেন আমাকে?

সুহৃৎ সাগ্রহে দিলেন

(নাম ও ঠিকানা লিখিয়া) এই addressএ যদি একবারটি দেখা করেন আমার সঙ্গে, তাহলে বিশেষ বাধিত হবো—

সুহৃৎ। যে আজ্ঞে। (সাগ্রহে কাগজটুকু লইলেন) এই নিন্ দিব্যেন্দুবাবু—

চুড়ি কগাছা ফিরাইয়া দিল

বুলবুল। আমি এখন আসি তা'হলে—দিব্যেন্দুবাবু? ওরিয়েণ্টালে আমার সুটিং আছে—এখুনি যেতে হবে।

সাম্‌নে আসিয়া ভক্তিভরে স্বাগতাকে
একটি প্রণাম করিল

সুহৃৎ। (বিস্মিতভাবে কাগজখানা দেখিতে দেখিতে) ব্যাপার কি দিব্যেন্দুবাবু? মিস্ বুলবুলের সঙ্গে আপনাদের কি সম্বন্ধ?

বুলবুল প্রণাম করিয়াই দ্রুতপদে কিছুদূর গিয়াছিলেন—
সুহৃতের প্রশ্ন শুনিয়া ফিরিয়া আসিলেন

বুলবুল। প্রফেসর মজুমদার আমার প্রাইভেট টিউটার ছিলেন।

নবকৃষ্ণ। ও ডাক্তার! এদিক্ আসো—একটা কথা শুনে যাও—

সুহৃৎকে লইয়া ঘরে ঢুকিলেন

স্বাগতা। শান্তা।

অপরাধীর ন্যায় কাছে আসিল—হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল

কাঁদিস্‌নে শান্তা—কেন এমন দুর্ব্বুদ্ধি হয়েছিল তোর—ছিছিছি—

বুলবুল। বৌদি! আমার একটা কথা তোমরা বিশ্বাস করো—আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি—পেটের দায়ে থিয়েটারে জয়েন করেছি কিন্তু আমি যে প্রফেসর মজুমদারের বোন্—এ আত্মসম্মানের দাবিটুকু আজও হারাইনি।

স্বাগতা। তার মানে—

বুলবুল। থিয়েটারের মেয়ে বল্‌তে তোমরা যা বোঝো—লোকে যা বোঝে—আমি তা নই! তোমরা হয়তো তাকে ক্ষমা করবেনা—

হঠাৎ কথায় বাধা দিয়া সুহৃতের প্রবেশ

সুহৃৎ। আপনি কি এখন যাবেন মিস্ বুলবুল? আমার সঙ্গে গাড়ী আছে—

বুলবুল। ধন্যবাদ! আমার সঙ্গেও আছে—

সুজন্তের প্রস্থান

কিন্তু একথা সত্যি বৌদি! আমি তার ধর্ম্মপত্নী—শাস্ত্রমতে বিবাহিতা স্ত্রী! হিন্দুনারীর একনিষ্ঠা ও পাতিব্রত্যধর্ম্মে আমি জলাঞ্জলি দিইনি! তোমরা বিশ্বাস ক'রো আমি চরিত্রহীনা নই— ( পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল )

স্বাগতা। কাঁদিস্‌নে—( চোখ মুছাইলেন ) সবই বুঝ্‌তে পারছি শান্তা! কিন্তু উপায় কি? তোর দাদা যে আজ ভয়ানক উন্মাদ—আচ্ছা দেখি—চলো ঠাকুরপো—

হঠাৎ ফিরিয়া শান্তাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন—

শান্তা, কতদিন পরে তোকে পেয়েছি—! তুই সেই শান্তা!

চোখ মুছিতে মুছিতে দুজন দু'দিকে চলিয়া গেলেন

নবকৃষ্ণ। ওরে ও দয়াল! টুল দু'খান্ ঘরে নে—জয়গুরু—জয়গুরু!

হাই তুলিয়া তুলিয়া তুড়ি দিতে দিতে প্রস্থান

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—বুলবুলের কক্ষ

কাল—সন্ধ্যার পর

দৃশ্য—মধুময় একটা টেবিলের কাছে চেয়ারে বসিয়া চাণক্য শ্লোক পড়িতেছিল।

মধুময়। শর্ব্বরী ভূষণং চন্দ্রো নারীণাং ভূষণং পতি
পৃথিবী-ভূষণং রাজা বিদ্যা সর্ব্বস্য ভূষণং।

শব্দার্থ মুখস্থ করিতেছিল

শর্ব্বরী—রাত্রি। ভূষণ—অলঙ্কার।

এককাপ দুধ, সন্দেশ ও এক গ্লাস জল লইয়া বুলবুলের প্রবেশ

বুলবুল। মধুময়, এই দুধটুকু খেয়ে নাও।

মধুময়। না আমার খিদে পায়নি—আমি কিছুই খাবনা এখন।

বুলবুল। লক্ষীটি আমার খেয়ে নাও।

মধুময় অনিচ্ছাসত্ত্বে খাইল

বুলবুল। (মুখে জল দিয়া একটা তোয়ালে দিয়া সযত্নে মুখ মুছাইল
তুমি এমন রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন মধুময়?

একটা চিরুণী দিয়া চুলগুলি ঠিক করিল, আবার মুখ
মুছাইল—সযত্নে বুকে চাপিয়া ধরিল

আচ্ছা, মধুময—আমাকে মা বলে ডাক্‌তে তোমার ভালো লাগেনা—না? আমার জন্যেই তো তোমার আজ আপনজন বল্‌তে কেউ নেই!

মধুময। তোমার জন্যে কেন মা? বাবার জন্যে। আমার বাবা যেন আর ফিরে না আসে। তুমি কেন আমাকে মিথ্যে কথা শিখিয়ে দিলে? আমার ইচ্ছে হচ্ছিল—পুলিশের কাছে বলি—আমার বাবাই আমার মাকে মেরে ফেলেছে।

বুলবুল। সেই কথাটাই তো মিথ্যে মধুময! মরণকালে তোমার মাও তো বলে গেলেন, তিনি আত্মহত্যা করেছেন। তোমার বাবা তাঁকে মেরেছেন বল্‌লেই, মিথ্যে কথা বলা হ'ত।

মধুময। হ্যাঁ হ'ত বৈ কি? আমার বাবাইতো মাকে মেরে ফেলেছে—

কাঁদিল

বুলবুল। ছিঃ মধুময, ও কথা বলো না—কেউ শুনতে পাবে—কেঁদনা। পড়ো কি পড়্‌ছিলে—

চোখ মুছিয়া দিলেন

মধুময। (ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পড়িতে লাগিল) শর্ব্বরী ভূষণং চন্দ্রো—ইত্যাদি।

অর্থ—চন্দ্র রাত্রির অলঙ্কার। আর স্ত্রীলোকের অলঙ্কার তার স্বামী—

বুলবুল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে যাইতেছিল

তুমি চলে যাচ্ছ যে ? আমাকে পড়িয়ে দেবেনা ? আমি যে বুঝ্‌তে পারছি নে—

বুলবুল। না যাচ্ছি না। পড়ো। হ্যাঁ, ও বই এখন থাক্—ইংরেজি পড়ো—আমি পড়িয়ে দি—( বই খুলিল ) আচ্ছা মধুময়—এখন আর নাই বা পড়লে—তোমাকে ব্রহ্মদেশের একটা গল্প বলি শোনো—

সুহৃৎ ডাক্তারের প্রবেশ

সুহৃৎ। ( দ্বার হইতে ) ভিতরে আস্‌তে পারি কি ?

বুলবুল। কে ? ডাক্তারবাবু ? আসুন—আসুন—বসুন। মধুময়, তুমি ও-ঘরে গিয়ে পড়ো, আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একটু কথা বলি।

বই লইয়া মধুময়ের প্রস্থান

আপনার বিল্ এনেছেন ?

সুহৃৎ। সে জন্যে ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? আপনার সঙ্গে একটু পরিচিত হবার সৌভাগ্যলাভ করেই আমি ধন্য হয়েছি।

বুলবুল। সে কি কথা ডাক্তারবাবু ? আপনি যে আমাকে বড্ড বেশী বাড়িয়ে দিচ্ছেন। যাক্ সে কথা। আপনি তো প্রফেসর মজুমদারকে ট্রিটমেণ্ট করেন ?

সুহৃৎ। আজ্ঞে হ্যাঁ, এতদিন করেছি, কিন্তু এখন আর করিনা।

বুলবুল। কেন ?

সুহৃৎ। সে অনেক কথা। আমার ট্রিটমেণ্টে বেশ একটু ভাল হ'য়ে উঠেছিলেন বটে, তবে—

বুলবুল। (বাধা দিয়া) আচ্ছা, তাঁর অসুখটা কি বলুন তো ?

সুহৃৎ। অসুখটা যে কি, তা ঠিক এক কথায় বোঝান যাবে না আপনাকে। It is more mental than physical—আমাদের bodily systemএ দুই রকম nerves আছে—motor nerves আর sensory nerves.

বুলবুল। থাক্ ডাক্তারবাবু—আমার পক্ষে ও-সব জিনিসগুলো বোঝা খুব সহজ হবেনা। আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে—অসুখটা সারবে তো ?

সুহৃৎ। উপযুক্ত চিকিৎসা হ'লে কেন সারবে না ?

নবকৃষ্ণের প্রবেশ।

নবকৃষ্ণ। এই যে ডাক্তারবাবু! আপনি আগেই আসে মোতায়েন হইছেন ? বিকেলে আমারে ক'য়ে আলেন—সন্ধ্যের পর সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবেন—দুটো নাচ-গান শোনাবেন—তারপর এ অধমেরে আর মনেই থাকলো না বুঝি ?—হ-অ-অ—

একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল—ঘরের চারিদিকে দেখিতে দেখিতে

ঘরডা তো বেশ সাজানো-গোজান আছে দেখ্‌তিছি! বারো জনের পয়সা—হবে না ক্যান ? গাও দেহি নটীমাঠাকৃরুণ! একটা পদকেত্তন গাও। পয়সা-কড়ি যা' দিতি হয়, ওই ডাক্তারবাবু দেবেনেন। আমি বুড়ো মানুষ—আমি কিন্তু কিছু দিতি-টিতি পারবো না। সে কথাডা আগেই কয়ে রাখতিছি।

বুলবুল। (বিস্মিতভাবে) এ সব কী ডাক্তারবাবু ?

সুহৃৎ। (বিব্রত ভাবে) আপনি একটু বাইরে আসুন—একটা কথা শুনে যান্—

নবকৃষ্ণ। ক্যান্? উনি যেন এট্টু চটতিছেন—ব'লে মনে হচ্ছে! এট্টা গান শুনেই তো চলে যাবানে আমি। তারপর তুমি থাযানে এহানে যত রাত্তির পাবো। আমি বুড়ো মানুষ—আমার জন্যি ভাবনাডা কি? বুড়ো মানুষ আর ছেলেমানুষ সমান। হ্ গাও দেহি নটী-মাঠাকুরুন, একটা পদকেত্তন গাও। এহেনে তামাক-টামাক নাই বুঝি? যাকগে মোনে—কতক্ষণই বা থাকপো! গাও এট্টা শুনে যাই—সেই—"ও কুব্জার বঁধু!" আহাহা কী চোমোৎকার কেত্তন! আরে ডাক্তার—তুমি অমন করতিছ ক্যান্? আমি তো বেশী সময় থাকপো না নে? গাও এট্টা শুনে যাই—

বুলবুল। (বিরক্ত ভাবে ইতিমধ্যে টাকা আনিযা) ডাক্তার বাবু, আপনার বিল্ দিন্, টাকা নিন। ছিছিছি—এসব অসভ্যতার মানে তো আমি বুঝ্‌তে পারছিনে? কী আশ্চর্য্য!

সুহৃৎ। এ অসভ্য লোকটাকে আমি এখুনি নিয়ে যাচ্ছি—আমাকে মাপ্ করবেন। মশাই, উঠুন আপনি। ছিঃ, আপনার কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই? কী যা' তা' বাজে বক্‌ছেন—এখানে এসে?

নবকৃষ্ণ। ক্যান্? কি হইছে? কি যা' তা' বাজে বকলাম্ আমি? হঃ কত দেহিছি—তোমার মত বয়সও আমার একদিন ছেলো। বুড়ো মানুষরি ডাযে আনে—তাড়াযে দেচ্ছ—অসভ্য কচ্ছো—বলি ভাবিছো কি মনে মনে? ফ্যালাও আমার হ্যান্নোটের এক হাজার

টাহা—তা' না হলি—আমি কালই তোমার ডিস্পেন্সিল ক্রোক্ করবো! আমি ধনকেষ্টর বেটা লবকেষ্ট—আমারে তুমি চেনো না? অ্যাঁ—আচ্ছা—চল্লাম—দেখা যাবে—জয়গুরু, জয়গুরু—

প্রস্থান

সুহৃৎ। আপনি কিছু মনে করবেন—না। লোকটা নিতান্তই অসভ্য জানোয়ার—তাতে আবার মাথা-খারাপ! আমিও আজ আসি—কাল সকালে এসে টাকাটা নিয়ে যাবো, এখন থাক্। হ্যাঁ, ভাল কথা। প্রফেসর মজুমদারের অসুখ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুটো কথা বলে যাই আপনাকে—দিব্যেন্দুবাবুকে আপনি চেনেন বোধ হয়? তিনিই হচ্ছেন—এই অসুখের মূল কারণ।

বুলবুল। তার মানে?

সুহৃৎ। প্রফেসর মজুমদারের স্ত্রীর চরিত্রটি ভালো নয়। নিতান্তই দুশ্চরিত্রা তিনি—

বুলবুল। বুঝিছি। আপনি এখন আসুন। (নমস্কার)

বিরক্তভাবে গৃহান্তরে ঢুকিলেন, মাথা চুল্‌কাইয়া বিস্মিতভাবে সুহৃতের প্রস্থান
মধুময়ের হাত ধরিয়া বুলবুলের পুনঃপ্রবেশ

বুলবুল। (মধুময়কে কোলে বসাইয়া) মধুময়! কি মিষ্টি তোমার নামটি! আমার সব সময় কেবল তোমাকে ডাকতে ইচ্ছে করে। পড়া হয়েছে?

মধুময়। তুমি তো পড়িয়ে দিলে না।

বুলবুল। আচ্ছা, থাক্। আজ আর দরকার নেই—একটা খুব ভাল

গল্প বলি শোনো। ব্রহ্মদেশের এক প্যাগোডায়—একটি শ্রমণ বাস করতেন। তাঁর নাম ছিল দীপঙ্কর। দীপঙ্করের বৌ-ছেলে মেয়ে কিছুই ছিল না—

[দি]ব্যেন্দুর প্রবেশ

আসুন দিব্যেন্দুবাবু, দাদা ভাল আছেন?

দিব্যেন্দু। হ্যাঁ। সুহৃৎ ডাক্তার এসেছিল তোমার কাছে? টাকা দিয়ে দিয়েছ?

বুলবুল। না, কাল সকালে নিয়ে যাবেন বল্‌লেন।

দিব্যেন্দু। আজ তা'হলে এসেছিলেন কেন? থাক্‌গে তুমি তাকে খুব স্পষ্ট ভাবেই নিষেধ করে দিও তিনি যেন আর না আসেন। টাকাটার কথা বলে দিও—কোর্টে গিয়ে নিতে।

বুলবুল। কেন, ব্যাপার কি?

দিব্যেন্দু। ও একটা ভয়ানক লোক। বৌদির কাছে যা' শুন্‌লাম—তা'তে ওর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। ও গাঁট কাট্‌তে পারে—গলায় ছুরি দিতে পারে—মোটের উপর ওর সম্বন্ধে খুব সাবধান।

বুলবুল। আচ্ছা, দিব্যেন্দুবাবু আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, কিছু মনে করবেন না তো? সত্যি বলুন তো, আপনি বিবাহ করেননি কেন?

দিব্যেন্দু। বসন্তের সাম্‌নে আর একদিনও এ প্রশ্নটা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে বুলবুল, মনে পড়ে? সে দিন কিছুই বলিনি। আজ বল্‌তে পারি—বাধা নেই। শোনো বল্‌ছি। এমন ভাগ্যবান আমি

যে, ভূমিষ্ঠ হয়ে একটি দিনের ভেতর মা আর বাপ দুজনকেই হারিয়েছিলাম। দুনিয়ায় আজ আর আমার আপন বল্‌তে কেউ নেই।

বুলবুল। কেউ নেই?

দিব্যেন্দু। না, কেউ নেই। ছিল এক বৌদি, আর এক দাদা। মা-হারা আমি—বৌদিকেই মা ব'লে জান্‌তাম্‌।

বুলবুল। তার পর?

দিব্যেন্দু। দিগম্বরদার মতো, আমার দাদাও ছিলেন চিররুগ্ন। বড় কষ্টে আমাদের সংসার চল্‌তো—কোনদিন দুটো আহার জুট্‌তো, কোনদিন বা জুট্‌তো না। আমাদের বাড়ীর পাশে ছিল, এক জমিদারের বাড়ী। সেই জমিদারের একটি মেয়ে ছিল—ছোট্টো মেয়ে—আমাকে দাদা বলে ডাক্‌তো। এই গরীব পরিবারের উপর ছিল তার অত্যন্ত দয়া ও মমতা। কত দিন সে নিজের বাড়ী থেকে খাবার চুরি ক'রে এনে আমাদের খাইয়েছে। তার কথা মনে পড়লে—আজও আমার চোখ ফেটে জল আসে বুলবুল!

বুলবুল। সে মেয়েটি এখন কোথায় দিব্যেন্দুবাবু?

দিব্যেন্দু। স্বর্গে। সব কথাই বলছি শোনো। ক্রমে সে বড় হল—তার বিয়ের কথা উঠ্‌লো—সে তখন বাপের কাছে গিয়ে মুখ-ফুটে বল্‌লো, "বাবা! আমাকে দিব্যেন্দুদার সঙ্গে বিয়ে দাও।" সে ছিল মূর্ত্তিমতী করুণা, তাই এই দরিদ্রের দুঃখ-কষ্ট দেখে তার প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। কিন্তু তার জমিদার-বাবা তো আভিজাত্য ভুলে—মেয়েটাকে জলে ফেলে দিতে পারেন না? আমরা যে ছিলাম দরিদ্র-

ভিক্ষুক! মনে মনে বড় দুঃখ হল—দেশ-ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম অর্থের সন্ধানে। প্রতিজ্ঞা করলাম—বড় লোক না হয়ে আর দেশে ফিরবো না।

বুলবুল। তারপর?

দিব্যেন্দু। একটা বছর পথে-পথে কাটিয়ে দিলাম। শীগ্‌গীর বড়লোক হবার খুব সোজা কোনো পথ খুঁজে পেলাম না—এম্‌নি একদিন হঠাৎ একখানা চিঠি পেলাম—ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমার রুগ্ন দাদা নাকি আত্মহত্যা করেছেন—আর আমার পতিব্রতা বৌদিও পুড়ে মরেছেন তাঁরই জ্বলন্ত চিতায়।

বুলবুল। চুপ্ করুন দিব্যেন্দুবাবু, আমি আর শুন্‌তে চাই না। কী ভয়ানক কথা!

দিব্যেন্দু। অত বিচলিত হ'য়োনা বুলবুল! সেই জমিদারের মেয়েটি যে কে? অন্তত, সেই কথাটাই শোনো একবার।

বুলবুল। কে সে?

দিব্যেন্দু। তোমার বসন্ত যা'কে গুলি করে মেরেছে। বসন্তকে আমি নিশ্চয়ই ফাঁসিকাঠে ঝোলাবো—

বুলবুল। না, না, আপনার পায় পড়ি—আপনি তাকে ক্ষমা করুন।

দিব্যেন্দু। অসম্ভব বুলবুল, অসম্ভব। সান্ত্বনার মতো একটি ছোট-বোনও আমার আজ নেই! উঃ এভাবে গুলি ক'রে মারবে জান্‌লে—আমি তাকে কখ্‌খনো এখানে নিয়ে আস্‌তাম না—নিজের কাছে রেখে, ছোটবোনের মতই আদর যত্ন করতাম।

বুলবুল। আপনি ভুল করছেন দিব্যেন্দুবাবু! কেউ তাকে গুলি করে

মারেনি—তিনি নিজেই আত্মহত্যা করেছেন। ঘটনাটা তো আপনি স্বচক্ষে দেখেননি?

দিব্যেন্দু। যাকে মেরেছে—সেও বুঝতে পারেনি বা ভাবতে পারেনি যে বসন্ত তাকে সে ভাবে মারতে পারে—

বুলবুল। সে-কথাটাও সত্যি। আসল ব্যাপারটা আমি বলছি শুনুন—উনি আত্মহত্যা করবেন বলেই বিভলবার ধরেছিলেন, এমন সময়, আপনার বোন্ ওঁকে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলেন, জড়িয়ে ধরেছিলেন—তাই গুলিটা তাঁর কোমরে গিয়ে লেগেছিল। তাঁকে হত্যা করবার ইচ্ছে—ওঁর আদৌ ছিল না। একথাটা আমি নিশ্চয় জানি। থিয়েটার থেকে উনি যখন বিভলভার চুরি করে আনেন—তখন ওর মনে আত্মহত্যা ছাড়া, অন্য কোন কল্পনাই ছিলনা। মিছেমিছি ওঁকে অপরাধী করবেন না, দিব্যেন্দুবাবু! আত্মঘাতীকে ওভাবে বাধা দিতে গেলে, আমি বা আপনি যে কেউই মরতে পারতাম।

দিব্যেন্দু। তবে সে লুকিয়ে আছে কেন?

বুলবুল। আপনার ভয়ে। আপনি তাকে ক্ষমা করুন দিব্যেন্দুবাবু, ক্ষমা করুন!

দিব্যেন্দু। সংসারে তো আমার কোন বন্ধন নেই বুলবুল—আমি একটা লক্ষ্মীছাড়া ভবঘুরে! ক্ষমা-করাটা আমার পক্ষে খুব কঠিন নয়। এ জগতে খানিকটা আকর্ষণ ও উত্তেজনার কারণ না-থাকলে মানুষ তো বাঁচতেই পারে না। তাই অকাজের মধ্যে কাজ—আর অনাবশ্যকের মধ্যে আবশ্যকতা খুঁজে বেড়ানই হয়েছে আমার পেশা—কি আর করবো বলো?

বুলবুল। আচ্ছা, বৌদির সঙ্গে আপনার পরিচয় হল কি করে দিব্যেন্দুবাবু ?

দিব্যেন্দু। সে কথাটাও শুন্‌তে চাও ? সে একটা রীতিমত নাটক। একদিন আমি অন্যমনস্ক ভাবে জাহাজ-ঘাটে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তোমার দাদা ও বৌদি তখন বার্ম্মা থেকে এলেন—জাহাজ থেকে নাব্‌লেন। আমি দেখে অবাক্! মানুষের সঙ্গে যে মানুষের চেহারার এমন আশ্চর্য্য সাদৃশ্য থাকতে পারে—তা' আমি আগে জান্‌তাম না। তোমার বৌদি যেন, ঠিক আমার সেই মরা-বৌদি! আমি আত্মবিস্মৃত ভাবে ছুটে গেলাম তাঁর কাছে—চীৎকার করে বলে উঠ্‌লাম —"বৌদি তুমি বেঁচে আছ ?" তারপর লজ্জিত হয়ে পড়লাম। তিনি আমার সে লজ্জা বুঝ্‌লেন, সস্নেহে হাতখানি ধরে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—"হ্যাঁ ঠাকুরপো বেঁচে আছি। আমাদের জিনিস-পত্তর গুলো গুছিয়ে নিয়ে—আমাদের সঙ্গে চলো।" সেই থেকেই পরিচয়।

মুস্কিল আসান বেশে বসন্তের প্রবেশ

কে তুমি ? কি চাও এখানে ?

বসন্ত। এখানে আর কেউ নেই তো ? বুলবুল, আমাকে একটা টাকা দাও—আজ সারাদিন কিছু খাওয়া-দাওয়া হয়নি। মুস্কিল-আসানকে আজকাল আর কেউ ভিক্ষেশিক্ষে দেয় না। দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়।

বুলবুল। তুমি ? একি চেহারা তোমার ?

বসন্ত। এই তো অভিনেতার রূপ! তুমিও তো একজন অভিনেত্রী—'মেক-আপ্' ভালো না হ'লে অভিনয় খুব সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হতে পারে কি বুলবুল?

দিব্যেন্দু ফোনের কাছে গিয়া ফোন্ ধরিলেন

দিব্যেন্দু। Hallo! Regent……

বুলবুল। ওকি! আপনি কাকে ফোন্ করছেন দিব্যেন্দুবাবু?

দিব্যেন্দু। পুলিশকে—

বুলবুল। না, না, না।

ফোন্ কাড়িয়া লইল

আপনি বেরিয়ে যান্ এখান থেকে। কি ভয়ানক লোক আপনি! এ ফোনের কাছ থেকে সরে দাঁড়ান—সরে দাঁড়ান—

বসন্ত। বুলবুল! তুমিই আমার পরম শত্রু। শুধু যে সে-দিন মরতে দাওনি, তা' নয়। বেঁচে থাকার লোভটাও নানাভাবে বাড়িয়ে দিচ্ছ! না, না, আর কাজ নেই—দিব্যেন্দু আমার বন্ধু, ওর হাতেই ফোন্‌টা ছেড়ে দাও—যা' হয় হয়ে যাক্—এভাবে আর ক'দিন বাঁচ্‌বো?

মধুময় আসিয়া বুলবুলকে জড়াইয়া ধরিল

মধুময়। মা! আমার বড্ড ভয় করছে—ওর কাছে নিশ্চয়ই রিভলবার আছে—চলো আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই—

বসন্ত। দেখ্‌ছ দিব্যেন্দু! ছেলে আজ বাপকে দেখে, ভয়ে শিউরে উঠ্‌ছে। আমাব পিতৃত্বকে তোমরা অসংখ্য ধন্যবাদ দাও--ধন্যবাদ দাও। মধুময়! মধুময়! আমি তোর মাকে হত্যা কবিনি সে আত্মহত্যা কবেছে—তুই আমাকে ক্ষমা কর—

মধুময়কে বুকে চাপিয়া ধরিল

# চতুর্থ অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

স্থান—প্রঃ মজুমদারের কক্ষের সামনের ঝুলবারান্দা।

কাল—পূর্ব্বাহ্ণ।

দৃশ্য—প্রফেসর মজুমদার বারান্দায় পায়চারি করিতেছিলেন। গৃহমধ্যে থাকিয়া স্বাগতা গাহিতেছিলেন—

### গান

আমি যে গান গেয়ে যাই, সেকি তোমার বাজে প্রাণে?
মেলেকি আমার গানের মানে তোমার অভিধানে?
শুধু কি কথার মোহে শুধু কি সুরের মায়ায়
ও তোমার নয়ন কোণে করুণার বিন্দু গড়ায়?
খুঁজে কি পাওনা কার এ বেদন ঝরে গানে গানে?
জানি গো সবই ফাঁকি জানি প্রিয়।
তবু এ প্রাণের কথা বলতে দিও—
তোমারে হারালে আর থাকেনা কিছুই আমার
বেদনা বাড়ে যতই, তোমায় ততই জাগে প্রাণে। *

তিনচারজন গুণ্ডা-প্রকৃতি লোকের প্রবেশ

প্রথম জন। বলি মশাই, আপনার স্ত্রীর যন্ত্রণায় কি আমরা পাড়ায় টিকতে পারবো না?

দিগম্বর। কেন বলুন তো? What is wrong with her? তিনি সুন্দরী, সুরসিকা, ও সুগায়িকা। আপনাদের যন্ত্রণার কারণটা তো ঠিক বুঝতে পারলাম না?

দ্বিতীয় জন। এটা ভদ্দর লোকের পাড়া। এখানে সব সময় গান-বাজনা, হাসি-কান্না, পরপুরুষের সঙ্গে এনারকি-ফাজলামি—আমরা—বরদাস্ত করতে পারিনে। আপনার পরিবারটিকে এ বিষয়ে একটু সমঝে দেবেন। ছিঃ এসব—কি ব্যবহার তার?

স্বাগতা জানালায় দাঁড়াইলেন

দিগম্বর। Oh, I see. You are so jealous! Because you are not being welcome. That's it. Very well, আপনারা একটা কাজ করুন। By turn শুভাগমন করতে থাকুন। নতুবা এভাবে দল বেঁধে এলে—Quite unmanagable for a delicate lady! বুঝেছেন? You Mr. Sandow's Developer—having a wide expanded chest. আপনি কাল আসুন। You Mr. Road-levelling Roller! আপনি পরশু আসুন। And you Mr. Length without breadth, you do not come. বুঝেছেন?

৩য় জন। কি যা'তা' বাজে বকছেন মশাই ?

দিগম্বর। একটুও বাজে বকিনি। বুঝে দেখুন—

"কে খোঁজে সরস মধু বিনা বঙ্গ-কুসুমে ?
কোথায় এমন আর
কোমল কুসুম-হার,
দেখিতে, পরিতে, ছুঁতে আছে এ নিখিল ভূমে—
বঙ্গনারী-পুষ্প বিনা মধু কোথা কুসুমে ?"

১ম জন। যান্ যান্—আমরা আপনার বকামো শুনতে আসিনি। আপনার যে মাথা-খারাপ তা' আমরা জানি। নতুবা, আপনার এ দশা হবে কেন ? কোথাকার-কে-একটা থিয়েটারের লোক—এই ভদ্রলোকের পাড়ায় এসে কি ঢলাঢলিটাই করছে। ছি—ছি—ছি—আপনার পরিবারকে সাম্‌নে পেলে, আমরা তাঁকেই দু'কথা শুনিয়ে দিতাম—

স্বাগতা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ মূর্ত্তিতে
বাহিরে আসিলেন

স্বাগতা। কি বল্‌ছেন আপনারা ?

১ম জন। আমরা বল্‌ছি—দেখুন—এটা—সত্যিই ঠিক-

স্বাগতা। কী ? বলুন—

১ম জন। তুই বল্‌না রে !

২য় জন। আপনি, সব সময়, গান বাজ্‌না করছেন—

স্বাগতা। হ্যাঁ করছি—তারপর—?

৩য় জন। তা'তে, ধরুন, আমাদের একটু—

স্বাগতা। কী? বলুন—চুপ্ করে রইলেন কেন?

দিগম্বর। ওঁদের মুখ-চোখ শুকিয়ে উঠেছে—তুমি আপাতত যেদোকে বলো—কয়েক কাপ্ চা আন্‌তে। তারপর ওদের বক্তব্যটা আমিই তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

স্বাগতা। তুমি চুপ্ করো—

দিগম্বর। তা'হলে তো তোমার শোনাই হবে না যে—ওদের বক্তব্যটা কি? Sex-Sympathy বলে জিনিসটা তো দুনিয়া থেকে এখনো উঠে যায়নি?

১ম জন। আমিই বল্‌ছি শুনুন—আপনি যে সব সময় গান-বাজনা করছেন, তা'তে করে—আমাদের একটু—একটু—

দিগম্বর। মন কাঁচা হচ্ছে। বলুন না? সত্যি কথা বল্‌তে অতো ইতস্তত করছেন কেন? সুকণ্ঠি স্বাগতা দেবীর সুললিত সঙ্গীত-সুধা শ্রবণ ক'রে সকলেই বিশেষ সুখে ও শান্তিতে—সংসার-ধর্ম্ম পালন করছেন বটে—তবে—সকলেই সর্ব্বদা স্বাগতা-সমীপে সমুপস্থিত হওনের সুযোগ ও সুবিধা লাভ করতে পারছেন না। বাস্তবিকি এই Democratic-যুগে equality and fraternity-র প্রতি লক্ষ্য রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য। নতুবা, মানব-মন বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌বেই! Therefore, they appeal to you, to be a little more democratic and nothing else!

সুহৃতের প্রবেশ

সুহৃৎ। তোমরা এখানে এসে কি হল্লা করছ? প্রফেসর মজুমদার একজন অতি সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক! তোমরা ওকে চেননা বোধ হয়? যাও যাও—এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকনা।

সকলের প্রস্থান

দিগম্বর। Yes, Mr. Hypo!
Men may come and men may go—
But you come on for ever!

ওদিকে আপনার patient এর-টেম্পারেচার যে thermometre burst করবার মতো —

"শ্রীমতীর মন মানেতে মগন—
ওদিকেতে শ্যাম চেওনা, চেওনা।"

সুহৃৎ। আজকাল কেমন আছেন আপনি—মিঃ মজুমদার?

দিগম্বর। আজ্ঞে, আপনার prescription-মত ওষুধ-খাওয়া বন্ধ ক'রে, একটু ভালই আছি। এখন আর যখন-তখন মাথাটা তেমন গরম হ'য়ে ওঠে না—সহিষ্ণুতাও একটু বেড়েছে।

স্বাগতা। আচ্ছা, ডাক্তারবাবু—আপনার মা নেই, বোন নেই? আপনার মত ছোটলোক তো আমি কোথায়ও দেখিনি? কী আশ্চর্য্য, এখানে এসে মুখ-দেখাতে আপনার লজ্জা করলো না একটু? আমার পায়ে একজোড়া স্লিপার আছে—দেখ্‌তে পাচ্ছেন?

সুহৃৎ। পাড়ার পাঁচজন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছে বলেই তো, আমি একবার না-এসে পারলাম না।

দিগম্বর। না, না, ডাক্তারবাবু, আপনার এ বুদ্ধিটা মোটেই ভাল হয়নি। অতগুলি Surgical Instrumentকে একসঙ্গে পাঠাবার কি দরকার ছিল? তার চেয়ে আপনি একাই আসতেন—বিনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলতেন—সেই তো ছিল ভালো। treatmentটা একটু আসুরিক হ'য়ে গেছে!

স্বাগতা। আমি এখুনি ঠাকুরপোকে ফোন্ করছি। আজ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই আমি এ বাড়ী ছেড়ে উঠে যাব—এসব ছোটলোকদের সংস্রবে আর একটি দিনও থাক্‌বো না—

প্রস্থান

সুহৃৎ। আমি এখন উঠি তা'হলে। আপনার পরিবারের পায়ে যে সর্ব্বদাই শ্লিপার থাকে—তা আমি জানতাম না। আমাদের মেয়েরা শ্লিপারও পরে—খালি পায়েও বেড়ায়—

দিগম্বর। যে আজ্ঞে। শ্লিপার জোড়া দেখেছেন তো? যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন—এখানে আর না-আসতে—

সুহৃৎ। যে আজ্ঞে—

প্রস্থান

স্বাগতার প্রবেশ

দিগম্বর। Bravo, bravo, স্বাগতা!

হাত ধরিয়া ঝাঁকি দিলেন

তোমার এই Amazonian তেজস্বিতা দেখে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছি! বেশ, বেশ, এই তো চাই—

—"দ্রুপদ-নন্দিনী আমি !
দীপ্ত বহ্নি-শিখা সম—
ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী !
বাসুদেব প্রিয় সখী,
পাণ্ডুরাজ-স্নুষা !
ভূমণ্ডলে—অতুল সৌভাগ্যবতী নারী !"

হা-হা-হা-

স্বাগতা। তুমি একটু সকাল-সকাল নেয়ে-খেয়ে নাও—আজই এ বাড়ী ছাড়বো !

দিগম্বর। ডাক্তারের পেট্রল-খরচটা একটু না বাড়িয়েই ছাড়বেনা তা'হলে ? আচ্ছা, দেখা যাক্—কে হারে কে জেতে !

স্বাগতা। কখ্খনো ও-ছোটলোকটার নাম করনা আমার কাছে—ভাল হবেনা কিন্তু—

দিগম্বর। শোনো—স্বাগতা ! চিরদিনই দেখছি—রাগ্লেই তোমাকে বেশ দেখায় ! তোমার খুব personality আছে। School mistress হ'লে ছেলেমেয়েরা তোমাকে খুব ভয় করতো—মন দিয়ে লেখাপড়া শিখতো—

যেদোর প্রবেশ

যেদো। বাড়ীওলা এসেছেন—

স্বাগতা। নিয়ে আয় এখানে—

যেদোর প্রস্থা

তুমি যাও, নেয়ে-খেয়ে নাওগে—আমি বাড়ীওলার সঙ্গে কথা বলি।

দিগম্বর। To be or not to be that is the question! শোনো স্বাগতা, শান্তা যদি বেঁচেই থাকে—তা'হলে তার addressটা আমি চাই—আমি আজই তাকে একখানা চিঠি লিখ্‌বো!

স্বাগতা। কি লিখ্‌বে?

দিগম্বর। তার বেঁচে-থাকা উচিৎ হয় নি। কেন সে এত দিন মরেনি—সে কৈফিয়ৎটা জানা দরকার আমার।

বাড়ীওয়ালার প্রবেশ

নবকৃষ্ণ। মা লক্ষ্মী, শোন্‌লাম নাকি সেই পাজি ডাক্তারডা কতকগুলো গুণ্ডো নিয়ে আইছেলো, তোমারে ভয় দিতি? সত্যি নাকি?

স্বাগতা। ভয় দিতে নয়—অপমান করতে। আমার জীবনে আমি এতখানি অপমানিত হইনি কখনো। আমার মত দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক আপনিও তো আর দেখেননি? আমি আজই আপনার বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তাহলেই, আপনাদের কোনো অশান্তি থাক্‌বে না আর—( চোখ মুছিলেন )

নবকৃষ্ণ। সে কি কথা মা লক্ষ্মী? না, না, তুমি যাযো না। হু।

স্বাগতা। আমি নিশ্চয়ই যাবো।

নবকৃষ্ণ। আর দশটা দিন থাকো, দেখো যে শালা ডাক্তারবে আমি কি ভাবে নাকাল করি! ওর হাজার-টাকার হ্যাণ্ডনোট্ আছে আমার কাছে—আমি ওরে পিষে মারে ফেলাবো—ওর ভিটেয় ঘুঘু চরাবো।

আমি ধনকেষ্টোর বেটা নবকেষ্ট! ও আমারে চেনে না? হ-অ-অ—

স্বাগতা। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আপনার এত সদ্ভাব—হঠাৎ কি হ'য়ে গেল?

নবকৃষ্ণ। ও বেটা বদ্‌মাইস্! আজ আমি বুজ্‌তি পারিছি ওর মতলব বয়েসের কালে আমরাও বদ্‌মাইস্ ছেলাম, কিন্তু, ভদ্দর লোকের ঝি-বৌরি চিরকাল মা-বুন বোলেই জ্ঞান করিছি—ও হারামজাদার কোনো বাদ-বিচের নাই। তোমার সম্বন্ধে ও আমার কাছে যা কইছে তা মুহি-আনা যায় না। আজ আমি বুঝতিছি—সে সব মিথ্যে। শালারে আমি একবার দেখফো।

দিগম্বর। আপনিই বুঝি বাড়ীওয়ালা? চমৎকার লোক তো আপনি আপনার এ বৈদিক বাংলা, কোন্ টোলে পড়ান হয় মশাই? আমি সেখানে কিছুদিন পড়বো। একেবারে indegenous—pure and simple! বলুন, বলুন, আপনার কথাই শুনি—

নবকৃষ্ণ। ইনিই বুঝি তোমার সোয়ামী? এট্টা মাথা খারাপ পাগোল নিয়ে গিরেস্থালী করা তো কম জ্বালা না? হঃ, মানুষী তোমারে বেজায় নাগোল নেছে—তা' আমি বুঝতি পারতিছি। তুমি ঘাব্‌ড়ায়ো না!

দিগম্বর। প্রশংসা ক'রলাম ব'লে, গালাগালি সুরু ক'রলেন? বেশ মজার লোক তো!

নবকৃষ্ণ। এ পাগল্‌ডা তোমারে মার-ধোর করে নাকি? বেশী বাড়াবাড়ি করলি—বাঁধে ফেলায়ে থুয়ো! হঃ, পাগোল-ছাগোলের তো কোনো বোদ্‌বরাত থাকে না? বে-কায়দা ঘা-গুঁতো দিয়ে বস্‌তি পারে

কওয়া যায় না। আমি চল্লাম—তুমি এট্টু—ভা'বে দেহো—হঠাৎ আমার বাড়ীডে ছাড়ে যা'যে না। জয়গুরু! জয়গুরু!

প্রস্থান

দিব্যেন্দু ও মধুময়ের প্রবেশ

দিগম্বর। সত্যিই স্বাগতা! এ দুনিয়া একটা চিড়িয়াখানা! আসুন — আসুন মিঃ ফাউণ্টেন পেন—

"একলা আমি বসে আছি
পথ চেয়ে আর কালগুণে
দেখা পেলাম ফাল্গুনে!"

এসো খোকা, কি নাম তো তোমার? মধু—মধু—মধুময়, না? মন দিয়ে লেখাপড়া শিখ্ছ তো? লোকে আগে বল্তো—"লেখাপড়া করে যে গাড়ীঘোড়া চড়ে সে।" কিন্তু এখন কি বলে জানো? "লেখাপড়া করে যে গাড়ী-চাপা পড়ে সে।" বুঝ্লে? ওতে আর কোনো লাভ নেই। ইংরেজি লেখাপড়া না শিখে, আমাদের অতীত গৌরব-কাহিনী—সেই রামায়ণ আর মহাভারতখানা খুব ভাল ক'রে পড়ে ফেলো। তারপর মিঃ ফাউণ্টেন পেনের মত কতকগুলো চিত্ত-চমকপ্রদ রোমাঞ্চকর ঘটনা বেছে নিয়ে, নাটক লিখ্তে সুরু করে দাও। তা'তে পয়সা-কড়ির সুবিধা হোক্ বা না-হোক্ থিয়েটারে ঘোরা-ফেরার একটু সুবিধা হবেই—কি বলেন Mr. Fountain Pen?

স্বাগতা। তুমি বাড়ী ঠিক করেছ ঠাকুরপো?

দিব্যেন্দু। হঠাৎ আজই বাড়ী বদ্‌লাতে চাইছেন কেন বৌদি? বাড়ীওলা আবার কিছু বলেছে নাকি?

স্বাগতা। না।

দিব্যেন্দু। তবে?

স্বাগতা। সে কথা পরে বল্‌বো। ওগো, তুমি যাও—আব দেবি করনা—

দিগম্বর। Yes. I am off. "I shall be floating straight obedient to the stream!"

প্রস্থান

দিব্যেন্দু। দিগম্বরদার মতো আপনারও মাথা খারাপ হল নাকি? আজই, এখুনি, বাড়ী বদ্‌লাবেন কি করে? বাড়ী একটা খুঁজে দেখি আগে—দু' একদিন অপেক্ষা করুন—এত ব্যস্ত কেন বৌদি! কি হয়েছে—বলুন তো?

স্বাগতা। সেই বদ্‌মাইস্ ডাক্তারটা কতকগুলো গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে আমাকে যাচ্ছেতাই অপমান করে গেছে ঠাকুরপো! আমি যে আর সহ্য ক'রে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে! (কাঁদিয়া) ওঁর মাথা খারাপ বলেই তো আজ আমার এই অপদস্থতা! যে আমার পায়ের দিকে চেয়ে কথা বল্‌বারও যোগ্য নয়—সে আমার চোখের দিকে চেয়ে—যা'তা ব'লে যায়, উঃ ঠাকুরপো! আমি আজই একবার শান্তার সঙ্গে দেখা করবো—

দিব্যেন্দু। দিগম্বরদা কেমন আছেন? ডাক্তারের ওষুধটা বন্দ ক'রে

আজকাল উনি একটু ভালই আছেন দেখ্‌ছি—রাত্রেও বেশ ঘুমুচ্ছেন।

দিব্যেন্দু। শান্তা সম্বন্ধে ওঁর মত কি?

স্বাগতা। ঠিক বুঝ্‌তে পারছিনে। কোনো সময় সহানুভূতিও দেখি—আবার কোনো সময় বিরক্তিও দেখি। আজ তো বল্‌ছিলেন—তাকে একটা কৈফিয়ৎ তলব ক'রে চিঠি লিখ্‌বেন—কেন সে এতদিন মরে নি?

দিব্যেন্দু। শান্তা কিন্তু ওঁর জন্তে কেঁদে ভাসাচ্ছে, আজ সে ভয়ানক অনুতপ্ত।

স্বাগতা। তা'তো বুঝলাম; আমারও ইচ্ছে—ওঁকে তার কাছে পৌঁছে দিয়ে—কিছুদিনের জন্তে দাদার কাছে চ'লে যাব। কিন্তু ওঁদের প্রথম-সাক্ষাতের ফলটা যে কি দাঁড়াবে তা' ঠিক বুঝতে পারছিনে ঠাকুরপো। তাইতো—সাহস হয়না—

দিগম্বরের প্রবেশ

ওকি! তুমি আবার চলে এলে কেন?

দিগম্বর। মিঃ Fountain Penকে একটা কথা বল্‌তে এলাম। আচ্ছা প্রিয় পেন-মশাই এ কবিতাটা কি আপনার লেখা? আপনার কাব্য লিখবার দুঃসাহস কেন হয়? আপনি কি জানেন? কি লেখাপড়া শিখেছেন আপনি? রসসৃষ্টি তো জমিদারী সেরেস্তা দলিল-দস্তাবেজের মুসোবিদা নয়? যে, কস্য কর্জ্জপত্রমিদং

কার্য্যক্ষাগে লিখলেই, একটা কবিতা হয়ে যাবে? জগতের রস-সাহিত্যে বৈষ্ণব-কবিদের দান অতুলনীয়—সে খবরটা কি আপনি রাখেন?

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু—
নয়ন না তিরপিত ভেল!
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনরু—
শ্রুতি পথে পরশ না গেল।
কত মধু-যামিনী—রভসে গোঁয়ায়নু—
না বুঝন কৈছনা কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু—
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।
যত যত রসিক জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে—
লাখে না মিলল এক।"

এ রসের কোনো সন্ধান রাখেন আপনি?

দিব্যেন্দু। আজ্ঞে না।

দিগম্বর। (ভেঙাইয়া) আজ্ঞে না। "ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস।" বাঃ! অথচ, কবিতা-লিখ্‌বার সখটুকু আছে? রক্ষে করুন মিঃ পেন-মশাই, কাব্য-সাহিত্যে আর অনাচার-সৃষ্টি করবেন না আপনারা। বুঝলেন?

স্বাগতা। ওগো, শোনো—শান্তা তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়।

দিগম্বর। কে বলেছে? মিথ্যা কথা।

"এই করেছ ভালো—নিঠুর!
এই করেছ ভালো,
এমনি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো!
আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কভু নাহি ঢালে—
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কভু আলো।"

বুঝলেন পেন-মশাই, অন্তত রবীন্দ্রসাহিত্যের সৌন্দর্য্যটুকু বুঝ্‌তে চেষ্টা করুন—তারপর কবিতা লিখ্‌তে সাহস করবেন—

"দুঃখের বেশে এসেছ বলে
তোমারে নাহি ডরিব হে!
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা
নিবিড় করিয়া ধরিব হে!
আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী
তোমারে তবু চিনিব আমি
মরণরূপে আসিলে সখা!
চরণ ধরিয়া মরিব হে।"

স্বাগতা। ঠাকুরপো, তুমি এখন এখান থেকে যাও—নইলে ওঁর নাওয়া-খাওয়া হবে না দেখ্‌ছি।

দিব্যেন্দু। মধুময় গেল কোথায়?

স্বাগতা। ভিতরে গিয়ে একটা বেড়ালের সঙ্গে খেলা করছে। তাকে রেখে যাও না, বিকেলে আমার সঙ্গেই যাবে।

দিব্যেন্দু। আচ্ছা—

প্রস্থান

স্বাগতা। ওকি? ও-ভাবে চোখবুজে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চলো—

দিগম্বর। বুঝেছ স্বাগতা?

মরণ-রূপে আসিলে সখা!

চরণ ধরিয়া মরিব হে!

স্বাগতা। হ্যাঁ বুঝেছি—এখন চলো—

দিগম্বর। তুমিও ওই পেন-মশায়ের মত ঘোড়ার ডিম বোঝো!

স্বাগতা হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন দিগম্বর হাসিতে হাসিতে সঙ্গে গেলেন

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজপথ

কাল—সন্ধ্যা

দৃশ্য—দিব্যেন্দু ও সুহৃৎ দু'দিক হইতে দু'জন আসিয়া হঠাৎ সম্মুখীন হইলেন

সুহৃৎ। (থমকিয়া) একটু দাঁড়ান দিব্যেন্দুবাবু! আপনার সঙ্গে আমার গোটাকত কথা আছে।

দিব্যেন্দু। কি, বলুন?

সুহৃৎ। দেখুন, ছ'মাস পর্য্যন্ত আমি একটি পয়সা না নিয়েও প্রফেসর মজুমদারকে চিকিৎসা করেছি—তা' আপনি জানেন। নিজের পরমাত্মীয় জ্ঞানে—without callএ দুটি বেলা তাঁদের বাড়ীতে যাতায়াত করেছি। তার পুরস্কার স্বরূপ আপনার বৌদি যে আজ আমাকে অপমান করেছেন—তাও বোধ হয় আপনার অজানা নেই।

দিব্যেন্দু। আজ্ঞে না, আমি সে সব কিছুই জানিনা। তবে বৌদির মুখে শুনলাম—আপনিই নাকি কতকগুলো গুণ্ডা নিয়ে—

সুহৃৎ। তা' তো বটেই। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে Situationটা Save করে দিয়েছি কিনা, এখন তো তাইই বলবেন? যাক্‌গে, আমার তাতে কোনো দুঃখ নেই। প্রফেসর মজুমদারের স্ত্রী স্বাগতা দেবীর

আমি তথাপি খুব শ্রদ্ধা করি। তবে, আমার মনে হয—আপনিই বোধ হয় আমার সম্বন্ধে তাঁকে একটু—

দিব্যেন্দু। আমি ?

সুহৃৎ। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস—তবে, হতে পাবে আমাব বিশ্বাসটা ভুল! আচ্ছা জিজ্ঞাসা কবি—মিস্ বুলবুলকে তো আপনি চেনেন? স্বাগতা দেবীর সঙ্গে কি তাঁব কোন সম্বন্ধ আছে ?

দিব্যেন্দু। না। তবে মিস্ বুলবুল একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রঘরেব মহিলা—উচ্চ শিক্ষিতা!

সুহৃৎ। হ্যাঁ, সেদিন যতটুকু আলাপ-পরিচয় হ'ল, তা'তে তাই বলেই মনে হয়। বেশ up-to-date! charming personality!

যেদোর প্রবেশ

যেদো। বাবু! মা-ঠাকরুণ আপনাকে ডাকছেন।

দিব্যেন্দু। যাচ্ছি—

যেদোর প্রস্থান

আমাব সঙ্গে আর কোনো কথা আছে আপনার? আমি এখন আসতে পারি ?

সুহৃৎ। আপনি সিগারেট খেয়ে থাকেন ?

সিগারেট বাহির করিলেন—নিজেও একটা ধরাইলেন

দিব্যেন্দু। আজ্ঞে না।

সুহৃৎ। দেখুন, সেদিন মিসেস্ মজুমদারের হাত থেকে ও-ভাবে চুড়ি

ক'গাছা চেয়ে-নেওয়া আমার পক্ষে খুব অভদ্রতা হয়েছিল। কিন্তু কেন যে হঠাৎ সে কাজটা করে ফেল্‌লাম তা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না। যাক্ আপনি মিস্ বুলবুলকে একটু বল্‌বেন—তিনি যেন সে জন্যে আমার সম্বন্ধে কোনো অন্যায় ধারণা না করেন।

দিব্যেন্দু। যে আজ্ঞে, বল্‌বো।

যেদোর প্রবেশ

যেদো। মা-ঠাকরুণ একবারটি আপনাকে ডাক্‌ছেন। এখুনি—বিশেষ দরকার—

দিব্যেন্দু। তাহলে আমি এখন আসি ডাক্তারবাবু! নমস্কার।

প্রস্থান

সুহৃৎ। শোন্ যেদো! তুই একটা কাজ করতে পারিস্?

যেদো। কি ডাক্তার বাবু?

সুহৃৎ। তোর মাঠাক্‌রুণ আর দিব্যেন্দুবাবু এখন কি আলাপ করেন—আড়ি পেতে শুন্‌বি। তার পর সে কথাগুলো সব আমাকে এসে বল্‌বি—বুঝ্‌লি? একটা সিগারেট খাবি? এই নে। তোর চেহারাটা তো বড্ড খারাপ হয়ে গেছে—দেখি তোর হাতটা—

নাড়ী দেখিলেন

বুকটা দেখি? ( ষ্টেথেস্কোপ লাগাইয়া বুক পরীক্ষা করিয়া ) তোর বুকের অবস্থা তো ভাল নয়! হঠাৎ মারা যাবি যে!

যেদো। অ্যাঁ, বলেন কি? আপনার পায় পড়ি ডাক্তার বাবু আমাকে বাঁচিয়ে দিন—আমি ছাড়া আমার বৌয়ের আর কেউ নেই—

সুহৃৎ। তুই একটা কাজ করিস্—একটু বাদে, আমার ডিস্‌পেনসারিতে গিযে আমার সঙ্গে একবারটি দেখা করিস্—কিছুদিন ওষুধ খেলেই বুকের দোষ ভাল হযে যাবে—

যেদো। যে আজ্ঞে।

সুহৃৎ। এখন যা, তোর মাঠাকরুণ আর দিব্যেন্দুবাবু কি কথাবার্ত্তা বলে—আড়ি পেতে শুনে আয়। তারপর আমার ডিস্‌পেনসারিতে যাস্—আজই তোকে ওষুধ দেব!

যেদো। যে আজ্ঞে—

যেদোর প্রস্থান

অন্যদিক্ দিযা সুহৃতের প্রস্থান

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—গোপীবল্লভের মন্দির

কাল—সন্ধ্যা

দৃশ্য—আরতি হইতেছিল। আরতি অন্তে সকলেই যুগলমূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। ভিখারী নাচিযা নাচিযা গাহিতেছিল—মলিন পট্টবস্ত্র-পরিহিতা বুলবুল একপার্শ্বে বসিযা শুনিতেছিল

গান

কুল গেল মান গেলরে আমার
 কালার দেখা পেলাম কৈ ?
ঘর ছেড়ে আজ বাইরে এসে—।
 পথের পানে সৈ চেয়ে রৈ।
আমার কাঁচা সোনার জলুস-আলা
ওরে, কালার জ্বালায হলরে কালা
কালা আমার জপের মালা—
 আমি, বাঁচ্‌বো না সৈ কালা বৈ !

দিব্যেন্দুর প্রবেশ

বুলবুল। আসুন দিব্যেন্দুবাবু—এখানে তাঁরা কখন আস্‌বেন ?

দিব্যেন্দু। এখুনি আস্‌বেন। কিন্তু খুব সাবধান, তুমি একটু আড়ালে থেকো, দিগম্বরদা যেন তোমাকে দেখ্‌তে না পান।

বুলবুল। না, না, আপনি সে ভয় করবেন না। দূরে দাঁড়িয়ে আমি শুধু একবার তাঁকে দেখ্‌বো! সাত বছর! দিব্যেন্দুবাবু. .সাত বছর আমি তাঁকে দেখিনি—শুধু একবারটি তাঁকে দেখ্‌বার জন্মে আমার প্রাণটা বড্ড অস্থির হয়ে উঠেছে! উঃ আমার সেই দাদা! আমি তাঁকে একবারটি দেখ্‌বো—( কাঁদিল )

দিব্যেন্দু। কেঁদনা বুলবুল! শুধু তুমি তাঁকে দেখ্‌তে চেয়েছ বলেই, আমি বৌদির সঙ্গে পরামর্শ করে এই ব্যবস্থাটি করেছি। কিন্তু দিগম্বরদা যেন তোমাকে দেখ্‌তে না পান্‌ বা চিন্‌তে না পারেন— সে বিষয়ে তুমি খুব সাবধান থেকো। বৌদিও সেই কথা বল্‌ছিলেন। ওই যে তাঁরা এসে পড়েছেন—

বুলবুল ঘোম্‌টা টানিয়া মুখ ঢাকিয়া ফেলিল—একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল

স্বাগতা ও দিগম্বরের প্রবেশ

স্বাগতা। ( গলবস্ত্রে মন্দির দ্বারে প্রণাম করিল ) ওকি চুপ্‌টি ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, একটা প্রণাম করো—?

দিগম্বর। কাকে প্রণাম করবো?

স্বাগতা। ওই ঠাকুরকে! ঠাকুর তোমার অসুখ সেরে দেবেন। তোমার অসুখ সেরে গেলে আমি ওঁকে একশো সোনার তুল্‌সী দিয়ে পূজো দেব!

দিগম্বর। ( হাসিয়া ) তা'হলে আপাতত তোমার ঠাকুরকে তুমি দুটি লোভ দেখাচ্ছ—স্বাগতা! একটি এই দিগম্বরের প্রণাম, আর একটি তোমার একশো সোনার তুলসী! তোমার ঠাকুরটি নিশ্চয়ই এত বড়

দুটো লোভ সামলাতে পারবেন না, অতএব আমাকে রোগমুক্ত করবেন। এবং এ বিষয়ে তুমি নিঃসন্দেহ। অর্থাৎ তোমার—আমার মত ঠাকুরটিরও লোভ আছে, মোহ আছে, মদ আছে, মাৎসর্য্য আছে—কি বলো? এই কথাই তো তুমি বলতে চাও?

স্বাগতা। লক্ষীটি আমার, ঠাকুর-দেবতাকে অশ্রদ্ধা কর না। চলো, ঠাকুরকে একটা প্রণাম করেই আমরা গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাই।

দিগম্বর। আমি কা'কেও অশ্রদ্ধা করছিনা স্বাগতা! তোমাকে, তোমার ওই ফাউন্টেন পেনকে, পুরুতঠাকুরকে, আর তাঁর ওই গোপীবল্লভকে, আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তবে আমার অশ্রদ্ধার বিষয় হচ্ছে—ঠাকুর-দেবতা নিয়ে তোমাদের এই ব্যবসাদারীটা! আমি কিছু দিলে, তবে তিনি আমাকে কিছু দেবেন—ওই নিশ্চয় প্রস্তরখণ্ডের উপর তোমরা যে মাড়োয়ারীত্ব আরোপ করছ, তা'তে আমার বিশেষ আপত্তি আছে।

দিব্যেন্দু। দিগম্বরদা! বৌদির অনুরোধেই না হয় একবার মাথাটা নোয়ান—ঠাকুরকে একটা প্রণাম করুন?

দিগম্বর। Shut up, non-sense! ঠাকুরের কাছেই হোক্, আর মানুষের কাছেই হোক্, কোনো কার্য্যোদ্ধারের মতলব নিয়ে কারো কাছে মাথা নোয়াতে আমি পারি না। তোমাদের মত হ্যাঙলা কুকুর-শেয়াল যারা, তারা পারে—প্রফেসর দিগম্বর মজুমদার পারে না।

দিব্যেন্দু। আপনি কি বলতে চান—ঠাকুর-দেবতা কিছু নেই?

দিগম্বর। কেন আমাকে বকাচ্ছেন প্রিয় পেন মশাই? ঠাকুর-দেবতা

আছেন—কি—নেই, সে সম্বন্ধে আমি সকাল-থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অনর্গল বক্‌তে পারি। কিন্তু তা বুঝ্‌বে কে? আপনিও বুঝ্‌বেন না, বা আপনার বৌদিও বুঝ্‌বেন না। বুঝ্‌তো যে—সে তো আমার কাছে থাকলো না। তার Literary consciousness ছিল। এত দিন আমার কাছে থাক্‌লে—আমি তাকে মানুষ করতে পারতাম। 'Phylosophy of Gods' নামে যে বইখানা আমি লিখছিলাম—শান্তা কাছে থাক্‌লে এতদিন তা' নিশ্চয়ই লেখা হয়ে যেত!

পুরোহিত। (ক্রুদ্ধভাবে) আপনি কি হিন্দু?

দিগম্বর। My God! কেন, সে বিষয়ে আপনার কোনো সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে নাকি?

পুরোহিত। আপনি ঠাকুর-দেবতা মানেন না কেন?

দিগম্বর। কে বলেছে আপনাকে—আমি তাঁদের অমান্য করি?

পুরোহিত। তা'হলে ওই যুগল-মূর্ত্তিকে একটা প্রণাম করতে আপনার আপত্তি কি?

দিগম্বর। কোনো আপত্তি নেই। তবে অসতী স্ত্রীও তার স্বামীকে ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে থাকে। অতএব জিজ্ঞাসা করি—লোক-দেখানো পতিভক্তিটাই কি স্ত্রীলোকের পক্ষে সতীপনার একমাত্র নিদর্শন? শুনুন Mr. Leopard! আপনি যে এক শত সোনার তুলসীর লোভে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠেছেন—তা আপনার ভাগ্যে জুটবে না—কারণ আমার এ রোগ সারবে না!

পুরোহিত। কেন সারবে না, গোপীবল্লভের কৃপা হ'লে নিশ্চয়ই সারবে।

দিগম্বর। আপনি তো জানেন না Mr. Leopard! আমার বুকের ভেতর কেন জ্বলে যায়? এতটুকু ছোট্টো একটা মেয়েকে আমি বুকে ক'রে মানুষ করেছিলাম। আমারি বুদ্ধির দোষে আমি তাকে হারিয়েছি। তার কোনো দোষ নেই—কোন দোষ নেই—

অবগুণ্ঠিতা বুলবুল হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া দিগম্বরের পা-দুটি
চাপিয়া ধরিল—পায়ের উপর টিপ্ করিয়া
একটা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল

কে? কে ও মেয়েটা? আমাকে কেন একটা প্রণাম করলে তুমি?

দিব্যেন্দু। (হাসিয়া) আপনি এদিকে আসুন, ও একটা পাগ্‌লী! এই মন্দিরের আশে-পাশেই ও থাকে। আশ্চর্য্য স্বভাব ওর দিগম্বরদা! নতুন মানুষ দেখ্‌লেই ও তাকে একটা প্রণাম না ক'রে ছাড়েনা। ওর বুদ্ধিটাও ঠিক আপনার মত! ওই ঠাকুর-দেবতাকে প্রণাম-করাটা বোধ হয় প্রণামের অপব্যয় বলে মনে করে। মানুষকেই প্রণাম করতে ভালবাসে।

দিগম্বর। তাই নাকি? তোমাদের মত সুবুদ্ধি ওর নেই—আমারই মত বোকা? বটে? কিন্তু ওর হাত দুখানা যেন মরা-মানুষের মত ঠাণ্ডা! বুঝেছ স্বাগতা? আমার পা দু'খানা চেপে ধরেছিল—যেন একেবারে বরফ! পাগল ব'লে বোধহয় ওর আত্মীয়স্বজন ওকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে? ওকে খেতে দেয় কে?

দিব্যেন্দু। একটা পেট! ভিক্ষে-শিক্ষে ক'রে দুএকটা পয়সা পায়—

তাতেই চলে যায়—বোবা কিনা, তাই লজ্জায় মুখ ঢেকে থাকে—কাউকে মুখ দেখায় না।

দিগম্বর। বোবা? তা'হলে বোধহয় একটা পয়সার জন্যেই ওভাবে আমার পা'দুখানা চেপে ধরেছিল! তোমার কাছে পয়সা আছে স্বাগতা? একটা পয়সা দাওনা—ওকে দিয়ে আসি—

স্বাগতা। (একটা টাকা দিলেন)

দিগম্বর। একি? একটা টাকা দিলে কেন?

স্বাগতা। টাকাটাই দিয়ে এসো—

দিগম্বর। কেন? না, না, ভিক্ষুককে একটা পয়সার বেশী দিতে নেই। টাকা দিলে হয়তো আমাদের পেছু নেবে—বড়লোক ভেবে একেবারে বাড়ীতে গিয়েই উঠ্‌বে—তার চেয়ে একটা পয়সা দাও দিয়ে আসি।

স্বাগতা। পয়সা নেই! ওগো, আর দেরি করনা—টাকাটা দিয়ে শীগ্‌গীর চলো একটু গঙ্গার ধারে যাই—এখানে বড্ড গরম—আমি আর টিক্‌তে পারছিনে।

দিগম্বর। তা'হলে আর একটা টাকা দাও—

স্বাগতা। কেন?

দিগম্বর। Mr. Leopardকেও একটা টাকা দেওয়া দরকার! দেখ্‌ছনা কি ভাবে তাকাচ্ছেন? আমরা চলে গেলে, হয়তো মেয়েটার হাত মুচ্‌ড়ে টাকাটা কেড়ে নেবেন—

টাকা লইয়া প্রথমে বুলবুলের কাছে গেলেন

তুমি আমার পা দু'খানা চেপে ধরেছিলে কেন? ভিক্ষে চাও? এই নাও—

বুলবুল লইল

এই নিন্ Mr. Leopard আপনাকেও একটা টাকা দিচ্ছি—কিন্তু খবরদার ও মেয়েটার টাকাটা কেড়ে নেবেন না যেন?

পুরোহিত। আমার ঠাকুরকে যে প্রণাম করেনা, তার টাকা আমি স্পর্শ করিনা।

দিগম্বর। প্রণাম করবো আপনার ঠাকুরকে? তিনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করবেন?

পুরোহিত। নিশ্চয়ই করবেন—আমার ঠাকুর যে জাগ্রত!

দিগম্বর। জাগ্রত? বলেন কি? ঠাকুর! সত্যিই কি তুমি জাগ্রত? তা'হলে আমার তো অন্য কোনো প্রার্থনা নেই ঠাকুর—আমার একটি মাত্র প্রার্থনা—যেখানেই থাকে আমার শান্তা যেন সুখে থাকে! অবুঝ ছেলেমানুষ, হঠাৎ একটা ভুল ক'রে ফেলেছে—একথাটা আর কেউ না জানলেও তুমি তো জানো—ঠাকুর! সে অপরাধের জন্যে তাকে কোনো শাস্তি দিওনা।

দূরে মন্দির সোপানে বুলবুল হঠাৎ একটা যন্ত্রণাধ্বনি করিয়া মূর্চ্ছিত হইল

দিগম্বর। ও কি! ও কি! কি হল ও মেয়েটার—

স্বাগতা। (কাঁদিয়া) কিছু না, তুমি চলো এখান থেকে শীগ্‌গীর চলো—

দিগম্বর। মেয়েটা ও ভাবে চীৎকার ক'রে পড়ে গেল কেন?

দিব্যেন্দু। বলেছি তো ও একটা পাগ্‌লী!

দিগম্বর। আমি একটু দেখে আসি, ওকে?

স্বাগতা। না, না, তুমি চলো—

দিব্যেন্দু ও স্বাগতা টানিয়া লইয়া গেলেন

পুরোহিত। মেয়েটি যেন মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েছে ব'লে মনে হচ্ছে —ওগো বাছা। শুন্‌ছো—নাঃ সংজ্ঞা নেই—ব্যাপার কি? কিছুই তো বুঝতে পারছিনে—এখন কি করি? কাউকে তে দেখ্‌ছিনে—

পাঞ্জাবী ড্রাইভারবেশে বসন্তের প্রবেশ

বসন্ত। দেখিয়ে—এ লেড়্‌কীকো হাম্‌ পহছান্তা হায—এ একটা বাঙ্গালী বাবুকা বহিন আছে—হাম জান্‌তা হায। আপ্‌ ঘরমে যাইয়ে—হাম ইন্‌কো লে যাতা হায!

পুরোহিত। তুমি একজন মোটর ড্রাইভার—?

বসন্ত। জী!

পুরোহিত। তোমার নম্বরটা দাও—

বসন্ত একটুকরা কাগজে তাহার নম্বর দিল

পুরোহিতের প্রস্থান

বসন্ত। বুলবুল্! রাত্তির অনেক হয়ে গেছে—এখন চলো তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দি—

বুলবুল। না, না, আমি কোথায়ও যাবো না। এই ঠাকুরের দরজায় মাথা খুঁড়ে মরবো। দাদা! আমার দাদা! আমার সেই স্নেহময় দাদা আজ উন্মাদ—উঃ—ঠাকুর!

কাঁদিতে লাগিল।

# পঞ্চম অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

স্থান—বুলবুলের কক্ষ

কাল—অপরাহ্ণ

দৃশ্য—বুলবুল বসন্তকে একজন পাঞ্জাবী ড্রাইভার সাজাইতেছিলেন। বসন্তের হাতে লোহার বালা, মাথায় চুল ও চিরুনী, গায়ে পাঞ্জাবী খাকী পোষাক

বুলবুল। এ-ভাবে পাঞ্জাবী ড্রাইভার সেজে আর কতদিন লুকিয়ে বাঁচ্‌বে?

বসন্ত। যে কয়দিন বাঁচ্‌তে পারি।

বুলবুল। শুনেছি নাকি পুলিশের কাছে ড্রাইভারদের ফটো থাকে?

বসন্ত। হ্যাঁ থাকে।

বুলবুল। তোমার ফটো আছে সেখানে?

বসন্ত। আমার ফটো কেন থাক্‌বে? পাঞ্জাবী মানসিংহ ড্রাইভারের ফটো আছে।

বুলবুল। তা' কেমন করে সম্ভব হ'ল?

বসন্ত। টাকা হ'লে সবই সম্ভব হয় বুলবুল। দিব্যেন্দু যদি শত্রুতা না করে, তা'হলে ধরা দিয়ে বেঁচে আস্‌তেও পারি অনায়াসে।

বুলবুল। দিব্যেন্দুবাবু বলেছেন, তিনি আর কোনো শত্রুতা করবেন না।

ডাঃ সুহৃৎ দরজায় দাঁড়াইয়া একটু কাশিলেন

বসন্ত পাশের ঘরে লুকাইল

বুলবুল। কে, কে ওখানে ?

সুহৃৎ। আজ্ঞে আমি।

বুলবুল। আপনি কে ? ও ডাক্তারবাবু ? আসুন। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনি সন্ধ্যার পরে ছাড়া অন্য সময়ে আসেন না কেন, বলুন তো ? সেদিন বলে গেলেন, সকালে এসে টাকা নিয়ে যাবেন—কই—আর তো এলেন না এদিকে ?

সুহৃৎ। সকালে ফুরসুৎ হয়ে উঠে না। ভোর পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা অবধি—এত কল ম্যানেজ করতে হয় যে—সময়-মত স্নানাহার করাটাও সম্ভব হয়ে ওঠে না।

বুলবুল। সন্ধ্যে সাতটার পর আপনার আর কোনো কল্ থাকে না বুঝি ? আপনার রোগীরা দেখছি সবাই খুব ভদ্দর লোক ! সন্ধ্যার পরেই সুস্থ হয়ে এদিক-ওদিক বেরিয়ে পড়েন ?

সুহৃৎ। আজ্ঞে না। কথাটা আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না।

বুলবুল। বুঝিয়ে বলুন একটু—

সেল্ফের ভিতর হইতে বিলটা লইয়া আসিল

সুহৃৎ। ওটা আমার একটা Professional secret. On principle আমি আর সন্ধ্যার পরে Call attend করি না।

বুলবুল। সেই কথাই তো বল্ছি—On principle আপনার রোগীরাও সন্ধ্যার পরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। যাক্ সে কথা। আপনি এখন আসুন। বিলটা আপনি দিব্যেন্দুবাবুকে দেবেন—তিনিই Pay up করবেন বলেছেন—এই নিন্—

বিল ফিরাইয়া দিল

সুহৃৎ। সে কি কথা বল্‌ছেন আপনি? দিব্যেন্দুবাবু কে? আমি তাকে চিনিনা।

বুলবুল। আমাকেই বা এত বেশী চিনে ফেল্‌ছেন কেন? It is not my personal debt? তবে, বল্‌তে পারেন, আমার অনুরোধেই আপনি সেদিন চুড়ি ক'গাছা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন তাঁরাই—আপনার বিল্ অস্বীকার করছেন ব'লে, আমি টাকাটা দিতে পারছি নে। আপনি আপনার বিলের উপর স্বাগতাদেবীর স্বীকারোক্তি লিখিয়ে আনুন, আমি এখুনি টাকা দিয়ে দিচ্ছি।

সুহৃৎ। চুড়ি ক'গাছা তো আমি সেদিন হাতেই পেয়েছিলাম—শুধু আপনার অনুরোধেই—

বুলবুল। ও লজ্জাকর কথাটা আর বল্‌বেন না। কোন ভদ্রমহিলার sentimentএ আঘাত ক'রে—ও ভাবে টাকা-আদায়-করাটা আপনার পক্ষেও খুব শোভন হ'ত না। তিনি তো সাগ্রহে ও সরল মনে চুড়ি ক'গাছা খুলে দেননি? It was due to the weakness of her position, that she could not help doing that. I tried to save the situation only.

সুহৃৎ। বুঝেছি। বাই-দি-বাই আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আপনার ঘরে ঢুকবার সময় দেখ্‌লাম—এখানে একজন পাঞ্জাবী দাঁড়িয়ে আছেন। আর আপনি তার গায়ে হাত দিয়ে কথা বল্‌ছেন। হঠাৎ তিনি গেলেন কোথায়?

বুলবুল। কেন, কি দরকার আপনার?

সুহৃৎ। আপনি একজন বাঙালী-স্ত্রীলোক, আপনার ঘরে পাঞ্জাবী

পুরুষলোক দেখ্‌লে—বিস্ময় বোধ হয় কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

বুলবুল। আমি যে একজন বাঙালী স্ত্রীলোক তা' আপনি কি করে জান্‌লেন? কপালে লেখা আছে?

সুহৃৎ। আপনি কি পাঞ্জাবী?

বুলবুল। বাঙালী না-হলেই পাঞ্জাবী হতে হবে? বাঃ, আপনার লজিক তো খুব চমৎকার!

সুহৃৎ। তবে আপনি কি?

বুলবুল। কেন, আমার Nationality জান্‌বার জন্যে এত Inquisitiveness কেন আপনার? মোটের উপর জেনে রাখুন—আমি সে বাঙালী-মেয়ে নই—যে একটু চোখ রাঙালেই কেঁদে ফেলে—বা লজ্জা-মানের ভয়ে হাতের চুড়ি খুলে দেয়।

সুহৃৎ। আপনি বোধ হয় যুযুৎসু জানেন?

বুলবুল। থাক্, আর রসিকতার প্রয়োজন কি? আপনি এখন আসুন—নমস্কার। ডাক্তারবাবু, আমি অনেক কিছু জানি।

সুহৃৎ। বেশ! প্যাঁজপয়জার দুইই হল দেখ্‌ছি—আসি তা'হলে—নমস্কার—

প্রস্থান

বসন্তের প্রবেশ

বসন্ত। কে ও লোকটা?

বুলবুল। একটা বদমায়েস—তুমি এখুনি বেরুবে নাকি?

বসন্ত। হ্যাঁ।

বুলবুল। কোথায় যাবে ?

বসন্ত। কলকাতার বাইরে।

বুলবুল। কবে আস্‌বে আবার ?

বসন্ত। কি করে বল্‌বো ? মাসখানেকের ভেতরই হঠাৎ এসে উঠ্‌বো একদিন। সত্যি বুলবুল, তুমি আমার বাঁচ্‌বার আগ্রহটা অত্যন্ত বাড়িয়ে তুলেছ—দিব্যেন্দু যদি আমাকে ক্ষমা ক'রে, আমার বিরুদ্ধে আর কোনো চেষ্টা না করে তাহ'লে আমি নিশ্চয়ই বাঁচ্‌তে পারি।

বুলবুল। তিনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—তোমাকে আর বিপন্ন করবেন না।

বসন্ত। বিশ্বাস করতে পারছিনে। সান্ত্বনাকে যে সে কত ভালবাস্‌তো তা'তো তুমি জানো না বুল্‌বুল্! জান্‌লে তুমিও বিশ্বাস করতে পারতে না।

বুলবুল। আমি জানি—সবই শুনেছি তাঁর মুখে। তবু আমি বল্‌ছি—তিনি তোমাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন। ওই যে, দিব্যেন্দুবাবু আসছেন—

বসন্ত। আমি লুকুই—

বুলবুল। না। আমার সাম্‌নেই কথাটা পরিষ্কার ভাবে আলোচনা করো—তাঁর মতলবটা বুঝে নাও—প্রাণটা নিয়ে এভাবে আর কত-দিন লুকোচুরি খেল্‌বে ?

দিব্যেন্দুর প্রবেশ

আসুন দিব্যেন্দুবাবু,—মধুময় কই ?

দিব্যেন্দু। বৌদির কাছে রেখে এসেছি। বাঃ বেশ পাঞ্জাবী সেজেছ

বসন্ত ! 'মেক-আপ্' এর মাষ্টার তুমি ! কিন্তু, এভাবে আর কত-দিন শাস্তি-ভোগ করবে ? ধরা দিয়ে, বেঁচে আস্‌বার চেষ্টা করো—

বসন্ত। তুমি কি আমাকে বাঁচ্‌তে দেবে দিব্যেন্দু ?

দিব্যেন্দু। মরতে দিয়ে তো কোনো লাভ নেই—সান্ত্বনা আর ফিরে আস্‌বে না। মিছেমিছি আর কেন ?

বসন্ত। আমি তোমার কাছে অত্যন্ত অপরাধী !

দিব্যেন্দু। থাক্ থাক্ বসন্ত, সে সব পুরাণো কথা ঘেঁটে, কেন আর মানসিক অশান্তি বাড়াও ? আমি তোমার কাছে কতদিন—সান্ত্বনার কথা জিজ্ঞাসা করেছি—তুমি বলেছ 'সে ভাল আছে—মাঝে মাঝে তুমি তার সঙ্গে দেখা করছ—নিয়মিত ভাবে টাকা পয়সাও পাঠাচ্ছ'। এদিকে সে তোমার ভিটের উপর অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে, পড়েছিল—কত কষ্ট পেয়েছিল ! কেন আমাকে এতখানি প্রতারণা করেছিলে বসন্ত ? একটু জান্‌তে পারলে—প্রাণাধিক ছোট বোনের মত আমিই তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতাম—আমার যে আর কেউ নেই ? কেন তুমি আমাকে সে সুযোগটুকু দিলে না ?

বসন্ত। আমাকে ক্ষমা করো দিব্যেন্দু !

দিব্যেন্দু। তুমি তো জানো না বসন্ত, এক মুঠো অন্নের জন্যে আমি সান্ত্বনার কাছে, কত ঋণী ! কতদিন সে আমাকে গোপনে খাবার এনে খাইয়েছে। আর, আমার হাতে টাকা-পয়সা থাক্‌তেও—সে অনাহারে শুকিয়েছে—আমি একটু জান্‌তেও পারিনি।

বুলবুল। আপনিও তো একটু খোঁজ নিতে পারতেন্—

দিব্যেন্দু। সে ছিল পরস্ত্রী। তার সম্বন্ধে ততখানি আগ্রহ প্রকাশ করতে আমি দ্বিধা বোধ করেছি। আজ বুঝ্‌তে পারছি—আমার সে দুর্ব্বলতাটুকু ত্যাগ করাই উচিত ছিল। আমি যে ভাব্‌তেই পারিনি, তার মত দেবী-প্রতিমাকে কেউ অনাদর করতে পারে। নরকের মোহ স্বর্গকে উপেক্ষা করতে পারে।

বুলবুল। আমার উপর অবিচার করবেন না দিব্যেন্দুবাবু!

দিব্যেন্দু। অবিচার নয় বুলবুল। সত্যকে স্বীকার-করার সৎসাহস তোমারও থাকা উচিৎ।

বুলবুল। (কাঁদিয়া ফেলিল) আমার কি দোষ? আমি তো জান্‌তাম না—উনি বিবাহিত।

বসন্ত। আমিই বল্‌ছি—কারো কোনো দোষ নেই—সমস্ত দোষ আমার। আমি আমার দোষ-ত্রুটি সবই স্বীকার করছি—তোমরা এখন বিবেচনা ক'রে দেখো, আমাকে আর বাঁচ্‌তে দিতে চাও কিনা? যদি না চাও—আমি আজই থানায় গিয়ে আত্ম-সমর্পণ করবো—হাস্‌তে হাস্‌তে ফাঁসিকাঠে ঝুল্‌বো। এ ভাবে বেঁচে থাকার শাস্তি, অসহ্য।

দিব্যেন্দু। না বসন্ত, আর প্রয়োজন নেই—মন থেকে সব বিদ্বেষ বুদ্ধি দূর ক'রে ফেলেছি। এখন তুমি বুলবুলকেই সুখী করো, নিজেও পরম সুখে ও শান্তিতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করো—এই টুকুই দেখ্‌তে চাই। মনে মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল, আমার জীবনে কোনো বন্ধন নেই, বাধা নেই, এ সংসারে আমি একটি নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী! আজ বুঝ্‌তে পারছি—তোমাদের চেয়েও আমার বন্ধন অনেক

বেশী। দু' ফোঁটা চোখের জল যে সহ্য করতে পারে না, আঘাত-দেওয়ার চেয়ে আঘাত পাওয়াতেই যার আনন্দ, সে যদি মমতাকে ছাড়তে চেষ্টাও করে—মমতা তাকে ছাড়ে না। আজ বুলবুলের মুখের দিকে চাইলেই আমার কি ইচ্ছা হয়—শুনবে? ইচ্ছা হয়—ফাঁসির দড়িতে নিজের গলাটা এগিয়ে দিয়ে বসন্তকে বাঁচাই—

বুলবুল। আপনি মানুষ নন্ দিব্যেন্দুবাবু আপনি দেবতা।

দিব্যেন্দু। আমি পশু। জগতের ঘাত-প্রতিঘাতে যে যত বেশী চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, তার পশুত্ব তত বেশী! আমি এখন আসি বুলবুল—আমার একটা জরুরী কাজ আছে।

প্রস্থান

বুলবুল। দিব্যেন্দুবাবু সত্যিই দেবতা।

বসন্ত। আমি ওকে ছোটবেলা থেকেই চিনি। শুধু ভয় করিনা, ভক্তিও করি ওকে।

দিব্যেন্দুর পুনঃ প্রবেশ

দিব্যেন্দু। ( উৎফুল্ল ভাবে ) বুলবুল! বৌদি এসেছেন—তোমার বাড়ীতে—তোমার সঙ্গেই দেখা করতে—

বুলবুল। আমার সঙ্গে—দেখা—করতে?

বসন্ত লুকাইল

স্বাগতা ও মধুময়ের প্রবেশ

মধুময়। মা! এই দেখো কাকে নিয়ে এসেছি।

কম্পিত বুলবুল স্বাগতাকে একটা প্রণাম করিয়া অপরাধী ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল

স্বাগতা। শান্তা, তোর এ বাড়ীতে ক'টা ঘর আছে ?

বুলবুল। চারটে।

স্বাগতা। তা'হলে পৃথক আর একটা বাড়ী ভাড়া করবার প্রয়োজন কি ? তোর এই বাড়ীতে এসেই উঠি আমরা ? কি বলিস ?

বুলবুল। বৌদি ! ·

কিছুই বলিতে না পারিয়া কাঁদিতে লাগিল

স্বাগতা। ছিঃ শান্তা, কাঁদিস্‌নে। যা' হবার তা'তো হয়েই গেছে—(চোখ মুছাইয়া দিলেন) অনেক কেঁদেছিস্, আর কেন ? এখন আমি যে কথা জিজ্ঞাসা করছি—তার উত্তর দে। তোর কি কোনো আপত্তি আছে ?

বুলবুল। বৌদি ! সত্যিই কি তুমি আমাকে এতখানি ক্ষমা করবে ? আমাকে বিদ্রূপ করছ নাতো ? সত্যি বলো বৌদি, তোমার পায় পড়ি—আমি তোমার কথা ঠিক বুঝ্‌তে পারছিনে।

স্বাগতা। বুঝ্‌তে পারছেন না। (মুখ টিপিয়া দিলেন) ন্যাকা মেয়ে। কেন এমন কুবুদ্ধি ঘটেছিল ? লাইব্রেরীর সঙ্গে বিয়ে বসেছিলে, দিন-রাত বই নিয়েই পড়ে থাক্‌তে—উচ্চ শিক্ষার বড়াই করতে—অশিক্ষিতা ব'লে আমাদের সঙ্গে কথাই বল্‌তে না—কী সুশিক্ষিতার পরিচয়টাই দিয়েছ ? অমন মহাদেবের মত দাদার মুখে চুণ-কালি—না দিয়ে—গলায় কেন দড়ি দিলি না শান্তা ?

শান্তা। আর তিরস্কার কর না বৌদি ! সে পাপের শাস্তি খুবই হয়েছে—এখন আমাকে ক্ষমা করো।

স্বাগতা। তোর মুখ আর আমি এ জীবনে দেখ্‌বো না ভেবেছিলাম, কিন্তু তা' পারলাম না। যার মুখের দিকে চাইলে, আমার বুকটা ভরে ওঠে, যার অত্যাচার সহ্য করেও আমি সুখ পাই, যাকে ছেড়ে দুটো দিনও কোথাও গিয়ে থাকতে পারিনে—শুধু তার অনুরোধেই আজ আমি তোর কাছে ছুটে এসেছি। আমার যেন মনে হচ্ছে—তোর সঙ্গে দেখা হলেই তার অসুখ সেরে যাবে। তার অসুখ যদি সারে—তাহলে—আমি যে নরকে যেতেও পারি শান্তা—

কাঁদিলেন

শান্তা। বৌদি দাদাকে আমি মুখ দেখাবো কি করে? (কাঁদিল) না, না, দরকার নেই! তোমরা এখানে এসো না—দাদাকে বলো শান্তা মরে গেছে—

স্বাগতা চোখ মুছাইতে লাগিলেন
দিব্যেন্দু ইতিপূর্ব্বেই ঘরে ঢুকিয়াছিল—
বসন্তকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিল

দিব্যেন্দু। বৌদি! শান্তাকেই যদি ক্ষমা করলেন, তা'হলে আমার এই পাপীষ্ঠ বন্ধুটিকেই বা কেন ক্ষমা করবেন না? পাপীষ্ঠ হলেও বন্ধুটি আমার খুব উদার ও মহৎ—কৃতী ও ক্ষণজন্মা!

স্বাগতা। ও কে ঠাকুরপো?

দিব্যেন্দু। আমার ছোট বেলার খেলার সাথী—যৌবনের সহপাঠী—তারপর, আমি নাট্যকার আর ইনি আমার নাটকের অভিনেতা; অভিনেতা মাত্রেই বহুরূপী, তাই ইনি কখনো বীরেন রায়, কখনো বসন্ত সেন—কখনো মুস্কিল আসান—কখনো পাঞ্জাবী ড্রাইভার—

স্বাগতা। ( বিব্রতভাবে ) ঠাকুরপো আমি অনেকক্ষণ এসেছি, তোমার দাদা হয়তো এতক্ষণ ঘুম থেকে উঠেছেন। আজ আমি এখন আসি, শান্তা! পরে আবার দেখা করবো—আমাকে শীগ্‌গীর একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও ঠাকুরপো—একটু শীগগীর—

দিব্যেন্দু ও স্বাগতার প্রস্থান

শান্তা। উঃ তুমি আমার কী সর্ব্বনাশ করেছ! আমাকে থিয়েটারেও নাবিয়েছো—নইলে আমি বোধ হয় আজ তোমার হাত ধরে দাদার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতে পারতাম—উঃ দাদা!

বসন্ত। আচ্ছা, চলো বুলবুল! আমিই তোমাকে তোমার দাদার কাছে নিয়ে যাচ্ছি। তিনি আমাকে খুন করতে চান্, আমার এই রিভলবারটা তাঁর হাতে দেব। ক্ষমা করতে পারেন, পায়ের ধুলো মাথায় নেব—এ উৎকণ্ঠা আর ভাল লাগেনা। পেছনকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে সুমুখের পথ দেখ্‌তে চাই—নাকে খৎ দিয়েও বেঁচে থাক্‌তে চাই। মার্জ্জনা পাই ভাল—না পাই এ দুনিয়াকে একটা সেলাম দিয়ে, সরে পড়বো। তার বেশী তো আর কারো কোনো দাবী নেই আমার উপর?

শান্তা। ( ভীতভাবে ) না না, ও রিভলবার তার হাতে দিলে, হয়তো তিনি—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে গুলি করবেন।

বসন্ত। ( হাসিয়া ) বুলবুল! বেঁচে থাকা আর মরে-যাওয়ার মধ্যে যে কোনো পার্থক্য আছে—তা' আর আজ আমি বুঝতে পারছি না। চলো—আজই—যাবো—এসো—আঃ—এসো—

টানিয়া লইয়া যাইতেছিল

দিব্যেন্দুর প্রবেশ

দিব্যেন্দু। (বাধাদিয়া) কোথা যাচ্ছ বসন্ত ?

বসন্ত। প্রফেসর মজুমদারের কাছে ?

দিব্যেন্দু। ছিঃ! শুধু হঠকারিতা করেই জীবনটাকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে দিলে বসন্ত! কোনদিনই তোমাকে দেখলাম না যে কোন কাজ করবার পূর্ব্বে তুমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও একটু ভাবো! তোমার যা কিছু ভাবনা চিন্তা কাজটা সেরে ফেলবার পরে। চুপ করে একটু বসো, ভেবে দেখ তোমার এই মিলিটারী দেখা-সাক্ষাতের ফলটা কি দাঁড়াবে—তার পরেই না হয় যেও।

বসন্ত। না না না দিব্যেন্দু, ভাবনা চিন্তার অতীত হয়ে পড়েছি। শান্তার তিরস্কার আর তার চোখের জল আমি আর সহ্য ক'রে উঠতে পাচ্ছি না। তুমি তো জাননা দিব্যেন্দু! শান্তাকে আমি কত ভালবাসি।

দিব্যেন্দু। (হাসিয়া) ভালবাসার আতিশয্যে একটা মেয়ের সর্ব্বনাশ করেছ বন্ধু! আর একটারও সর্ব্বনাশ করো না! চুপটী ক'রে বসো যা বলি শোন—

সঙ্কেতে বহুকথা বুঝাইতে লাগিলেন

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বাড়িওয়ালার বাড়ীর সম্মুখ

কাল—প্রভাত

দৃশ্য—একটি ভিখারী নৃত্যসহকারে গাহিতেছিল—

### গান

ওরে ও ননী-চোর।
গুণের কথা বল্‌বো কত তোর—
তুই আনাচে-কানাচে থাকিস্‌
ঝোঁপ-ঝাপের ভিতর।
রাইকিশোরী আলা-ভোলা
তুই হলি বোম্বেটে পোলা।
তোর, কদম গাছে নিয়ে ঝোলা
গোপিনীর কাপড়।
আয়ান যদি ধরতে পারে
বিছুটি আর জল-মাদারে
ভাঙ্‌বে রে তোর ভাইরে নারে
পীরিতির—নাগর।

বাড়িওয়ালা দরজা খুলিলেন

নবকৃষ্ণ। ( মারমুখো হইয়া ) বারোও, বারোও—

ভিখারী। একটা পয়সা দেন না দয়া করে। আমি একটা গান গালাম—

নবকৃষ্ণ। কেডা তোমারে কইছেলো গান গাথি? বলি কেডা তোমার বাড়ী যায়ে মাথার কিরে দিয়ে ডাকে আনিছেলো—আমার বাড়ী আসে এট্টা পিরীতির গান গাওয়ার জন্যি।

ভিখারী। আজ্ঞে আমি বড় গরীব। এটটা পয়সা আমারে দেন দয়া ক'রে।

নবকৃষ্ণ। আমি ধনকেষ্টর বেটা লবকেষ্ট! আমার চোদ্দ-পুরুষির মদ্দি কেউ কোনদিন কোন শালা ভিখেরীরি এট্টা পয়সা দেয় নাই। শালারা খাটে খাতি পারিস নে? নাওয়া-খাওয়ার বেলায় বারুইছেন এক গুবগুবি নিয়ে। বারোও, বারোও। তো—দাড়ায়ে থাকলো; ওরে ও দয়াল! লাঠিডে নিয়ে আয়তো শালারে পয়সা দিয়ে দিই।

ভিখারী। আজ্ঞে না আমি যাচ্ছি, যাচ্ছি—

প্রস্থান

সুহৃতের প্রবেশ

নবকৃষ্ণ। কিডা! ও—তুমি? ক্যান্—কি জন্যি? এ অসভ্য জানোয়ারের বাড়ী আস্তি লজ্জা করলো না তোমার?

সুহৃৎ। দেখুন, আমি ঠিক বুঝতে না-পেরে আপনার সঙ্গে একটা দুর্ব্যবহার ক'রে ফেলেছি—আমাকে মাপ করুন—

নবকৃষ্ণ। যাক্‌গে—সেকথা ছাড়েই দেলাম। তুমি কল্‌কাতার লোক, আমারে অসভ্য কথি পারো—জানোয়ার কথি পারো—আমি না হয় সহ্যই করলাম—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—সেই পাগলডার সতী-লক্ষ্মী বৌডার পাছে লাগিছ ক্যান্?

সুহৃৎ। দেখুন ও স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত দুশ্চরিত্রা!

নবকৃষ্ণ। কী! তুমি ভাবো বুঝি, আমি কিছু বুঝিনে? বাবোও আমার বাড়িত্তে—বাবোও—বদমাইস্ ছোটলোক! ভদ্দর লোকের মা-বুনের মান-ইজ্জত যে রাখতি জানে না—আমি তার মুখ দেহি নে—

ক্রুদ্ধভাবে দরজা বন্ধ করিলেন

সুহৃৎ। তাইতো একি হ'লো—এখন উপায়? শালাতো বেজায় বিপদে ফেল্‌বে—কি করি—

প্রস্থানোদ্যত

বুলবুলকে আসিতে দেখিয়া দাঁড়াইল

ব্যস্তভাবে বুলবুলের প্রবেশ

বুলবুল। (স্বগতঃ) এইটাই বোধহয় নবকৃষ্ণবাবুর বাড়ী। (কড়া নাড়িয়া) নবকৃষ্ণবাবু! নবকৃষ্ণবাবু!

দয়াল দরজা খুলিল

নবকৃষ্ণবাবু বাড়ীতে আছেন?

দয়াল। আজ্ঞে তিনি সিনান করতে গেছেন—

বুলবুল। আচ্ছা আমি একটু অপেক্ষা করছি। তাঁর স্নান হলেই

আমাকে একটা খবর দিয়ো, আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করবো।

দয়াল। যে আজ্ঞে—

দরজা বন্ধ করিল

বুলবুল। ওকে ডাক্তারবাবু যে! আপনি ওখানে চুপটী করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ডাক্তারবাবু?

সুহৃদ। (বিব্রতভাবে) আমিও নবকৃষ্ণবাবুর সঙ্গে একবারটী দেখা করতে এসেছিলাম।

বুলবুল। ও—আপনার সেই হাজার টাকার হাণ্ড-নোটটা নিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছেন বুঝি? তাই তো—যার কাছে অতগুলো টাকা ধারেন, তাকে কেন একটা অসভ্য জানোয়ার বলে গালাগাল দিতে গেলেন? কাজটা ভাল করেননি।

সুহৃদ। না না হাণ্ডনোটের ও-কথাটা একেবারেই বাজে। সেজন্যে আমি আসিনি, অন্য একটা দরকার ছিল।

বুলবুল। আচ্ছা ডাক্তারবাবু আপনি বলতে পারেন—প্রফেসর মজুমদার কোথায় উঠে গেছেন? তিনি তো নবকৃষ্ণবাবুর সে বাড়ীতে এখন আর নেই।

সুহৃদ। আজ্ঞে হ্যা বলতে পারি—তাঁর বর্ত্তমান ঠিকানাও আমি জানি।

বুলবুল। বলুন না ডাক্তারবাবু, তিনি এখন কোথায় কত নম্বর বাড়ীতে থাকেন?

সুহৃদ। দয়া করে চলুন আমার সঙ্গে, আমার গাড়ী আছে। আমি আপনাকে সেখানে পৌঁছে দিচ্ছি।

বুলবুল। আঃ ডাক্তারবাবু আমারো গাড়ী আছে! আপনি দয়া করে প্রফেসর মজুমদারের addressটা আমাকে বলুন। আমার বিশেষ দরকার।

সুহৃদ। বলছি! তার আগে আমি আপনাকে আর একটা কথা বলতে চাই মিস্ বুলবুল। (বিব্রতভাবে) তবে সেটা এখানে দাঁড়িয়ে বলা চলে না। আপনি যদি আমাকে অনুমতি করেন তাহলে আমার গাড়ীটা না হয় বিদেয় করে দিই। আপনার গাড়ীতেই আমাকে নিয়ে চলুন। পথেই আপনার সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা বলবো।

বুল। বুঝেছি। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনি তো বলতে চান—আপনি আমাকে অত্যন্ত ভালবেসে ফেলেছেন, আমাকে দেখেই একেবারে পাগল হয়ে গেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সেজন্য কষ্ট করে আমার সঙ্গে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই আপনার। শুনুন ডাক্তার-বাবু! আপনার একটা জিনিস বড্ড ভুল হচ্ছে! আপনি হয়তো মনে ভেবেছেন I am exactly a woman living in a brothel!

সুহৃৎ। আজ্ঞে না না, তা ঠিক নয়—তা ঠিক নয়। তা ভাবলে তো আপনার সঙ্গে আমি কথাই বলতাম না! আমি এ জীবনে কখনো ও পথটা মাড়াইনি—চরিত্রটা খুব ঠিক রেখেছি—মিস্ বুলবুল্!

বুল। থামুন—থামুন। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনাকে। আপনার ছোট বোন আছে? তাকে আপনি ভালবাসেন? সে ভালবাসা কেমন জানেন? চলুন আমার সঙ্গে, আপনাকে আমি সঙ্গে করেই নিয়ে যাবো। সাত বছর পরে আজ আমি আমার দাদার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। সেই দাদার কাছে যে আমি কত অপরাধী তা

আপনি জানেন না। তবু আমি জানি, দেখা হলেই দাদা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরবে—আমার সব অপরাধ ক্ষমা করবে! দাদা যে তার ছোট বোনকে কতখানি ভালবাসতে পারে—ডাক্তারবাবু! চলুন একবার দেখে আসবেন। তারপর বাড়ীতে গিয়ে নিজের ছোট বোনটীকেই ভাল বাসবেন—আমাকে নয়।

সুহৃৎ। কে আপনার দাদা?

বুল। প্রফেসর দিগম্বর মজুমদার।

সুহৃৎ। (চমকিয়া) আপনি প্রফেসর মজুমদারের ভগ্নী?

বুল। (ব্যঙ্গ করিয়া) আজ্ঞে হ্যাঁ। তাতে আর কি হয়েছে ডাক্তারবাবু? চলুন আমার সঙ্গে—একবার দেখে আসবেন দাদা তার ছোটবোনকে কতখানি ভালবাসেন।

সুহৃৎ। আজ্ঞে না না—আমি আর সেখানে যাবো না। প্রফেসর মজুমদারের বর্ত্তমান address হচ্ছে—8c Beadon St. Flat No. 23—আমি আসি, নমস্কার।

বুল। (হাসিয়া) সেখানেও আপনার স্লিপারের ভয় আছে ডাক্তারবাবু! তা আমি জানি।

হাসিতে হাসিতে প্রস্থান

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—প্রফেসর দিগম্বরের ঝুলবারান্দা

কাল—সন্ধ্যার পর

দৃশ্য—প্রফেসর পায়চারী করিতেছিলেন—হাতে একখানা বই—

দিগম্বর। যেদো—!

যেদোর প্রবেশ

যেদো। আজ্ঞে ?

দিগম্বর। তুই বিয়ে করিছিস্ ? বল্, ওকি—একেবারে এলিয়ে পড়লি যে ! বাঃ বিয়ের কথাতেই এত লজ্জা ! ওরে বেটা বল্, তুই বিয়ে করেছিস কিনা ?

যেদো। আজ্ঞে করিছি—

দিগম্বর। তোর বৌ কোথায় ?

যেদো। আজ্ঞে, তার বাপের বাড়ীতে—

দিগম্বর। বাপের বাড়ীতে কেন ?

যেদো। আজ্ঞে সে বড্ড ছোট—বয়স তার মোটে সাত বছর ! তাই শ্বশুর বাড়ীতে আস্তে চায় না।

দিগম্বর। অ্যাঁ, বলিস্ কি ? তোর বৌয়ের বয়স মাত্তর সাত বছর ? Good God ! স্বাগতা ! স্বাগতা !

স্বাগতার প্রবেশ

শুনেছ স্বাগতা? যেদোর বৌয়ের বয়স নাকি মাত্র সাত বছর! হা-হা-হা—সাত বছরের একটা মেয়েকে তুই বিয়ে করিছিস্? হা হা হা—হেই শোন্—(যেদোর ঘাড় ধরিলেন) আজই বাড়ী যাবি—তারপর তোর সেই ছোট্ট একরত্তি মেয়েটাকে বল্‌বি—সে যেন তোকে বাবা ব'লে ডাকে—বুঝ্‌লি?

যেদো। আজ্ঞে, পরিবার তার সোয়ামীকে বাবা ব'লে ডাক্‌বে কি করে?

দিগম্বর। চোপ্‌রাও শূয়ার! একটা দুধের মেয়ে তোর পরিবার! বুড়ো পঞ্চাশ বছরের ধাড়ি! তোর একটু লজ্জা করে না—একটা সাত বছরের মেয়েকে পরিবার বল্‌তে?

যেদো। আজ্ঞে—

দিগম্বর। থাক্ আর আজ্ঞে-প্রাজ্ঞের প্রয়োজন নেই। আজই, এখুনি, বাড়ী যাবি। আদর ক'রে সেই মেয়েটাকে কোলে নিবি—তার মুখে 'বাবা' ডাক শুনে, তবে এখানে ফিরে আস্‌বি। যা তোর ছুটি—

যেদো। আজ্ঞে বাবু, আমরা ছোটলোক! আপনাদের দেখেই তো আমরা রীতি-নীতি সব শিখি। কিন্তু বাবু! মাঠাকুরুণ তো আপনাকে 'বাবা' বলে ডাকেন না?

দিগম্বর। Nonsense!

স্বাগতা। যা' যেদো তুই তোর কাজে যা! এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর বকামো কর্‌তে হবেনা—যা—(বিরক্তি প্রকাশ করিলেন)

যেদো। আমার কি দোষ মা-ঠাকরুণ?

স্বাগতা। না, না, তোর কোনো দোষ নেই—তুই এখন যা এখান থেকে—

যেদোর প্রস্থান

দিগম্বর। কি বল্‌লে? ওর কোন দোষ নেই?

স্বাগতা। না—গো—না—ওর কোনো দোষ নেই। ওদের সমাজে বড় মেয়ে পাওয়া যায় না, আমি জানি। কি করবে?

দিগম্বর। বটে? বড় মেয়ে পাওয়া না গেলে ছোট মেয়ে বিয়ে করবে? তাতে কোনো দোষ হবেনা? কি আশ্চর্য্য। আচ্ছা যখন ছোট মেয়ে পাওয়া না যাবে—তখন কি করবে? একটা নেংটি ইন্দুর বা একটা তেলাপোকা বিয়ে ক'রে বিয়ের সাধ মেটাবে? কি আশ্চর্য্য!

স্বাগতা। তুমি কি করতে বলো?

দিগম্বর। বিয়েটা যে সবাইকে করতেই হবে তার কারণ কি? জীব-জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের তফাৎ কি স্বাগতা? মানুষ—একটু Rational and discriminating—শুধু Restraint বা সংযমের জন্যেই যে মানুষ, মানুষ। আমি স্বীকার করি—শান্তার হয়তো একটা বিয়ের প্রয়োজন হয়েছিল। তা বলে তার সেই সফারের সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার দুর্ব্বলতাকে—আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারিনে। আচ্ছা স্বাগতা! কি অভাব ছিল তার? সেই সফারটা কি তাকে আমার চেয়েও বেশী ভালবেসেছে? বলো—

স্বাগতা। ( চোখ মুছিলেন ) চুপ করো—

দিগম্বর। না, আজ আর চুপ করবো না, শোনো। কলেজ থেকে এসেই আগে তাকে কোলে তুলে নিয়েছি—তার মুখে একটা চুমো খেয়ে

তবে অন্য কাজ করেছি। এই কোলে বসিয়ে—আমি তাকে এ-বি-সি-ডি থেকে আরম্ভ করে Shelly, Shakespeare পর্য্যন্ত পড়িয়েছি! সে যখন চলে গেল—আমার কথাটা একবার মনেও করলোনা? আমার ভয় হয় স্বাগতা! তুমিও—তুমিও একদিন হয়তো—

স্বাগতা। চুপ্ করো। (মুখ চাপিয়া ধরিল) তোমার এই বুক থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিতে পারে যম—আর কেউ পারেনা! তুমি ও কথা বোলোনা—

শান্তার প্রবেশ—সে দূরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল

দিগম্বর। কে? কে ও?

শান্তা। দাদা!

দিগম্বর। কে? কে তুই? কে তোর দাদা?

শান্তা। দাদা! আমি—আমি শান্তা—

কাঁদিয়া ফেলিল

দিগম্বর। চোপ্রাও! শান্তা! শান্তা! কে তোকে বলেছে শান্তা নামে আমার এক বোন্ ছিল? স্বাগতা! এটা বোধ হয় তোমার চালাকি? You mean to deceive me, and in such an abominable way! Oh no, no, I must not be deceived! যেদো! ঠাণ্ডা জল—ঠাণ্ডা জল—

যেদোর হাত ধরিয়া প্রস্থান

শান্তা। এ কী হ'ল বৌদি! এখন উপায়?

স্বাগতা। তুই এখানে চুপ্‌টি করে দাঁড়িয়ে থাক্—আমি একটু দেখে আসি—

প্রস্থান

শান্তা। উঃ ভগবান্!

কয়েক মিনিট করুণ সুরে কাঁদিল

ধীরে ধীরে দিগম্বর প্রবেশ করিলেন—শান্তার মুখখানি উঁচু করিয়া নির্নিমেষ চোখে দেখিলেন—

দিগম্বর। শান্তা!

শান্তা। দাদা!

দিগম্বর। কাঁদিস্‌নে—কাঁদিস্‌নে—

অন্তরালে—বসন্তের কণ্ঠস্বর শোনা গেল

বসন্ত। আঃ আমাকে ছেড়ে দাও দিব্যেন্দু! আমি ওঁর সাম্‌নে গিয়েই দাড়াবো—

দিগম্বর। কে?

বসন্ত ও পেছনে দিব্যেন্দু

বসন্ত। (উন্মাদের মত চেহারা) আমি, আপনার সফার বীরেন রায়।

দিগম্বর। (শান্তাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন) You—you—no—no—no—I must not part with her, and let her go Help! help!

দিব্যেন্দু। আপনি অমন করছেন কেন, দিগম্বরদা, বসন্ত এসেছে আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে—আপনি তাকে ক্ষমা করুন।

বসন্ত। না Mr. Majoomder আমি ক্ষমা চাইতে আসিনি। আমি এসেছি—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। আপনার হাতেই আমি আমার মৃত্যু চাই। এই নিন্—

দিগম্বরের হাতে রিভলবার দিল

দিগম্বর। (একবার রিভলবারটা দেখিলেন—একবার বসন্তের মুখের দিকে তাকাইলেন) মৃত্যু চাও? Yes, you scoundrel! you deserve it. Hands up!

স্বাগতা আসিয়া বাধা দিলেন, শান্তা অস্থিরতা প্রকাশ করিতেছিল

স্বাগতা। কী করছ?

রিভলবার কাড়িয়া লইলেন

দিগম্বর। কেন? বলি, নরহত্যার অপরাধে আমার ফাঁসি হবে—সেই ভয় হল? (হাসিয়া) কপালের ওই রাঙা সিঁদুরটুকুর ওপর যে বড় দরদ! এত স্বার্থপরতা কেন স্বাগতা?

স্বাগতা। তুমি তো আমার ভেতর স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই দেখ্‌তে পাওনা। (কাঁদিয়া) শুধু আমার কপালের সিঁদুর মুছ্‌বে না, তোমার বড় আদরের শান্তাকেও বিধবা করবে তুমি! চেয়ে দেখো, তার কপালেও সিন্দূর আছে!

দিগম্বর। Nonsense! She is unmarried! শান্তা! তাইতো, তা'হলে তোর বিয়ে হয়েছে—

শান্তা। (পদতলে পড়িয়া) দাদা! ওকে ক্ষমা করো—ও আমার স্বামী!

দিগম্বর কিছুক্ষণ হাসিলেন, কাঁদিলেন, হাসি-কান্নার সংমিশ্রণ হইল—
শান্তা ও বসন্ত পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল—তিনি
দুজনকেই টানিয়া তুলিয়া বুকে
চাপিয়া ধরিলেন

## যবনিকা পতন